NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

১১ বিহারে ৩৫ লক্ষ নাম ছাঁটাইয়ের পথে কমিশন

নোটস দেবেন বলে ছাত্রীকে ডেকে ধর্ষণ ১১

কলকাতা ১৬ জুলাই ২০২৫ ৩১ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.07.2025, Vol.19, Issue No. 37, 12 Pages, Price 3.00

রিটার্ন অফ দ্য ড্রাগন, প্রত্যাবর্তন শুভাংশুদের

অপেক্ষা শুরু গগনযানের

ফ্লোরিডা, ১৫ জুলাই: অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঘড়িতে ঠিক বেলা ৩টে ১ মিনিট। শুভাংশু শুক্ল-সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে এল স্পেসএক্সের মহাকাশযান 'ড্রাগন'।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে পৃথিবীতে ফিরলেন শুভাংশুরা। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়াগো উপকূলে তখন অবশ্য রাত। আর সেই রাতের অন্ধকারেই পৃথিবীতে ফিরলেন শুভাংশু শুক্ল। ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে বেরও করে আনা হয়ে তাঁদের। আপাতত বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা করা হবে ঘরে ফেরা মহাকাশচারীদের। এদিকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবরে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় আনন্দাশ্রু দেখা যায় শুভাংশুর মায়ের চোখে।

অন্যদিকে, শুভাংশুর বাবা শম্ভুদয়াল শুক্ল ও মা আশা শুক্ল সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ছেলের এই সাফল্যে তাঁরা গর্বিত। শুভাংশুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। নিজের এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ''ঐতিহাসিক অভিযান সেরে পৃথিবীতে ফিরে আসা গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লকে স্বাগত জানাই! ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রেখে তিনি অসম্ভব নিষ্ঠা, সাহস এবং উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। কোটি কোটি স্বপ্নকে অনুপ্রাণিত করেছেন শুভাংশু। এই অভিযান আমাদের নিজস্ব মানব মহাকাশ অভিযান 'গগনযান'-এর দিকে আরও একটি মাইল ফলক।''

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক্স হ্যান্ডলে নিজের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে লিখেছেন, 'শুভাংশু শুক্ল, আপনাকে স্বাগতম! আমরা সত্যিই খুশি যে আপনি ফিরে এসেছেন। আপনি যা করেছেন তা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আপনাকে এবং আপনার দলের সদস্যদের অভিনন্দন, এবং আপনার পরিবারের জন্য শুভকামনা।'

এদিন নির্ধারিত সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে শুভাংশুদের ক্যাপসুল। এই সময়ে ক্যাপসুলের গতি ছিল ঘণ্টায় ২৮ হাজার কিলোমিটার। ধীরে ধীরে তা কমতে কমতে ২৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় নেমে আসে। এর পর একে একে খুলে যায় চারটি প্যারাশ্যুট। ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে আসে 'ড্রাগন'।

প্রশান্ত মহাসাগরে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল 'রিকভারি ভেহিকল'। তৈরি ছিল স্পেসএক্সের একটি দল। অবতরণের পরেই তারা শুভাংশুদের ক্যাপসুলের কাছে পৌঁছে যায়। এর পর ক্যাপসুলটিকে তুলে নেওয়া হয় জাহাজে। এর কিছু ক্ষণ পর ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে যায়। ভিতরে ঢোকেন বিশেষজ্ঞদের দল। শারীরিক পরীক্ষার পর ভিতর থেকে বার করে আনা হয় চার নভশ্চরকে। প্রথমে হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন কমান্ডার পেগি হুইটসন। এর পরেই বার করে আনা হয় শুভাংশুকে। তাঁরও মুখে হাসি, হাত নাড়তে নাড়তে 'ড্রাগন' ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি।

গত ২৫ জুন ফ্লরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে আইএসএসের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন শুভাংশুরা। নাসার 'অ্যাক্সিয়ম-৪' নামে এই অভিযানে ভারতীয় নভশ্চর ছাড়াও রয়েছেন ক্রু-কমান্ডার পেগি হুইটসন, মিশন বিশেষজ্ঞ স্লাওস উজানস্কি-উইজনিউস্কি এবং টিবর কাপু। ১৮ দিন আইএসএসে কাটানোর পর সোমবার শুভাংশুদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের একটু পরে বিকেল ৪টে ৪৫ মিনিটে (ভারতীয় সময়) মহাকাশকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয় শুভাংশুদের মহাকাশযান। শুরু হয় পৃথিবীর দিকে ফিরতি যাত্রা। ২৩ ঘণ্টার দীর্ঘ সেই যাত্রার শেষে ফিরলেন চার নভশ্চর। তবে এখানেই শেষ নয়! বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, ফেরার পরেও দীর্ঘ প্রক্রিয়া অপেক্ষা করে রয়েছে শুভাংশুদের জন্য।

প্রথমেই নভশ্চরদের বেশ কয়েক দফা মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হবে। এত দিন মহাকাশের মাধ্যাকর্ষণহীন পরিবেশে কাটানোর পর পৃথিবীতে ফিরে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়। সে জন্য আগামী সাত দিন বিশেষ পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে চার নভশ্চরকে।

ঐতিহাসিক অভিযান সেরে পৃথিবীতে ফিরে আসা গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লকে স্বাগত জানাই। ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রেখে তিনি অসম্ভব নিষ্ঠা, সাহস এবং উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। কোটি কোটি স্বপ্নকে অনুপ্রাণিত করেছেন শুভাংশু। এই অভিযান আমাদের নিজস্ব মানব মহাকাশ অভিযান 'গগনযান'-এর দিকে আরও একটি মাইলফলক। -নরেন্দ্র মোদী

শুভাংশু শুক্ল, আপনাকে স্বাগতম। আমরা সত্যিই খুশি যে আপনি ফিরে এসেছেন। আপনি যা করেছেন, তা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আপনাকে এবং আপনার দলের সদস্যদের অভিনন্দন, এবং আপনার পরিবারের জন্য শুভকামনা। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গালওয়ানের পর প্রথম চিন সফর

বেজিংয়ে মুখোমুখি জয়শঙ্কর-জিনপিং

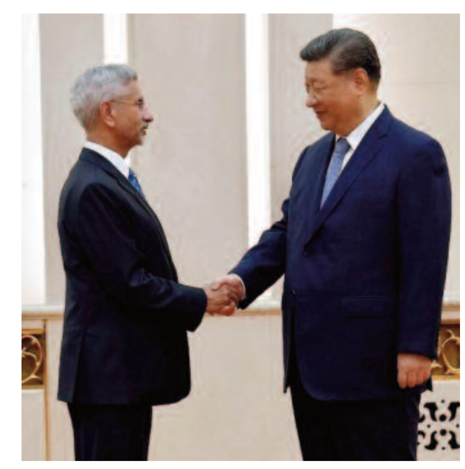

বেজিং, ১৫ জুলাই: বেজিঙেই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের সঙ্গে দেখা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। চিন প্রভাবিত রাষ্ট্রজোট শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এ বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে চিনে গিয়েছেন জয়শঙ্কর। এসসিও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট। মঙ্গলবার সকালে জয়শঙ্কর জিনপিঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সোমবারই চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যান ঝেংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। সেই বৈঠকে পারস্পরিক আলোচনা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়ার কথা বলে দু'পক্ষ। ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে কাজানে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং জিনপিঙের মধ্যে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন জয়শঙ্কর এবং হ্যান ঝেং। এই সফরেই চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে জয়শঙ্করের।

বেজিংয়ে গিয়ে ভারত-চিন সহযোগিতার বার্তা শোনা গিয়েছে জয়শঙ্করের কণ্ঠে। সোমবার বেজিংয়ে পা রেখে বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল অবস্থায় রয়েছে। এই কঠিন সময়ে ভারত ও চিনের মধ্যে আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মুক্ত বিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সফরের সময় এই ধরনের আলোচনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, জিনপিংকে তিনি ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার অগ্রগতির বিষয়ে জানিয়েছেন। চিনের প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফ থেকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে জয়শঙ্কর লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। সম্প্রতি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতির বিষয়ে প্রেসিডেন্ট শি-কে অবহিত করেছি।'

২০২০ সালে লাদাখের গালওয়ানে ভারত-চিন সংঘাতের পর প্রথম চিন সফরে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তবে গালওয়ান সংঘাত পেরিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা কিছুটা স্থিতিশীল পর্যায়ে হলেও দুই দেশের কূটনৈতিক সংঘাত এখনও জারি। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তা করেছিল চিন। শুধু তাই নয়, দলাই লামা ইস্যুতেও টানাপোড়েন চলছে দুই দেশের। এই উত্তপ্ত সময়েই জয়শংকরের এই চিন সফর কূটনৈতিক আতশকাঁচের নিচে।

ভাঙড়ে গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাঙড়ের শাসক দলের নেতা রেজ্জাক খান খুনের ঘটনায় ধৃতের তালিকায় যুক্ত হল আর এক নাম। সোমবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ এলাকা থেকে রফিকুল খান নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এই নিয়ে রেজ্জাক হত্যা-কাণ্ডে ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ।

লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক দিন ধরেই রফিকুলের গতিবিধি নজরে রেখেছিলেন তদন্তকারীরা। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে পাকড়াও করে গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার তাকে আদালতে পেশ করে পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার।

এর আগেই রবিবার রাতে কাশীপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আজহারউদ্দিন মোল্লা, জাহান আলি খান ও রাজু মোল্লাকে।

জোড়া আক্রমণ হিমন্ত-শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসকে একযোগে আক্রমণ শানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'বিকৃত তথ্য দিয়ে মিথ্যাচার' করার অভিযোগ তুললেন হিমন্ত, অন্যদিকে 'ভোটের লোভে অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছে তৃণমূল' বলে সরাসরি কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু।

হিমন্ত জানান, 'অসমে বসবাসকারী প্রতিটি ভারতীয়;যাঁদের মধ্যে বহু বাংলাভাষীও রয়েছেন; আমাদের অবস্থান বোঝেন ও সমর্থন করেন। কারণ এই লড়াই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, বাঙালির বিরুদ্ধে নয়।'

এই মন্তব্যের পরেই রাজ্যের তরফে পাল্টা ব্যাটন ধরেন শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা যে নির্ভীক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা আজ দেশের জনসংখ্যাগত অখণ্ডতাকে রক্ষা করছে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালি তাঁর পাশে রয়েছেন।'

এরপরেই তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু লেখেন, 'অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস নির্লজ্জভাবে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের উপর নির্ভর করছে। তাঁদের রক্ষা করছে, ভোটার তালিকায় নাম তুলিয়ে দিচ্ছে, কারণ এই অনুপ্রবেশকারীদের ভোট ছাড়া তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব অসম্ভব।' এই পুরো ইস্যুকে ঘিরে এখন ফের সরগরম বঙ্গ-রাজনীতি। একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও জনসংখ্যাগত ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন তুলে বিজেপি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে চাপ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে পাল্টা চাপে পড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে এই অভিযোগ তৃণমূলের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে।

শুক্রে দুর্গাপুরে আসছেন মোদী

ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী শুক্রবার একদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি সূচি অনুযায়ী, ওইদিন বিকেলে দুর্গাপুরে পৌঁছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি।

সূত্রের খবর, বিকেল ২টো ৩৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন। এরপর সড়কপথে তিনি পৌঁছবেন দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে, যেখানে বিকেল ৩টে থেকে ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশে বিভিন্ন প্রকল্প উৎসর্গ করার অনুষ্ঠান। এরপর বিকেল ৩টা ৪৫ থেকে ৪টা ৩০ পর্যন্ত দুর্গাপুরে একটি জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সভাস্থল থেকে বিমানবন্দরে ফিরে তিনি সন্ধ্যা ৫টায় দুর্গাপুর ছাড়বেন এবং সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছবেন।

সূত্র অনুযায়ী, এই সফরের সময় দুর্গাপুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করবেন, সেগুলির তালিকা এখনও সরকারি ভাবে প্রকাশ করা না হলেও, শিল্প ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

'বাংলার সম্মানে' আজ পথে মমতা

ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে যেতে চলেছে আজ। কারণ, বাঙালি অস্মিতা, বাঙালি আবেগকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামছে তৃণমূল। এদিকে ২১ জুলাই তৃণমূলের বার্ষিক মেগা সমাবেশ। ঠিক তার পাঁচ দিন আগে বাঙালি আবেগকে শান দিতে মমতা-অভিষেক যুগলবন্দি রাজপথে নামছেন। এমন নজির বিগত কয়েক বছরে দেখেনি বাংলা। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মমতা এবং অভিষেকের রাস্তায় নামা 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলেই মনে করছেন অনেকে। গত কয়েকটি নির্বাচনে তৃণমূলের নেওয়া 'বাঙালি অস্মিতার লাইন'। আর তাতে বারবার সফল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা এবং অভিষেক শেষবার যৌথভাবে মিছিলে হেঁটেছেন গত বছর ৭ মার্চ। লোকসভা ভোটের আগে মহিলাদের পাশে আছি সেই বার্তা দেওয়া হয়েছিল মিছিল থেকে। বিজেপিশাসিত একাধিক রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর 'আক্রমণের' ঘটনা প্রকাশ্যে এনে গত কয়েক মাস ধরেই সরব তৃণমূল। এবার সেই ইস্যুকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ময়দানে মমতা-অভিষেক। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে 'বাংলা ও বাঙালি' ছিল তৃণমূলের অন্যতম মূল স্লোগান। মূল স্লোগান ছিল; 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়'। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের স্লোগান ছিল;'জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন'।

পিছোল মৃত্যুদণ্ড

■ অবশেষে সাময়িক স্বস্তি। ইয়েমেনে পিছোল কেরলের বাসিন্দা নিমিশা প্রিয়ার ফাঁসি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে। ১৬ জুলাই তাঁর ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। গত সোমবার শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, 'যা ঘটছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আমাদেরও কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বনের একটা সীমা রয়েছে। তার বাইরে সরকার যেতে পারে না।'

শিঙাড়ায় সংঘাত, রাজনীতির প্যাঁচে জিলিপিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিঙাড়া ও জিলিপি খাওয়ার উপর সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ 'অয়েল অ্যান্ড ফ্যাট বোর্ড'। এই খবর ঘিরে মঙ্গলবার জোর চর্চা শুরু হয় রাজ্যজুড়ে। এদিন সেই বিতর্কে সরাসরি মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে তিনি জানান, এমন কোনও নিষেধাজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে জারি হয়নি এবং মানুষের খাদ্যাভ্যাসে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করা সঠিক কাজ নয়।

এদিকে, এই নির্দেশিকা ঘিরে শোরগোল পড়তেই এ বার ব্যাখ্যা দিল স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তারা জানাল, শিঙাড়া, জিলিপি এবং লাড্ডুর মতো খাবার নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু এই খাবারগুলি নিয়ে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। কিছু সংবাদমাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো হচ্ছে।

যদিও কেন্দ্রের এই নির্দেশিকা পশ্চিমবঙ্গে মানা হবে না বলে ঘোষণা করেছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত

কেন্দ্রের 'ফতোয়া' মানবে না রাজ্য

হয়েছে যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে এখন থেকে নাকি শিঙাড়া, জিলিপি খাওয়া যাবে না। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও বিজ্ঞপ্তি নয়। আমরা সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকরও করব না। আমার মনে হয়, শিঙাড়া এবং জিলিপি অন্যান্য রাজ্যেও জনপ্রিয়। সেই সব রাজ্যের মানুষেরাও এই খাবারগুলি ভালবাসেন। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা সঠিক কাজ নয়।'

শিঙাড়া-জিলিপি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মমতার মন্তব্যের পরেই এই প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে দিল্লির রাজনৈতিক মহল থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলেই অভিহিত করছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির কেন্দ্রীয় মহলের কটাক্ষ, 'প্রকৃত প্রশাসনিক কাজের কিছু না থাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ভুয়ো বিষয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নাটক করতে ব্যস্ত।'

সম্প্রতি 'অয়েল অ্যান্ড ফ্যাট বোর্ড'-এর তরফে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের এ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়। পাশাপাশি এটাও বলা হয় যে, বিভিন্ন ক্যাফেটেরিয়া, জনবহুল জায়গায় শিঙাড়া, জিলিপি এবং লাড্ডুর মতো খাবারে 'স্বাস্থ্যের ঝুঁকি'র বিষয়ে সতর্কীকরণ বিজ্ঞাপন দিতে হবে। এই ধরনের খাবারে কত পরিমাণ ক্যালোরি, কতটা চিনি ব্যবহার হয়েছে কিংবা ট্রান্স-ফ্যাটের পরিমাণ কত, তা জানাতে হবে। শুধু শিঙাড়া-জিলিপিই নয়, লাড্ডু, বড়া পাও, পকোড়াও রয়েছে সেই তালিকায়। যদিও এই খাবারগুলি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়নি সেই নির্দেশিকায়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮৭৩ নং এফিডেভিট বলে Subrata Das S/o. Kamal Das ও Subrato Das S/o. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০২০৫ নং এফিডেভিট বলে Kush Singh ও Kus S/o. Dina Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৬ ই জুলাই । ৩১ শে আষাঢ় । বুধবার বার। ষষ্ঠী তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে সকাল ৬/৯ মিনিট পর দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন। ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জ্বালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(গাত্রহরিদ্রা। বিবাহ। দেবতাগঠন। বিক্রয় বাণিজ্যে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৩ নং এফিডেভিট বলে Partha Protim Mukherjee ও Partha Mukherjee S/o. Baidyanath Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Parthasarathi Samanta ও Partha Sarathi Samanta S/o. Deb Kumar Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি আবুল হান্নান সেখ, পিতা- মৃত আবু হানিফ সেখ, গ্রাম- হাটগাছা, পোঃ- সুন্দিপুর, থানা- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২ গত ইং- ২৫/০৬/২০২৫ বহরমপুর Ld. J.M 1st Class এর Affidavit বলে Abdul Hannan Sk, S/o- Late Abu Hanif Sk এবং Mr. A. Hannan Seikh, S/o- Hanif Sk একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ০২/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮০২ নং এফিডেভিট বলে Molla Razwan S/o. Molla Osman ও M. Rezwan S/o. M. Osman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রিঙ্কু মন্ডল ব্যানার্জী ২৭/০৩/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কলিকাতার এফিডেভিট বলে রিঙ্কু মন্ডল ব্যানার্জী ও রিঙ্কু মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি ছাকিনা সেখ স্বামী- সিরাজুল সেখ ২৫/০৬/২৫ তারিখে ৯২৫৪ নং এফিডেভিটে ছাকিনা সেখ, ছাবিনা বিবি, ছাকিনা বিবি ও ছাবিনা (খাতুন) বিবি সকলে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম ছাকিনা সেখ।

নাম-পদবী

আমি খোকন বিশ্বাস ৭/৭/২০২৫ রানাঘাট নোটারীর এফিডেভিট বলে Khokan Biswas ও Khakan Biswas উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Dig ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nirmal Chandra Dig ও Nirmal Dig সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৪৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Malake Molla (old name) S/o. Abdul Salam Molla R/o. Jolkul, Gurap, Hooghly-712303, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdul Malek Molla (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Abdul Malake Molla & Abdul Malek Molla S/o. Abdul Salam Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Goutam Kumar Mondal পিতা Late Gopal Chandra Mondal নিবাস- Padma Palace, Golabati Ghoshpara Road, Bagmore, P.O.- Kanchrapara P.S.- Halisahar, North 24 Parganas, Pin- 743145. গত ০৮.০৭.২০২৫ ব্যারাকপুর নোটারী পাবলিক কোর্টের এফিডেভিটে Goutam Mondal নামে পরিচিত হলাম। Goutam Kumar Mondal এবং Goutam Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী রিঙ্কু খোরট স্বামী অরুন কুমার খোরট, দাদপুর থানার অন্তর্গত বাদিষ্টা গ্রামের বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ জে.এল. নং ৯৪ এ থাকা ফরিদপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৯৫ নং দাগের অন্তর্গত ১২৯৪ নং খতিয়ানে থাকা Recorded Owner তাপস সাউ পিতা মুকুন্দ চন্দ্র সাউ এর নিকট হইতে গত ইং ২৩/০২/২০২৪ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮২১/২০২৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে অরুন কুমার খোরট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার পর উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে অরুন কুমার খোরট গত ইং ২৮/০৩/২০২৪ তারিখে ডি.এসআর-১, চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৮৩১/২০২৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার উপরিউক্ত মক্কেলকে উক্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিয়াছেন। এমতাবস্থায়, উক্ত মিউটেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Reg. No. WB-1593/2015
Chinsurah Court.

AFFIDAVIT

I, Kailash Yadav S/O Ram Kumar Yadav residing at Rampur, Naskarpara, P.O. & P.S.- Maheshtala, Dist.- South 24 Parganas, Kolkata- 700 141 do hereby declare vide affidavit no. 41255 dated 01.07.2025 in the court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore that my father's actual name is RAM KUMAR YADAV but inadvertently, my father's name has been recorded as RAM YADAV in my Registration Certificate, Admit Card, Mark Sheet and Certificate issued by the West Bengal Board of Secondary Education. RAM KUMAR YADAV and RAM YADAV is the same and one identical person.

DECLARATION

I Prerna Punjabi Residing at Sangam Apartment 12th Floor, Flat - D12, 2 Wood Street Opp Archaeological Survey, P.O. - Park Street, Kolkata - 700016. In all documents my name is recorded as Prerna Punjabi. But in my High Secondary certificate my name was wrongly recorded as Maya Punjwani instead of Prerna Punjabi. I hereby declared through an affidavit executed before the first class judicial Magistrate vide affidavit No. -1105 Dated - 04.04.2025 That Prerna Punjabi and Maya Punjwani both are the same and identical person.

আমার মক্কেল কুমারী দেবাঞ্জনা মুখার্জি, পিতা দেবাশীষ মুখার্জি মহাশয়া গত ইংরেজি ২৭/০১/২০২২ তারিখে হাওড়া অ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিঃ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং -১, দলিল নং ১০৯২ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১) মীরা রানি মুখার্জি, ২) দেবাশিস মুখার্জি ১ নং স্বামী ২ নং পিতা প্রভাত কুমার মুখার্জি, ৩) রেখা মুখার্জি স্বামী সুব্রত মুখার্জি, ৪) মঞ্জু ব্যানার্জি স্বামী অজিত কুমার ব্যানার্জি, ৫) রিন্টু চ্যাটার্জি স্বামী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়/ মহাশয়াগণের নিকট হইতে কোনা মৌজায় (জে এল নং ১০৭) হাল ১৪৩৫ নং দাগের খতিয়ানে সাবেক ৫৫৮ নং হাল ৫৮৪ নং দাগের অংশে ৫ কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকলে তিনি বালি জগাছা বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল উৎপল কয়াল, পিতা গোপাল কয়াল মহাশয় গত ইংরেজি ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে হাওড়া অ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিঃ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং -১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২৫, পাতা নং ১৭২০৮১ থেকে ১৭২০৯৬, দলিল নং ০৫০২০৫৭৬৮ আমমোক্তার নামা দলিল বলে সুকুমার কয়াল পিতা পুলিন চন্দ্র কয়াল মহাশয়ের নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় (জেএল নং ২) হাল ১১১৭৪ নং খতিয়ানে সাবেক ২০৬২ নং দাগের হাল ২২০০ নং দাগের অংশে ১০ কাঠা ৪ ছটাক ৫ বর্গফুট বা ১৬.৯৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকলে তিনি বালি জগাছা বি এল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১। **শ্রী নিরজ ক্রান্তি দাস**, ২। **শ্রী সঞ্জীব দাস**, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস, সাং-বেড়ুই, পোঃ- ইলছোবা মন্ডলাই, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৬, ৩। **শ্রীমতি পূর্ণিমা খাঁড়া**, স্বামী- পিন্টু খাঁড়া, পিতা- স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস, সাং- টিনচড়, পোঃ- শ্রীপুর বাজার, থানা- বলাগড়, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৫০১, ৪। **শ্রীমতি কনিকা দাস**, স্বামী- স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস, সাং-বেড়ুই, পোঃ- ইলছোবা মন্ডলাই, থানা- পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৬, মহাশয়/ মহাশয়াগণ তাহাদের পছন্দ মতো ব্যক্তিগণকে পান্ডুয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিগত ইংরাজী ২০২২ সালে ৬৫০২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **সেখ নিজামউদ্দিন**, পিতা- মরহুম সেখ গোলাম নবী, সাং- হাটপুকুর, পোঃ- জনাই, থানা-চন্ডিতলা, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তার নামা ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ১৪/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5731/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল**, পিতা- নারায়ন চন্দ্র মন্ডল, সাং- তিন্না মোড়, পোঃ- তিন্না,থানা- পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৯) বিক্রয় করেন। **তপশীলঃ** - জেলা - হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - মন্ডলাই, জে.এল. নং -৩৭, হাল এল.আর. ২৯৬৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৬৬৮ নং দাগে বাগান ১ আনায় ৬৩ শতক ইহার মধ্যে ৪০.৩১ শতক আমমোক্তার ক্ষমতাবলে বিক্রেতার বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
আমি অত্র ক্রেতা উক্ত দাগের জমি গুলির নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল (ক্রেতা)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সর্ব্বানী দে** স্বামী শ্রী কৃষ্ণেন্দু দে, পিতা ৺সুমন্ত ভূষণ চক্রবর্ত্তী, সাকিম ৫ নং কলোনী, দক্ষিণ রাজ্যধরপুর, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী- ৭১২২০৩ মহাশয়া বিগত ইং ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1577/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জয় সাউ** পিতা ৺সাখি সাউ, সাকিম ২৩৮/এ, রাম মোহন সরণী বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী- ৭১২২২২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ১১/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1781/2025 নং দলিল মূলে **১)শ্রী রাজেন্দ্র বাঁশফোর** পিতা ৺গনেশ বাঁশফোর ও **২)শ্রীমতী সরস্বতী বাঁশফোর** স্বামী শ্রী রজেন্দ্র বাঁশফোর উভয়ের সাকিম ৩৮৮, বি.এম. রোড চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়/মহাশয়াকে ২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, জে.এল নং ২২১, আর.এস. ১২০৬ তথা এল.আর. ১৭৩০ নং খতিয়ানে, ওল্ড আর.এস. ৪৪৪৮/৪৫১৬ তথা হাল আর.এস. ৪৫১৬ তথা এল.আর. ৪৫৯৭ নং দাগে বাস্তু জমি কমবেশী ১ কাঠা ১৫ ছটাক ২২ বর্গফুট এবং হাল এল.আর. ১৭০৮/২, ১৩৯৭/১, ২১৪৭/১ ও ৬১/২ নং খতিয়ানে, ওল্ড আর.এস. ৪৪৪৮/৪৫১৪ তথা হাল আর.এস. ৪৫১৪ তথা এল.আর. ৪৫৯৬ নং দাগে বাস্তু জমি কমবেশী ২৩ বর্গফুট, একুনে মোট ২ কাঠা বাস্তু সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী রাজেন্দ্র বাঁশফোর** পিতা ৺গনেশ বাঁশফোর ও **২)শ্রীমতী সরস্বতী বাঁশফোর** স্বামী শ্রী রজেন্দ্র বাঁশফোর তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate),
Chandernagore Court, Hooghly

পিসি-ভাইপোর কারসাজি শেষ, ২০২৬ সালে মমতা ব্যানার্জি বাই বাই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নারী নির্যাতন, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, কসবায় আইন কলেজে গণধর্ষণ-সহ একাধিক ইস্যুতে মঙ্গলবার রাতে কাঁকিনাড়া বাজারে বিজেপির তরফে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং দাবি করলেন, পিসি ভাইপোর কারসাজি এবার শেষ। ২০২৬ সালে মমতা ব্যানার্জি বাই বাই। প্রসঙ্গত, ভিন রাজ্যে বাঙালি হিন্দুদের হেনস্থার প্রতিবাদে বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করবেন মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভিন রাজ্যে কোথাও বাঙালী হিন্দুদের হেনস্থা করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র

জেহাদি, রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড 'চেক' করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, আসলে উনি মিছিলের নামে ভোট ব্যাঙ্কের লক্ষে বাঙালি হিন্দুদের থেকে সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করছেন। তাঁর কথায়, ওই মিছিলে হাঁটবে যত তোলাবাজ, মাদক বিক্রেতা এবং জেহাদি, রোহিঙ্গারা। এমনকি সিভিক ভলান্টিয়ার-রাও মিছিলে হাঁটবেন। প্রসঙ্গত, আগামী ২১ জুলাই বিজেপির 'উত্তর কন্যা' অভিযানকে কোনও গুরুত্ব না দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, উত্তরকন্যা অভিযানকে মমতা ব্যানার্জি গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। কিন্তু সেদিন উনি বুঝে যাবেন, কত ধানে, কত চাল। এদিনের সভায় হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, ভাটপাড়া-২ মন্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও সঞ্জয় সিং, বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, সন্তোষ রায়, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, মৌ গুপ্তা, রাজু শ্রীবাস্তব, বিনয় মন্ডল, ভরত যাদব, দীপক সাউ, রাজ বিশ্বাস, উমেশ রায় প্রমুখ।

গ্যাস ভর্তুকির নামে প্রতারণা, তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গ্যাস ভর্তুকি ফেরতের নামে ফোন করে গ্রাহকদের ব্যাঙ্কের তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র। ইতিমধ্যেই হাওড়ার বকুলতলা ও আশপাশের এলাকায় একাধিক গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে লক্ষাধিক টাকা। কেউ হারিয়েছেন ৯০ হাজার, কেউ বা ৫০ হাজার। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সতর্কতা জারি করল HP GA(-এর বকুলতলার বিতরণকারী সংস্থা 'দীপশিখা এন্টারপ্রাইজ'।

সংস্থার মালিক তপন আদক জানিয়েছেন, 'বিভিন্ন নম্বর থেকে আমাদের গ্রাহকদের কাছে ফোন যাচ্ছে। একটি নম্বর যে হরিয়ানার, তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা পার্শ্ববর্তী তিনটি থানায় এবং হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার ক্রাইম দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছি। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' তাঁর দাবি, সংস্থার একাধিক গ্রাহক ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই বলা হয়েছে, এ ধরনের ফোন এলে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানাতে। পাশাপাশি, ১৯৩০ নম্বরে ফোন করে সাইবার প্রতারণার রিপোর্ট করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তপনবাবু আরও বলেন, 'আমরা আমাদের পরিষেবা এলাকার গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার চালাচ্ছি। চাই এই প্রতারণায় জড়িত দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।' উল্লেখ্য, দীপশিখা এন্টারপ্রাইজ ইতিমধ্যেই একটি বিবৃতিতে

জানিয়েছে, 'আমাদের অফিস হইতে গ্যাসের ভর্তুকি সংক্রান্ত বিষয়ে ফোনের মাধ্যমে কোনোরকম তথ্য চাওয়া হচ্ছে না। ফোনে জানতে চাওয়া কোনো ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের তথ্য জানাবেন না। কিছু অসাধু চক্র এইগুলি করছে। আপনারা সজাগ ও সতর্ক থাকুন।'

বর্তমানে দেশজুড়ে যেভাবে ডিজিটাল প্রতারণার ঘটনা বেড়ে চলেছে, সেই প্রেক্ষিতে হাওড়ার এই প্রতারণার ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাইবার দফতর সূত্রে খবর, প্রতারকদের অবস্থান শনাক্ত করতে টেকনিক্যাল ট্রেসিং শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বারবারই বলা হচ্ছে, কোনও ক্রমেই ফোনে OTP– ATM নম্বর, CVV বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য কাউকে জানানো যাবে না। গ্রাহকদের সচেতন থাকাই এই জালিয়াতি রোধের প্রধান হাতিয়ার।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রশ্ন তুলে আদালতে খেজুরির দুই মৃতের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: খেজুরিতে মেলা দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় সুজিত দাস ও সুধীর পাইকের। এই ঘটনায় এবার আদালতের দ্বারস্থ মৃতদের পরিবার। আদালতে তাঁদের তরফ থেকে আর্জি জানানো হয়, নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত করার। এরই পাশাপাশি আবেদন জানানো হয় দ্বিতীয় ময়নাতদন্তেরও। হাইকোর্টে আবেদনে তাঁরা জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর কথা বলা

হলেও, মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাই, দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি থানার ভাঙনমারি এলাকায় মেলা দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় বছর তেইশের সুজিত দাস ও বছর পঁয়ষট্টির সুধীর পাইকের।

বাংলাদেশ জলসীমায় আটক ৩৪ ভারতীয় মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে বঙ্গোপসাগরের মোংলা উপকূল সংলগ্ন জলসীমা থেকে ৩৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। রবিবার গভীর রাতে এই অভিযান চালানো হয় বলে নিশ্চিত করেছে পার্শ্ববর্তী দেশের সামরিক সূত্র।

নৌবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মৎস্যজীবীদের সঙ্গে ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থেকে সমুদ্রে যাত্রা করা দুই ভারতীয় ট্রলার, 'এফবি ঝড়' ও 'এফবি মঙ্গলচণ্ডী ৩৮'। কয়েক দিন আগেই বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে রওনা দিয়েছিল এই ট্রলার দু'টি। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই ট্রলার দু'টি আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়ে এবং গভীর রাতে অবৈধ ভাবে মাছ ধরছিল। তখনই টহলদার জাহাজ থেকে নজরদারি চালিয়ে ট্রলারগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করা হয়। সন্দেহজনক গতিবিধির ভিত্তিতে তাঁদের ধাওয়া করে আটক করা হয়। বর্তমানে ধৃত ৩৪ জন মৎস্যজীবী ও ট্রলারদুটি মোংলা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু জানায়নি।

ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। দ্রুত ভারতীয় কূটনৈতিক স্তরে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন কাকদ্বীপের একাধিক ট্রলার মালিক ও মৎস্যজীবীর পরিজনরা। বাংলাদেশ জলসীমায় অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত ঘটনায় এর আগেও একাধিকবার ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করা হয়েছে, তবে এত বড় সংখ্যায় নয় বলে সূত্রের দাবি।

কাঁকিনাড়ায় লুঠের অভিযোগে ধৃত তরুণী, উদ্ধার হয়নি চুরির গয়না

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার সাতসকালে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের স্থিরপাড়া রোডের চার নম্বর সুকান্তপল্লির নন্দলাল সাউয়ের বাড়িতে রাতেই জুটমিল শ্রমিক নন্দলাল সাউয়ের বাড়িতে গিয়ে কথা বলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং।

ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, খুব গরিব এই সাউ পরিবার। জুটমিলে কাজ করে মেয়ের বিয়ের গয়না আগে থেকেই বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকে সমস্ত গয়না লুঠ করেছে। পুলিশের উচিত খোয়া যাওয়া গয়না উদ্ধার করে সাউ পরিবারকে অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়া।

মঙ্গলবার বেলায় নন্দলাল সাউয়ের বাড়িতে আসেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। তিনি বলেন,

এত সাহস জনবহুল এলাকায় ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে সমস্ত গয়না চুরি করে পালালো চোর। বাধা পেলে চোর হয়তো বাড়ির লোকজনকেও মেরে দিত। তাঁর অভিযোগ, চোরকে পুলিশ পাকড়াও করেছে। অথচ খোয়া যাওয়া গয়না এখনও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, পুলিশকে রীতিমতো বোকা বানাচ্ছে ধৃত প্রতিবেশী মহিলা। তবে লুঠ হওয়া গয়না উদ্ধার করে পুলিশের উচিত গরিব সাউ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া।

দেউচা পাঁচামিতে ৩৫ হাজার কোটির খনির প্রকল্পে চূড়ান্ত পর্যায়ে এমডিও চুক্তি, আগ্রহ ৬ সংস্থার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি প্রকল্প দেউচা-পাঁচামিতে খনন কাজের জন্য মাইন ডেভেলপমেন্ট অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে ছয়টি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। যার মধ্যে একটি পোল্যান্ডের। প্রকল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ আনুমানিক ৩৫,০০০ কোটি টাকা। এই খনি দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে দেউচা পাঁচামির ভূতাত্ত্বিক গঠন জটিল হওয়ায় প্রকল্প শুরুর আগে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। এর সমাধানের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রক মেকানিক্স একটি বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ীই অধোগত খননের পরিকল্পনা গঠন করা হচ্ছে বলে নিগমের মাইনিং বিভাগের ডিরেক্টর চঞ্চল গোস্বামী জানিয়েছেন। পিডিসিএল সূত্রে জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত এমডিও নির্বাচন হলে দ্রুতই প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো ও পরিবেশ সংক্রান্ত অনুমোদনের দিকেও নজর দিচ্ছে রাজ্য। দেউচা পাঁচামি প্রকল্পকে ঘিরে একদিকে যেমন রাজ্যে শিল্পায়নের গতি বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তেমনই কর্মসংস্থান এবং জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসন। যে সংস্থাগুলি প্রাথমিক ভাবে প্রস্তাব দিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে জেএমএস মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড, গেনওয়েল কমোস্যেলস প্রাইভেট লিমিটেড, মিনোপ ইনোভেটিভ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, যা সে দেশের বৃহত্তম কয়লাখনি সংস্থা।

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়বে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের তিন আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় ৩০টি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে দুর্গম জনজাতি অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজে হাত দিয়েছে। এজন্য মোট অনুমোদিত ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকারও বেশি ইতিমধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডার ও কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী ছাড়া হয়েছে। এনএইচএম ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের তহবিল থেকে অর্থ স্থানান্তর করে জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৬ জুলাই ২০২৫, ৩১ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

লাগাতার জল ছাড়ায় ফের ডিভিসিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

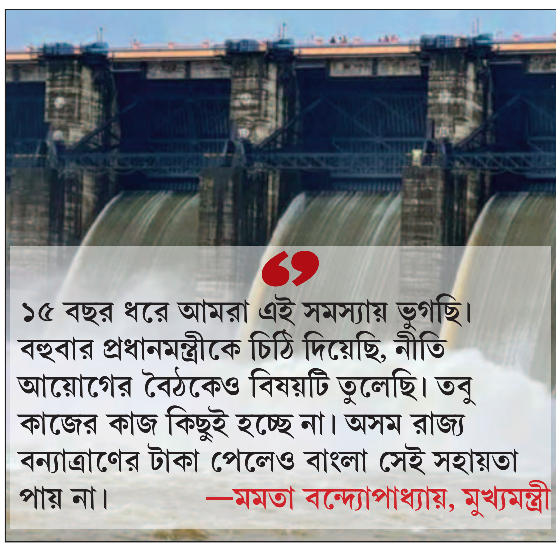

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা এবার অনেকটাই আগেই এসে পড়েছে। তার ওপর ডিভিসির আগাম না-জানিয়ে লাগাতার জলছাড়ার ফলে রাজ্যের একাধিক জেলায় নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় মঙ্গলবার ফের ডিভিসির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ১৮ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত ডিভিসি প্রায় ২৭ হাজার লক্ষ কিউবিক মিটার জল ছেড়েছে রাজ্যকে না-জানিয়ে। তিনি জানান, '১৫ বছর ধরে আমরা এই সমস্যায় ভুগছি। বহুবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, নীতি আয়োগের বৈঠকেও বিষয়টি তুলেছি। তবু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' তাঁর অভিযোগ, অসম রাজ্য বন্যাত্রাণের টাকা পেলেও বাংলা সেই সহায়তা পায় না।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষি, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, সেচ, বিপর্যয় মোকাবিলা-সহ একাধিক দপ্তর এবং সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠকে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনকে সর্বাত্মক প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রশাসনের কর্তব্য হল রাত জেগে রাস্তায় থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, জেলা প্রশাসনকে নিচু এলাকাগুলিতে মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক করতে হবে। কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। বিশেষ নজর দেওয়া হবে ঘাটাল, খানাকুল এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে। পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণসামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুকনো খাবার, পানীয় জল, ত্রিপল, সাপে কাটা ও ডায়রিয়ার ওষুধ-সহ জীবনদায়ী ওষুধ আগাম মজুত রাখতে হবে।

বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা রুখতে বিদ্যুৎ দপ্তরকে জনসচেতনতা প্রচার বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেচ দপ্তরকে সমস্ত বাঁধ পরিদর্শনের নির্দেশ দেন এবং বন্যা রোধে উপকূলবর্তী অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি কৃষকদের আশ্বস্ত করে বলেন, বর্ষার ফলে ফসল নষ্ট হলেও 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরণ মিলবে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং এনডিআরএফকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। শহরাঞ্চলে যাতে নির্মাণসামগ্রী ড্রেন বন্ধ না-করে জল জমার সমস্যা না-বাড়ায়, সেদিকেও নজর দিতে বলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আবেদন জানিয়েছেন, এই সময় প্রশাসন সম্পূর্ণ ভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকবে, তাই তাঁরা যেন প্রশাসনিক কাজে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি না-করেন।

নিকাশি ব্যবস্থা সচলে অক্টোবর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছুটি বাতিল পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখতে অক্টোবর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছুটি বাতিল পুরসভার।

আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত নিকাশি বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল করে দিল কলকাতা পুরসভা। বৃষ্টির কারণে কোথাও যাতে জল জমে না-থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শারদোৎসব শুরু হচ্ছে শহরে। তারপর লদীপুজো, কালীপুজো, দীপাবলী এবং ছটপুজোও রয়েছে। সে কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

মঙ্গলবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে জানান, ভারী বৃষ্টির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরসভার নিকাশি বিভাগ জরুরি পরিষেবার মধ্যে পড়ে। যাতে কোথাও জল জমে না-থাকে এবং ভারী বৃষ্টি হলেও যাতে মানুষের সমস্যা না-হয়, সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে খিদিরপুরে মেট্রোর টানেল বোরিং নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ জানান, 'এটা আমাদের বিষয় নয়, মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই দেখতে হবে। ওদের ইঞ্জিনিয়ারদের আরও সতর্ক হতে হবে, কারণ ওই এলাকায় বহু পুরনো ও হেরিটেজ বাড়ি রয়েছে।' বউবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি নিয়ে তিনি বলেন, *'মেট্রো রিবিল্ডিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা তাতে সম্মতি দিয়েছি।' টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতার নানা রাস্তা। নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানালেন, আগের তুলনায় শহরের নিকাশি ব্যবস্থা অনেক উন্নত। তিনি*বলেন, 'এখন বৃষ্টি হলেও জল দাঁড়াচ্ছে না, অতিবৃষ্টিতেও দ্রুত জল সরছে।' উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন পাতিপুকুরের আন্ডারপাসের কথা। বলেন, 'বর্ষাকালে এক কোমর জল জমে যেত, এবারে সেই চেনা ছবি দেখা যায়নি। সারা কলকাতায় ডিসিলটিং করা হয়েছে। তাই ২০ মিলিমিটার প্রতি ঘণ্টায় বৃষ্টি হলেও জল সরে যাচ্ছে।' তবে কিছু এলাকায় জল জমার কারণ হিসেবে তিনি অতিবৃষ্টিকে দায়ী করে বলেন, '২০০-৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও ৫-৬ ঘণ্টার মধ্যেই শহর জলমুক্ত হচ্ছে।'

কড়েয়া গণধর্ষণ মামলায় বেকসুর খালাস তিন অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৪ সালের কড়েয়া গণধর্ষণ মামলায় বেকসুর খালাস হয়ে গেলেন তিন অভিযুক্ত। মঙ্গলবার আদালতে সরকারি আইনজীবী উল্লেখ করেন, তদন্তে পুলিশের গাফিলতি ছিল। যে গাড়িতে ধর্ষণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে, সেই গাড়িটাই পুলিশ উদ্ধার করেনি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে কড়েয়া থানার এলাকার এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। কড়েয়ার বন্ডেল গেটে রুটি কিনতে গিয়েছিলেন ওই কিশোরী। অভিযোগ, সেই সময় তিন অভিযুক্ত তাকে একা পেয়ে একটা গাড়িতে তুলে নেয়।

'রিটার্ন অফ অ্যাক্সিওম মিশন ৪'-এর লাইভ স্ক্রিনিং বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে।
ছবি: অদিতি সাহা

রাস্তার হাল ফেরাতে সংস্কার শুরু পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টিতে জল সরে যেতেই সামনে চলে এসেছে কলকাতার রাস্তার বেহাল দশার ছবিটা। কোথাও পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ, আবার কোথাও কোথাও কংক্রিটের রাস্তাতেও তৈরি হয়েছে গর্ত। যার জেরে পথচলতি মানুষ থেকে চালক, প্রত্যেকেই চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার। সেই সমস্যা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে দ্রুততার সঙ্গে বেহাল রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করল কলকাতা পুরসভা।

উল্লেখ্য, সপ্তাহখানেক আগে কলকাতায় একদিনে যা বৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিমাণ বৃষ্টি সাধারণত দেড়মাসে হয়, পরিসংখ্যান অন্তত তেমনটাই বলছে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়েছিল মহানগরের রাজপথ থেকে অলিগলি। এই জমা জল ধীরে ধীরে সরে যেতেই কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তে রাস্তার কঙ্কালসার চেহারাটা সামনে আসে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানান, বর্ষাকালে রাস্তা জলের তলায় চলে যায় অনেক সময়। আবার নাগাড়ে বৃষ্টি হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তা। তা পিচ রাস্তা হোক কিংবা কংক্রিটের বর্ষাকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। তবে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকলে ভোগান্তির শিকার হতে হয় সাধারণ নাগরিকদের যানবাহন চালকদের। যানবাহনের গতিও শ্লথ হয়ে যায়। তবে অন্যান্যবারের মতো এই ভোগান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ, দ্রুত ময়দানে নেমেছে কলকাতা কর্পোরেশনের রাস্তা বিভাগ। সেই সব খানাখন্দ মেরামতি শুরু হয়েছে। উঠে যাওয়া পিচের আস্তরণের ওপর পড়েছে নতুন পিচের প্রলেপ। গত শনিবার থেকে এই অভিযান চালাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের রাস্তা বিভাগ। আগামী বেশ কয়েকদিন চলবে এই অভিযান।

আর কলকাতা পুরসভার আধিকারিকের প্রতিশ্রুতি যে সত্য তা নজরে এসেছে শ্যামবাজার চত্বরে পা রাখতেই। সেখানকার একাধিক রাস্তা সেখানে ইতিমধ্যেই পিচের প্রলেপ পড়েছে। একইভাবে বিডন স্ট্রিটের একাংশ পানীয় জল সরবরাহে কাজের জন্য যে রাস্তা খোঁড়া হয়েছিল তাতে পড়ছে প্রলেপ, যাতে রাস্তা ফিরছে পুরনো চেহারায়।

একই ছবি মধ্য কলকাতার বিবাদিবাগ এলাকাতেও। এখানেও বর্ষার জেরে খানাখন্দে ভরে রাস্তা। সেই রাস্তাও হয়েছে মসৃণ। দক্ষিণ কলকাতার জেমস লং সরণি ও জনকল্যাণ মোড়ের সংযোগস্থলে কাজ করেছে রাস্তা বিভাগ। একইসঙ্গে পার্ক সার্কাস মোড়, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস, ঢালাই ব্রিজ, যাদবপুরের কয়েকটি রাস্তা বেহাল অবস্থার হাল ফিরেছে ইতিমধ্যেই।

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'কলকাতার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ নয়। আমরা যদি তিন চার দিনের ড্রাই স্পেল পাই, তা হলে সমস্তটাই সারিয়ে দেব। কলকাতার রাস্তার নিচে গঙ্গার মাটি আছে। তাই বর্ষাকালে মাটি দুর্বল হয়ে যায়। রাস্তা খারাপ হয়ে যায়।এটা বরাবর হয়ে আসছে। কলকাতার রাস্তার নীচে এত ইউটিলিটি যে সব রাস্তা ঢালাই করে দেওয়া সম্ভব নয়। আর বৃষ্টিটা দেখুন। কয়েক দিনে ব্যাপক বেশি বৃষ্টি হয়েছে। একটু ড্রাই স্পেল পেলে সবটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

জনগণনায় ভাষার তালিকায় সংস্কৃতকে অন্তর্ভুক্তির আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'সংস্কৃত ভাষা হারিয়ে গেলে আমরা আমাদের শিকড় হারাব', এই উদ্বেগ নিয়েই আগামী জনগণনায় সংস্কৃত ভাষাকে 'জানা ভাষা' হিসাবে উল্লেখ করার আবেদন জানালেন একদল শিক্ষাবিদ ও সন্ন্যাসিনী। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনার ঢেউ।

শিক্ষাবিদ ও লেখিকা পূর্বা সেনগুপ্ত সেই বার্তাটি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে লেখেন, 'আমাদের বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কলের একটি স্টাডি গ্রুপ আছে। সেখান থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ আবেদন এসেছে। সুস্মিতা, আমাদের এক বোন, এক সন্ন্যাসিনীর তরফ থেকে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছেন। আমি সেটি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম, কারণ এটি মন দিয়ে ভাববার মতো একটি বিষয়।'

সন্ন্যাসিনী সুস্মিতা, যিনি এই 'বিনম্র নিবেদন'টি সকলের সামনে এনে লিখেছেন, 'একটি অতি জরুরি অনুরোধ। ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে ভারতের জনগণনা সম্পন্ন হবে। এক সময় একজন জনগণনা আধিকারিক এসে আপনার পরিবারের ভাষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে অনুগ্রহ করে 'জানা ভাষা'র তালিকায় সংস্কৃত ভাষার উল্লেখ করুন। অনেকেই হয়তো এই ভাষায় দৈনন্দিনভাবে কথা বলেন না, কিন্তু নিয়মিত প্রার্থনা, জপ, পূজা বা শ্লোকপাঠে সংস্কৃতের ব্যবহার আমাদের জীবনের অংশ।

অভিজিৎ সরকার খুন মামলায় আগাম জামিনের আর্জি পরেশ-স্বপন-পাপিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল। সূত্রের খবর, আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার এবং পাপিয়া ঘোষও। একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসায় বিজেপি কর্মী খুনে এই তিন জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা বুধবার ১৬ জুলাই।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিক হওয়ার পর কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুন হন। ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। পরে অভিজিতের খুনের মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে পরেশ পাল, স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষের নাম উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই মামলায় আগামী ১৮ জুলাই এই তিন জনকেই তলব করেছে সিবিআই। বিশেষ সিবিআই আদালতে বাধ্যতামূলক ভাবে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত। এই হাজিরায় গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করছেন তিন জনেই। আইনজীবী সূত্রে খবর, এই অবস্থায় গ্রেপ্তারি এড়াতে আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পরেশবাবুরা।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হয় ২ মে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয় বার ক্ষমতায় ফেরে তৃণমূল। এরপর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছিল। শাসক দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের একাধিক নেতাকর্মী খুন হন। মাসের পর মাস ঘরছাড়া ছিলেন বিজেপি-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা। এই সময় নারী নির্যাতনের অভিযোগও উঠেছিল।

আতসকাচের নীচে রোজভ্যালির টাকা ফেরাতে গঠিত কমিটির কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আতস কাচের নীচে রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে গঠিত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির কাজকর্ম। আদালত সূত্রে খবর, দিলীপ শেঠ কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে বিশদে জানতে মঙ্গলবার অনুসন্ধান কমিটি বসানোর ইঙ্গিত দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন হাইকোর্টের নির্দেশে রোজভ্যালির ওই কমিটি*তাদের কাজকর্ম, আর্থিক হিসাব সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দেয়। সেখানে দেখা যায়, গত ১০ বছরের আর্থিক হিসাবে কেন কোনও অডিট হয়নি। আর এখানেই প্রশ্ন আদালতের।

একইসঙ্গে আদালতের নজরে পড়ে, বিচারপতি শেঠ কমিটি ২০১৫ সাল থেকে এত দিনে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা অফিস চালাতে খরচ করেছে। চেয়ারম্যানের বেতন কে দিয়েছে, বিচারপতির এই প্রশ্নের জবাবে আইনজীবী জানান, চকোলেট গ্রুপ টাকা দিয়েছে। এই উত্তর শুনে কার্যত হতবাক ও বিরক্ত বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এরই প্রেক্ষিতে আদালত এ প্রশ্নও করে, 'হাইকোর্টের কোন নির্দেশে ওই কমিটি চকোলেট গ্রুপ নামে একটা সংস্থাকে এর ভিতরে ঢুকিয়েছে? যার কোনও অস্তিত্বই নেই। কমিটির কাজকর্ম নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি করতে হবে। তার আগে এই রিপোর্ট আমরা ভালো ভাবে পড়ব।' প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রোজভ্যালির হোটেলগুলো বিক্রি না-করে আমানত-কারীদের টাকা না-মিটিয়ে ওই কমিটি চকোলেট গ্রুপকে দিয়ে তার ব্যবসা করানো নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল বিচারপতি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ।

এরপরই বিচারপতি এদিন এ প্রশ্নও করেন, 'হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারপতির কমিটি কী ভাবে আন অডিটেড রিপোর্ট দেয়? কেন অডিট করা হয়নি?' হাইকোর্টের নির্দেশ, আদালতকে যে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে, তার কপি মামলার সব পক্ষকে দিতে হবে।* এক্ষেত্রে বিচারপতি এও জানান, 'মানুষ দেখুক-জানুক কী চলছে!' আদালত সূত্রে খবর, আগামী বুধবার এই নিয়ে ইডির জবাব শুনবে আদালত। এদিন চকোলেট গ্রুপের তরফে আইনজীবী হাজির হলেও, তাঁকে আগামী দিনে নিজের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু একুশের মঞ্চ বাঁধার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল একুশের মঞ্চ বাঁধার কাজ। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, মূল মঞ্চে ওঠার জন্য এবার আর সিঁড়ির ব্যবহার করা হবে না। সিঁড়ি বাদ দিয়ে র‍্যাম্প করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এসে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের অভিবাদন-শুভেচ্ছা জানান ও বক্তৃতা করেন এবার সেই জায়গার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে। পাশাপাশি বক্তাদের চলাচলের জায়গা রাখা হচ্ছে। কারণ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকেও হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয়। তাঁরা মিছিল করে এসে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ওপরেই বসে পড়েন। তৃণমূল কর্মী-সমর্থক-আমজনতা যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও ভালো ভাবে দেখতে পান, সেই কারণে একেবারে মঞ্চের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জায়গা রাখা থাকবে। যাতে তৃণমূল সুপ্রিমো এগিয়ে গিয়ে সকলকে অভিবাদন জানাতে পারেন। আর এই মঞ্চ থেকেই জাতীয় ও রাজ্যস্তরে আগামী দিনে কোন পথে চলবে তৃণমূল কংগ্রেস তার দিশা ২১ জুলাই দেবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এখনও পর্যন্ত মঞ্চের মাপ যা ঠিক করা হয়েছে তা হল মূল মঞ্চ, যেখানে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের শীর্ষস্তরের নেতা, নেত্রী, বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদ, আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বসবেন সেই মঞ্চের মাপ ৫২ ফুট-২৪ ফুট। দ্বিতীয় মঞ্চটি ৪৮ ফুট-২৪ ফুট। তৃতীয় মঞ্চটির আয়তন ৪০ ফুট-২৪ ফুট। উচ্চতায় ৩টি মঞ্চ যথাক্রমে ১০, ১১ ও ১২ ফুট। তিনটি মঞ্চের একটিতে থাকবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা দলের প্রথম সারির শীর্ষ নেতৃত্ব। দ্বিতীয় মঞ্চে থাকবেন শহিদ পরিবারের সদস্যরা। তৃতীয় মঞ্চে থাকবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা।

তবে মনে রাখতেই হবে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ শহিদ দিবস তৃণমূলের। ফলে এবারের ২১ জুলাইয়ে মেগা চমকের অপেক্ষায় ঘাসফুল শিবিরের সমর্থকরা। তাই আয়োজনও হচ্ছে বিশাল ভাবে। মঙ্গলবার মঞ্চ বাঁধার কাজ খুঁটিপুজোর মাধ্যমে শুরু হবে। দলের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। দিনভর বৃষ্টি এবং নিম্নচাপের চোখরাঙানির ফলে খুঁটিপুজোর আয়োজন নিয়ে চিন্তা রয়েছে দলের। মঞ্চ বাঁধার কাজও বাধা পেতে পারে এই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে।

২১ জুলাইয়ের কয়েক দিন আগেই উত্তরবঙ্গ-সহ দূরবর্তী জেলা থেকে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা শহরে এসে পৌঁছবেন। কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র থেকে বিধাননগর, নিউ টাউনে এঁদের রাত্রিবাস ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে।এর মাঝে কপালে ভাঁজ ফেলছে প্রতিদিন কলকাতায় ভারী বৃষ্টিপাত। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী ৭ দিন দুর্যোগ চলবে বঙ্গে। নিম্নচাপের প্রভাবে ২১ জুলাই কলকাতায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এমত অবস্থায় ২১ জুলাইয়ের জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। আর পুলিশের কাছে এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্কিং।*কারণ, কলকাতার চতুর্দিক জলমগ্ন। জল জমে রয়েছে ময়দানেও। ওই ময়দানেই ২১ জুলাইয়ের জন্য শহরে আসা বিশাল সংখ্যক বাস-গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শহিদ দিবসের অনেক আগে থেকেই জেলা থেকে সাংগঠনিক প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসে পৌঁছয়। ময়দানেই রাখা হয় সেই গাড়ি আর বাস। কিন্তু জল জমে থাকায় সেই নিয়ে কোনও প্রস্তুতি শুরু করতে পারেনি লালবাজার।* পাশাপাশি জল কাদায় ভর্তি ময়দানে এই মুহূর্তে এত সংখ্যক গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে। আবার এবারের ২১ জুলাই পড়েছে সোমবারের মতো সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনে। এমনিতেই রাস্তা সচল রাখা নিয়ে কার্যত হিমশিম অবস্থা তৈরি হয়, তার মধ্যে ট্র্যাফিক পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্কিং।*

সূত্রের খবর, লালবাজারের ট্র্যাফিক বিভাগের মাসিক পর্যালোচনা বৈঠকে ২১ জুলাইয়ের পার্কিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাই হয়েছে। পুলিশ জানাচ্ছে, বৃষ্টি কমার পর অন্তত ৭২ ঘণ্টা সময় না-পেলে ময়দান মাঠের দুর্বিসহ অবস্থার উন্নতি হবে না। সেক্ষেত্রে সপ্তাহের শেষেও যদি আবহাওয়ার উন্নতি না-হয়, তবে ২১ জুলাইয়ের আগে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা নিয়ে বেগ পেতে হবে লালবাজারকে, মনে করা হচ্ছে এমনটাই।*

সূত্রের খবর, শিয়ালদার দিকে এপিসি রোড, বড়বাজার, পোস্তা, আশুতোষ মুখার্জি রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, জওহরলাল নেহরু রোডের মতো রাস্তায় বিকল্প পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত করার কথাও ভাবনা চিন্তা করছে ট্র্যাফিক পুলিশ। ২১ জুলাইয়ের আগের রাত থেকেই শহরে পণ্যবাহী গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে ট্র্যাফিকের চাপ কিছুটা কমবে বলেই অনুমান। এসপ্ল্যানেড ও পার্ক স্ট্রিট চত্বরে থাকছে প্রায় ১৫টি জায়েন্ট স্ক্রিন। এছাড়া শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকছে জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানোর সুবিধা। প্রায় ১০০০ স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন।

সম্পাদকীয়

মুড়ি, মুড়কির মতো বিলোচ্ছে জন্ম, মৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র, পিছনে কি টাকার খেলা না আরও বড় চক্র?

গোটা বাংলা ছেয়ে গিয়েছে ভুয়ো জন্ম, মৃত্যুর শংসাপত্রে। পুলিশি তদন্তে প্রতিদিনই উঠে আসছে নতুন চক্রের খোঁজ। যে চক্রের সঙ্গে যুক্ত বেশিরভাগই শাসকদলের নেতা, কর্মী অথবা পঞ্চায়েত, পুরসভার কর্মী। একটা বিষয় স্পষ্ট, প্রশাসন ও শাসকদলের ওপরতলার মদতে নিচুতলায় এই কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। নির্দিষ্ট কাগজ ও নথি ছাড়াই দেদার বিলি হয়েছে জন্ম, মৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র। শুধু টাকাটা দিতে হবে। অঙ্কটা দু'চার হাজার থেকে শুরু করে পরিস্থিতি বিচারে দশ, বারো হাজার। শুধু এই ভুয়ো শংসাপত্রই নয়, এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে আধার, প্যান, পাসপোর্ট থেকে জমি, বাড়ির কাগজপত্র। বিপদটা তাই আরও গভীরে। পশ্চিমবঙ্গের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যের জন্য যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজ্যে কোনও নিয়মনিষ্ঠ ও কড়া প্রশাসন থাকলে দিনের পর দিন এ কাজ চলতে পারে না। পুলিশি তদন্তে এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার এতদিন পর এবার আদালতে খোদ রাজ্য সরকার তা স্বীকার করে নিল। কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের আইনজীবী জানিয়ে দিলেন যে, শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা থানার পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই চার হাজারের বেশি ভুয়ো জন্ম, মৃত্যুর শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। পাঠানখালির বাসিন্দা নিত্যরঞ্জন ঘোষের মৃত্যুর শংসাপত্র চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই মামলাতেই এই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পেশ করেছে রাজ্য। এর মধ্যে ৩৫৫৮টি ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট ও ৫১০টি ভুয়ো ডেথ সার্টিফিকেট রয়েছে। এ শুধু একটা পঞ্চায়েতের তথ্য! পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ এবার বোঝা যাচ্ছে? এখন প্রশ্নটা হল এটা কি শুধু শাসকদলের গুটিকয় নেতার তৈরি টাকা তোলার সিন্ডিকেট, নাকি নেপথ্যে সক্রিয় বড় কোনও চক্র? তদন্ত যত এগোচ্ছে সেই আশঙ্কা তত বাড়ছে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বাবা-মায়ের নামের জায়গায় বাংলাদেশি নাগরিকের নাম। এ কী শুধু প্রয়োজনের তাগিদেন নাকি নেপথ্যে বড় খেলা রয়েছে? এভাবে এ দেশের সরকারি নথিপত্রে বাংলাদেশিদের নাম ঢোকানোর কী কারণ থাকতে পারে তা খতিয়ে দেখা দরকার। তদন্তকারীদের একাংশ এর সঙ্গে মানব পাচার চক্রের যোগ থাকার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। সবমিলিয়ে বঙ্গবাসীদের আগামীদিনগুলি যে কতটা নিরাপদ সে প্রশ্নও উঠে যাচ্ছে।

শব্দবাণ-৩৩০

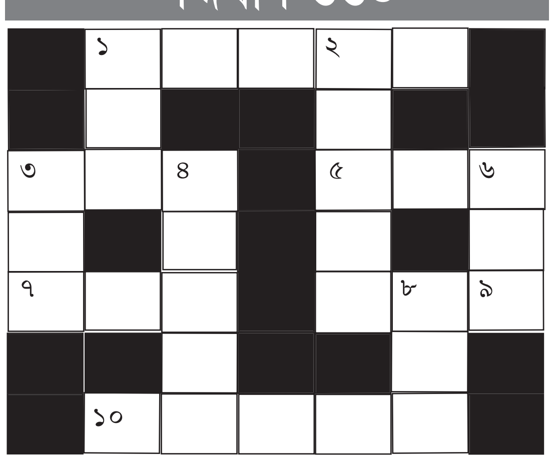

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. যন্ত্রণাদায়ক ৩. ব্যয় ৫. কর্মহীন বা নিষ্কর্মা অবস্থা ৭. চিহ্ন,আভাস ৮. দৃষ্টান্ত ১০. কুমেরু জ্যোতি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অসন্তোষ বা বিরক্তিসূচক শব্দ ২. রির্পোট ৩. আবদেরে,বাহানাবাজ ৪. ভক্তিভরে যত্ন করা ৬. পাঠক, যে পড়ে ৯.জয়ের ইচ্ছা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২৯

পাশাপাশি: ১. দশান্তর ৩. আবলি ৪. আমট ৬. নাচার ৯. সুবিধা ১০. লঙ্কেশ্বর ।

উপর-নীচ: ১. দলিল ২. রসম ৩. আটখানা ৫. টয়েবাঁধা ৭. চাতল ৮. অসুর।

জন্মদিন

আজকের দিন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৪ বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মদিন।
১৯৩৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আর কে ধাওয়ানের জন্মদিন।
১৯৬৮ বিশিষ্ট হকি খেলোয়ার ধনরাজ পিল্লাইয়ের জন্মদিন।

নূতন ভারত ও বিবেকানন্দ

মানস চক্রবর্তী

ভারত সহ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। এর মূল কারণ কী? আমরা যদি বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা একটু ভালো করে পাঠ করি তবে স্পষ্টতই বুঝতে পারব, এর কারণ এবং সমাধান দুটোই তিনি দিয়ে গেছেন।

শিকাগো ধর্মসভার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? স্বামীজি চিঠিতে লিখছেন, 'বিশ্বধর্ম মহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে।' এ বিবেকানন্দের কোনো কাল্পনিক ভাবনা ছিল না। স্বয়ং ব্যারোজ ধর্মমহাসভার স্বপক্ষে বলছেন তআমরা বিশ্বাস করি খ্রিস্টধর্ম অন্য সবধর্মের স্থান দখল করে নেবে। কারণ অন্য ধর্মে যেসব সত্য আছে তা তো খ্রিস্ট ধর্মে আছেই, তা ছাড়াও এর মধ্যে আরও অনেক সত্য আছেখ.. এটা ঠিক আলোর সঙ্গে অন্ধকারের কখনও বন্ধুত্ব হতে পারে না।দব্যারোজ আরও বললেন তযাঁরা খ্রিস্টধর্মের পূর্ণ আলোকের মধ্যে আছেন, তাঁদের উচিত যারা অল্প আলোর মধ্যে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন (অর্থাৎ অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ) তাঁদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।দ

স্বামীজি ওনার দিব্যদৃষ্টির বলে এটি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন পৃথিবী আরো অশান্ত হবে। পৃথিবীর সমস্ত জটিলতার মূলে আছে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। স্বামীজির মতে, শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার একটি বোকামি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন সন্ধ্যেবেলায় জোনাকিরা যখন বের হয়, তখন ওরা ভাবতে থাকে জগৎকে ওরাই আলো দেয়। কিন্তু আকাশে নক্ষত্ররাজি উঠলে জোনাকিদের অহমিকা আর থাকেনা। আবার চন্দ্র উঠলে নক্ষত্রদের অভিমান চলে যায়। সূর্য উঠলে চন্দ্র তার ক্ষুদ্রতার সীমা বুঝতে পারে। সুতরাং ক্ষমতার অহঙ্কার অথবা শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান দুটোরই কোনো মূল্য নেই।

স্বামীজি বলছেন 'ও তোমার 'পার্লামেন্ট' দেখলুম, 'সেনেট'দেখলুম; ভোট ব্যালট মেজরিটি দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐএক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে বাকিগুলো ভেড়ার দল।'

কিন্তু বর্তমানে যে কোনো রাষ্ট্রের যদি আমরা শক্তিমান পুরুষদেরকে দেখি তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাবে, তাদের বেশিরভাগই আদ্যপ্রান্ত অসৎ মানুষ। শুধু ওই মানুষটিকে দোষ দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি হলেন সাধারণ মানুষদের ভোট দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং সাধারণ মানুষদের মধ্যেও অসৎ মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। তাই স্বামীজি বলছেন 'সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ে সফলতার মূলভিত্তি -মানুষের সততা। পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোনো আইন দ্বারা কখনও কোনো জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলো উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও ভালো হইয়া থাকে।' শিকাগো মহাসভার ২৭ সেপ্টেম্বর বিদায় ভাষণে স্বামীজি যেন এই কথাই বললেন 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

শিকাগো ধর্মমহাসভার মধ্যে বিবেকানন্দ জগতকে যে মেসেজটি দিতে চাইলেন সেটি বুঝতে অনেকেই ব্যর্থ হলেন। অনেকেই বিবেকানন্দকে একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর নেতা বলে মনে করতে শুরু করলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের চেয়েছিলেন একটি আদর্শের প্রচার। কারণ তিনি তাঁর প্রথম দিনের (১১.৯.১৮৯৩) ভাষণেই উল্লেখ করলেন 'আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরববোধ করি, যে ধর্ম জগৎকে শিখিয়েছে সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন গ্রহীষ্ণুতার আদর্শ।'

আর এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রয়োজন সাধনার। সাধনার কথা বললেই অনেকের মনে হতে পারে ব্যক্তিগত ধর্ম বা সাধনার কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্ম বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায় খুব একটা মুখ্য স্থান নিতে পারেনি। স্বামীজি বলছেন 'ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।'

ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেকানন্দের ভাবনায় স্বার্থপরতার নামান্তর। স্বামীজি বলছেন, প্রত্যেকটি মানুষকে সৎ হতে হবে, হৃদয়বান হতে হবে। 'যিশুখ্রিস্টের মতো হৃদয়বান হতে চেষ্টা কর-তখন তুমিই হবে যীশুখ্রীষ্ট। বুদ্ধের মত হৃদয়বান হতে চেষ্টা কর-তুমি হয়ে উঠবে বুদ্ধ। এই হৃদয়বত্তায় জীবন, জীবনের শক্তি এবং সজীবতা।'

শিকাগো ধর্মমহাসভার মধ্যে বিবেকানন্দ জগতকে যে মেসেজটি দিতে চাইলেন সেটি বুঝতে অনেকেই ব্যর্থ হলেন। অনেকেই বিবেকানন্দকে একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর নেতা বলে মনে করতে শুরু করলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের চেয়েছিলেন একটি আদর্শের প্রচার। কারণ তিনি তাঁর প্রথম দিনের (১১.৯.১৮৯৩) ভাষণেই উল্লেখ করলেন 'আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরববোধ করি, যে ধর্ম জগৎকে শিখিয়েছে সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন গ্রহীষ্ণুতার আদর্শ।' আর এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রয়োজন সাধনার। সাধনার কথা বললেই অনেকের মনে হতে পারে ব্যক্তিগত ধর্ম বা সাধনার কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্ম বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায় খুব একটা মুখ্য স্থান নিতে পারেনি। স্বামীজি বলছেন 'ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।' ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেকানন্দের ভাবনায় স্বার্থপরতার নামান্তর। স্বামীজি বলছেন, প্রত্যেকটি মানুষকে সৎ হতে হবে, হৃদয়বান হতে হবে। 'যিশুখ্রিস্টের মতো হৃদয়বান হতে চেষ্টা কর-তখন তুমিই হবে যীশুখ্রীষ্ট। বুদ্ধের মত হৃদয়বান হতে চেষ্টা কর-তুমি হয়ে উঠবে বুদ্ধ। এই হৃদয়বত্তায় জীবন, জীবনের শক্তি এবং সজীবতা।'

বিবেকানন্দ তাঁর ভাইদের শেখাচ্ছেন, when youþ lauþgh– people will lauþgh witþh youþ– buþtþ when youþ weep– youþ will weep alone. বিবেকানন্দ ক্ষুদ্র স্বার্থে (ব্যক্তিগত স্বার্থে) কাঁদা পছন্দ করতেন না। তিনি কেঁদেছেন দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য।

একবার বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামীজি খুব মন দিয়ে বেদ ব্যাখ্যা করছেন। উপস্থিত আছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। কিছুক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বললেন, বেদ বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, মহাপাপ- এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? অমুকের বাড়ির গিন্নি এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানা পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; অমুক বাড়ির ভদ্রমহিলা গুণ্ডাদের আক্রমণে মারা গেছেন; অমুক বাড়ির বিধবার সমস্ত সম্পত্তি একজন জোচ্চুরি করে নিয়ে নিয়েছে-এইসবের প্রতিকার করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?' স্বামীজি সেদিন এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি। কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজির সারা জীবন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে কেঁদেছেন। এই হৃদয়টি ছিল বিবেকানন্দের বড় সম্পদ। তাইতো তুরীয়ানন্দকে বলছেন, 'হরি ভাই আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।' সেই জন্যই জোসেফিন ম্যাকলয়েড বলতেন, "He was lovþe personified." সারা পৃথিবীর জন্য এই হৃদয়টি ছিল বিবেকানন্দের মস্ত বড় দান। তিনি চাইতেন তাঁর সকল সন্তানেরা হৃদয়বান হোক। পরের জন্য প্রাণ বিসর্জন করুক, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করুক, বিধবার অশ্রু মুছিয়ে দিক, আর অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তুলুক।দএই অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে উপযোগী করার নির্দেশ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজিকে দিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য কী? নূতন ভারত গঠন। কেমন হবে সে নূতন ভারতবর্ষ? স্বামীজি চাইলেন 'নূতন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে-মালা মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

স্বামীজি এই রকম ভারতবর্ষ কেন চাইলেন? তিনি মনে করতেন নূতন ভারত গঠনে ইহাই একমাত্র উপায়। বলছেন 'আমাদের মস্তক আছে,হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়,অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড -শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।'

তাই স্বামীজি চাইলেন,এমন একটি ভারতবর্ষ গঠিত হোক যেখানে কোটি কোটি স্বদেশীয় কোটি কোটি স্বদেশীয়দের কল্যাণ কামনা করবে। তাহলেই ভারতবর্ষ জাগবে।

বিশ্বজুড়ে কমছে টিকাকরণ

অর্ক গোস্বামী

ইথিওপিয়ার সিগিচা, সুকুল থেকে ক্যামেরণের আদামওয়া হয়ে ঘানার আদারি - আফ্রিকার এই গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ পরিবারের মানুষের ভেবেছিলেন শেষ মুহূর্তে হলেও টিকাকরণের জন্য বরাদ্দ ইউএসএইডের অনুদান বাতিল করা হবেনা। কিন্তু বিধি বাম। আশঙ্কা সত্যি হওয়ায় অসংখ্য আফ্রিকান শিশুর স্বাস্থ্যের ভবিষ্যত এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি ঢাল বিহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

টিকাকরণ আধুনিক জন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। "Our health" (আওয়ার হেলথ) নামক অসরকারি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিগত পাঁচ দশকে টিকাকরণের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের জীবনরক্ষা সম্ভব হয়েছে। তবে সম্প্রতি শিশুদের মধ্যে টিকাকরনের হার কমেছে যা লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছে।

কয়েক বছর আগে অবধি মনে করা হতো টিকাকরণের হ্রাস কম হওয়ার ঘটনা অনুন্নত দেশ গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু বর্তমানে এই প্রবণতা উন্নত দেশেও দেখা যাচ্ছে যার পিছনে কারণ অনেক।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন (টিকা) নিতে অনিহা, দারিদ্রতা এবং যুদ্ধ। ১৯৭৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পোলিও, পক্স সহ মূলত ছয়টি রোগ লক্ষ্য করে এই উদ্যোগ শুরু করে যার ফল হাতে নাতে পাওয়া গেছে যা কোটি কোটি শিশু কে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ১৯৮০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে টিকাকরণের হার প্রায় দ্বিগুণ হলেও সম্প্রতি ক্ষ্মল্যান্সেট ' পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী বিগত এক দশকে বিশেষ করে কোভিড ১৯র পরে টিকাকরণের হার ক্রমশ কমছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে হামের এর ক্ষেত্রে 'হার্ড ইমিউনিটি' অর্জন করার লক্ষ্যে ৯৫ শতাংশ শিশুদের টিকাকরণ করা প্রয়োজন। যদিও দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ক্ষেত্রে এই শতাংশের পরিমান কানাডার মতো উন্নত দেশের ৭৯ শতাংশে নেমে এসেছে এবং ইংল্যান্ড আর থাইল্যান্ড এর মতো দেশে ৮৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

কোভিডের সময় দ্রুত টিকা তৈরী করে যদিও অনেক মৃত্যু রোধ করা গেলেও অন্যান্য অনেক টিকার ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস কমে গেছে । কেবল তাই নয় লকডাউনের সময় সারা বিশ্বে সাপ্লাই চেন ভেঙে পড়ায় ব্যাপক হারে টিকাকরণ কর্মসূচি ব্যাহত হয়। এমনকি ফেক নিউজের কবলে পরেও বহু সময়ে জন্যস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এই ব্যবস্থা আক্রান্ত হয়েছে।

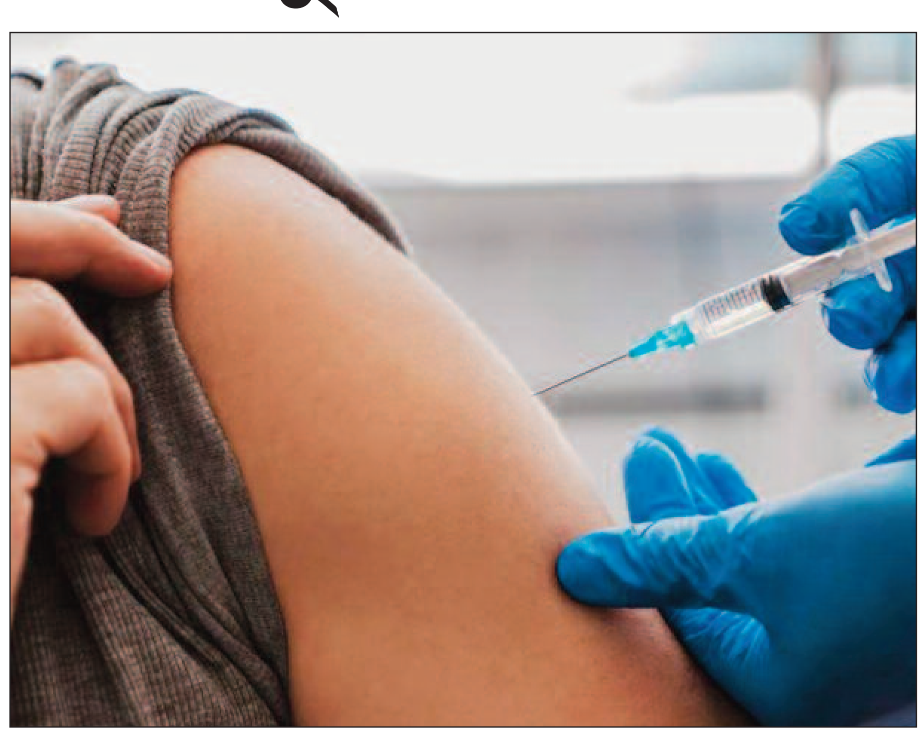

তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোভিড সংক্রান্ত ব্যাপক ভুয়ো প্রচারের ফলে মানুষের মধ্যে বেশ কিছু ভুল ধারণা ছড়ানো হয়েছে যেমন কোভিড টিকা মানুষের ডিএনএ পরিবর্তন করে দিচ্ছে, বিপুল সংখ্যক হিসেবে বহির্ভূত মানুষ মারা গেছেন এবং ভ্যাকসিনের মাধ্যমে মাইক্রো চিপ ঢুকিয়ে নজরদারি চালানো হবে । এই জাতীয় কারণের বাইরের আরো দুটি গুরুত্ব পূর্ণ কারণ আছে যে যার জন্য চাইলেও বহু দেশ টিকাকরণ প্রকল্প চালাতে পারচ্ছেনা সেগুলি হলো দারিদ্রতা এবং সামরিক সংঘাত। ওষুধ তৈরী করা বা ক্রয় করা থেকে তার পরিবহনসহ সঠিক ভাবে সংরক্ষণের জন্য যে বিপুল আর্থিক সামর্থ প্রয়োজন তা বহু আফ্রিকান, সাব সাহারান সহ এশিয়ার অনেক দেশেরই নেই ।সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তান সহ ইথিওপিয়ায় পুনরায় হামের মতো সাধারণ প্রতিরোধ যোগ্য রোগ আবার ফিরে আসছে যার মূল কারণ সামরিক সংঘাত যেকারনে স্বাস্থ্য সামগ্রী সর বরাহে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ভারতের প্রসঙ্গ উঠলে বলতে হয় উপরিক্ত সকল লক্ষণ আমাদের দেশেও বিদ্যমান। বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে এখনো সংস্কারজাত টিকা অনীহা, গ্রামাঞ্চলে দুর্বল পরিকাঠামো এবং টিকার মূল উপাদান

'এক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট' উৎপাদনে স্বাবলম্বী না হওযায় সামগ্রিক টিকা স্বনির্ভরতা অর্জন এখনো কষ্টসাধ্য লক্ষ্য।

ইউনিসেফ এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালেও উন্নত দেশে গড়ে ৯০ শতাংশ মানুষ টিকার ওপর যতটা বিশ্বাস ছিলো তা ২০২৩ এর শেষে ৭০ শতাংশে নেমে এসেছে। যদিও এই প্রবণতা নতুন নয়। ভিক্টোরিয়ান যুগেও পক্সের বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল যা ১৮৮৫ সালে লিশেস্টারের মতো শহরে ব্যাপক সহিংস সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরী করেছিল। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সদর্থক প্রচারের যুগে ওপরের সম্ভাবনা কমলেও বিশ্বের বহু জায়গায় টিকাকরণ কর্ম সূচি ব্যাহত হচ্ছে যার কারণ এই বিষয়ে আমেরিকা সহ কিছু উন্নত দেশের আর্থিক সহায়তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। ফলে আইনি দায়বদ্ধতার অভাবে টিকাকরণের মতো মানবাধিকারের বিষয় গুলি রাষ্ট্র নায়ক দের খেয়াল খুশীর ওপর নির্ভর করছে যা কোনো ভাবে অভিপ্রেত না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাই রাষ্ট্র সংঘের উচিত সকল দেশের মাধ্যমে 'গ্লোবাল ভ্যাকসিন এলায়েন্সের' জন্য একটি সাধারণ তহবিল গঠন করা যাতে কোনো ভাবে টিকাকরণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি সিলমোহর

উত্তরপাড়ায় হিন্দুস্তান মোটরসের অব্যবহৃত জমিতে গড়ে উঠবে ওয়াগন কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি সিলমোহর পড়ল। নবান্ন সূত্রের খবর, হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার কোতরং ও ভদ্রকালী মৌজায় হিন্দুস্তান মোটরসের কারখানার অব্যবহৃত জমিতে এই ওয়াগন তৈরির কারখানা গড়ে উঠবে। মেট্রো রেল ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ তৈরির জন্য হুগলির হিন্দমোটর কারখানার প্রায় ৪০ একর জমি টিটাগড় রেল সিস্টেম লিমিটেডকে (টিটাগড় ওয়াগন) দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়েছিল রাজ্য সরকার।

৯৯ বছরের লিজের ভিত্তিতে এই জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থাটিকে। এই প্রকল্পে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তারা। রেলের কোচ তৈরি ছাড়াও ট্রেনের ফার্মিং, টেস্টিং, কমিশনিংয়ের জন্য আলাদা আলাদা ইউনিট থাকবে। কোচ পরীক্ষার জন্য টেস্ট ট্র্যাকও বানানো হবে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে হিন্দমোটরে টিটাগড় ওয়াগন কারখানার ২৫ বছর পূর্তিতে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দমোটরের প্রায় ৭০ একর জমিতে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরি করা হবে। এটা তারই প্রথম ধাপ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

কত সময় হিন্দুস্তান মোটরসের কারখানায় অ্যাম্বাসাডর, ট্রেকার, বেডফোর্ড, কন্টেসার এবং ছোট বাস তৈরি হতো। ফরাসি বহুজাতিক সংস্থা প্যাজিয়োর হাতে অ্যাম্বাসাডরকে বিক্রি করে দেওয়ার পর থেকেই কারখানার অবনতি ঘটতে থাকে। ২০১৪ সালে পুরোপুরি তালা পড়ে যায় হিন্দুস্তান মোটরস কারখানায়। অ্যাম্বাসাডর গাড়ি উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তীতে কারখানার একটা অংশে টিটাগড় ওয়াগন কোম্পানি রেলের কোচ তৈরির কাজ শুরু করে। সম্প্রতি এই কোম্পানি মেট্রো রেল এবং ইমইউ ট্রেনের সি কোচ তৈরির বরাত পায়। টাকার অঙ্কের পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এর জন্য কারখানা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তার জন্য আশপাশে জমি পাওয়া যাচ্ছিল না। এর মধ্যেই ২০২২ সালে হিন্দুস্তান মোটরসের জমি অধিগ্রহণ করে রাজ্য সরকার। তা থেকেই প্রায় ৪০ একর জমি টিটাগড় ওয়াগনকে লিজ দিচ্ছে রাজ্য ভূমি দপ্তর। এ দিন সেই জমির দখল নেয় টিটাগড় ওয়াগন কর্তৃপক্ষ। সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এতে নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন এলাকার মানুষ। হিন্দমোটরের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা উম চক্রবর্তী বলেন, 'হিন্দমোটর কারখানা শিল্পের জন্য সরকারের থেকে জমি লিজ নিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় কারখানা বন্ধ করে জমি ফেলে রেখেছিল। কারখানার ভিতরের যন্ত্রাংশ রাতের অন্ধকারে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন রাজ্য সরকারের সহায়তায় টিটাগড় ওয়াগন নতুন করে কাজ শুরু করছে। আমরা সরকার ও টিটাগড় ওয়াগনকে সব ধরনের সহযোগিতা করব।' বিজেপি নেতা পঙ্কজ রায় বলেন, 'হিন্দুস্তান মোটরসের প্রায় ২৫০ শ্রমিক এখনও পিএফ, গ্র্যাচুইটি পাননি। তাঁদের কথা ভাবেনি সরকার।' সিপিম নেতা আভাস গোস্বামী বলেন, 'শিল্পের জমিতে শিল্প চাই। যাঁরা কোম্পানিতে পে রোলে আছেন, তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।'

বৃষ্টিতে মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মাটির বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ে মৃত তিন, আহত তিন। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার টামনা থানার ভাণ্ডার পুয়াড়া এলাকায়। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ মৃত ও আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় চাকোলতোড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিদের নাম নিয়তি শবর (৪০), রিমঝিম শবর (২৫), অমিত তাঁতি (৩০)। ঘটনায় আহত মানিক শবর, দলু শবর এবং এক শিশু ভাণ্ডারী শবর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। প্রথমে প্রত্যেককেই উদ্ধার করে চাকোলতোড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, ভাণ্ডার পুয়াড়া এলাকার খেড়বনে দোলু শবর নামে ওই ব্যক্তির বাড়িতে বাঘমুণ্ডী থানা এলাকার মাঠা থেকে দু'জন আত্মীয় এসেছিলেন। রাতে খাওয়া খেয়ে এক সঙ্গেই ছয় জন শুয়েছিলেন বাড়িতে। বৃষ্টির কারণে হুড়মুড় করে কাঁচা বাড়িটি ভেঙে পড়ে ছয় জনের ওপর। ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ সহ-পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

পেট্রোল পাম্পে তেলের বদলে জল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের একটি পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল ও ডিজেলের বদলে জল দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে একাধিক গ্রাহক অভিযোগ করেন, পাম্প থেকে তেল নেওয়ার পর তাঁদের বাইক ও চার চাকার গাড়িতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, স্টার্ট নেয় না কোনওভাবেই। অগত্যা গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে গিয়ে তাঁরা দেখেন, তেলের ট্যাংকের মধ্যে পেট্রোল বা ডিজেলের বদলে জল রয়েছে। এরপরই ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা পাম্প কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পাম্প চত্বরে জমে যায় উত্তেজিত জনতার ভিড়। শুরু হয় বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। যদিও পাম্প কর্মীপক্ষের দাবি, বর্ষার কারণে মাটির নিচে পাম্প ঘেমে গিয়ে এই ঘটনা হলেও হতে পারে তবে তারা কোনও ভাবেই জল মেশান নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২ ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

রেফা নং : ARD/BAR/AKS/2025-26 তারিখ : ১৫.০৭.২০২৫

অস্থাবর সম্পদ দখলের নোটিশ

বিষয় : শ্রী মনোজ পান্ডে, নলহাটি কলেজ মোড়ের নিকট, নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২০

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রামপুরহাট শাখা, শ্রী মনোজ পান্ডেকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, নলহাটি কর্তৃক রচিত তালিকা অনুযায়ী অস্থাবর সম্পদ হেফাজতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে পত্র (রেফা : জেডও : এআরডি: ২০২৫-২৬ তারিখ ০৪.০৭.২০২৫) ইস্যু করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলি ০৩.০৭.২০২৫ তারিখে স্বত্ব দখলের সময়ে অনুমোদিত অফিসারের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। উক্ত পত্র নথিভুক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়, কিন্তু ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে "প্রাপক চলে গেছেন" মন্তব্য সহ ফেরত এসেছে।

সম্পত্তির বিস্তারিত :
স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা : শ্রী মনোজ পান্ডে, স্থান : মৌজা : করিমপুর, জেএল নং ৫২, নলহাটি পুরসভা, ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২৭৪, খতিয়ান নং ৫৫৬ এবং ৬৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৭, প্লট নং ৩৫৪, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।
আপনাদের অবগত করা হচ্ছে যে, তালিকা অনুযায়ী অস্থাবর সম্পদগুলি ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রামপুরহাট শাখা, থেকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত দফাগুলির সুরক্ষায় কোনও দায়বদ্ধ থাকবে না এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলির ক্ষতির অধিকার দাবি বাজেয়াপ্ত হবে।

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রামপুরহাট শাখা

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: www.achiievers finance.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিতি শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 25/07/2025 তারিখে সকাল 11.45টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7324, 7328, 7339, 7355. **কাকদ্বীপ ঃ** 24900, 24989, 25193, 25203, 25221, 25310. **ক্যানিং ঃ** 8443, 8462, 8464, 8472, 8475, 8476, 8482, 8485, 8645, 8646, 8647, 8663, 8688, 8691, 8706, 8707, 8709, 8715, 8725, 9024, 9028, 9031. **ফুলিয়া ঃ** 9549, 8739, 9746, 10215, 10219, 10224. **ডায়মন্ডহারবার ঃ** 5727, 5729, 5740, 5764, 5796, 5798, 5799, 5811, 5835, 5838. **যাদবপুর ঃ** 874. **বারাসাত ঃ** 782, 784, 815. **দমদম ঃ** 440, 441, 442, 443, 450, 458, 464, 467, 473, 483, 484, 487, 491, 492, 493, 495, 502. **সোদপুর ঃ** 200, 236, 243. **চন্দননগর ঃ** 172, 179. **নয়াপল্লী (ভুবনেশ্বর) ঃ** 662, 717, 728, 734, 738, 769, 772, 780, 788, 794, 807, 816. **লক্ষ্মীসাগর (ভুবনেশ্বর) ঃ** 324, **কান্তচৌরাহ (জয়পুর) ঃ** 455. **VKIA (জয়পুর) ঃ** 151, 153.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 01/08/2025 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা — **Achiievers Finance India Lmtd**
তারিখ : 14/07/2025 — 32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

SBI এসবিআই, বাণীতবলা শাখা (০৬৭৮৭)
পোস্ট- যাদুরবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা: হাওড়া-৭১১৩১৬, ই-মেইল: sbi.06787@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং -৩১৭৮৫৯৮৩৪৩৯ (সিসি), ৩৯৪০৬২৩৭৯৮৬ (জিইসিএল), ৪০২৫৩০১৯২৯৮ (ডব্লিউসিটিএল) এবং ৪০২৫৩০০২০৬৮ (এফআইটিএল)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাণীতবলা শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **০৮.০৫.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স প্রলয় এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী প্রলয় মজুমদার, পিতা- প্রয়াত বিমান মজুমদার ঠিকানা: গ্রাম- ফতেপুর, পোঃঅঃ- উলুবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৫** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৯,০০,৭৪৫.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ সাতশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) ০৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫ জুলাই, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৯,০০,৭৪৫.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ সাতশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) ০৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বাণীতবলা শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তথায় থাকা নির্মাণ সহ কমবেশি **২.৫ কাঠা বা ৪.১৩ শতক** (মেমো নং Conv/32/415/1(A)/LR(ULU-I) তারিখ ১৮.০৭.২০১৮, বি.এল. এবং আর.ও. - উলুবেড়িয়া-১ কেস নং ৮৪/১৮) পরিমাপের বাস্তুতে রূপান্তরিত জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা - বাহির গঙ্গাপুর, জে.এল. নং ৮৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৫/১, রেকর্ড খতিয়ান নং ৩২৯৮, আর.এস. দাগ নং ২০৩৭, এল.আর. দাগ নং ২০৪১ গ্রাম - গঙ্গাপুর, থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা , হাওড়া তে অবস্থিত। দলিল নং ০৫০৫০৪৯০৫, বুক নং ১, ভলিউম নং ০৫০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৫৩৭৮ থেকে ৮৫৩৯৬, সাল- ২০১৭, এ.ডি.এস.আর.ও. - উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া।
সম্পত্তিটি শ্রী প্রলয় মজুমদার, পিতা - প্রয়াত বিমান মজুমদারের নামে রয়েছে।
সম্পত্তিটির চৌহদ্দি :- উত্তরে- পলাশ গুছাইতের সম্পত্তি, **দক্ষিণে-** সুজিত কারক ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, **পূর্বে-** এল.আর. দাগ নং ২০৪১, ১১ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, **পশ্চিমে-** দুলাল রাং-এর সম্পত্তি।

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বাণীতবলা, হাওড়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল,
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৩
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: সুশান্ত বিভার, ই-মেইল আইডি: sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৫৮৭/৮০০১১৯৪১৭৩

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ৩১.০৭.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩১.০৭.২০২৫** তারিখে সুরক্ষিত পাওনাদারের **৩১,৭৪,৪৮৫/- টাকা** আদায়ের জন্য **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত এবং শ্রীমতী বর্ষা রক্ষিতের** কাছ থেকে। রিজার্ভ মূল্য হবে **২৪,৩৬,০০০/- টাকা** এবং বায়না জমা হবে **২,৪৩,৬০০/- টাকা**।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :-

সোনার গাঁও, অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৪, অবস্থিত মৌজা : ঝিকুরবেড়িয়া, জেএল নং ৯, আরএস নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৭, সোনার গাঁও প্রোজেক্ট -এর কাছে, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, থানা: বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিনকোড- ৭৪৩৩৮৪, পশ্চিমবঙ্গ।

* বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট: **https://www.bankeauctions.com** অনুগ্রহ করে দেখুন।

তারিখ: ১৬.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: আরএসিপিসি বেহালা — এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৮.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৫.০৮.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২২,৯১,৩৮১.০০ টাকা ১৯.০৫.২০২০** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা সরমিনা। উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৫ ব্লক বি ফরচুন টাউনশিপ, ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব) কাজীপাড়া বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৪। **আরও ঠিকানা** - গ্রাম চোরাগাছি, পো . আরজিপানিশালা, থানা - কুশমান্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৩১৩২ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৮৯৯ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিনতলায় ফ্ল্যাট নং ৫, ব্লক বি, অবস্থিত হাউসিং কমপ্লেক্স ফরচুন টাউনশিপ, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৯০৪-০২৫৩৭-/২০১৮ নথিভুক্তির তারিখ ১২.০৩.২০১৮, নথিভুক্তি বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ১১৩৮৯৬ থেকে ১১৩৯১৭, দলিল নং ১৯০৪০২৫৩৭ -২০১৮ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্টার অব অ্যাসিওরেন্স -৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত জমি প্লটের যথাযথ ভাগ অংশ এবং তদস্থিত নির্মাণ এরিয়া ৭.৮৫ একর (আনুমানিক) অবস্থিত মৌজা : সিতি/সিথি, জেএল নং ১০১, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ৫০, পরগনা আনোয়ারপুর, আরএস খতিয়ান নং ৭, ৭৮, ৯, ৯২, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৭, ২০২, ২২২, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৬, ৩১৬, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৯১, ৫১৭, ৫৩৯, ৬৪২, ৮০৯, ৮৭৬, এবং ৮৮৭ আর.এস. দাগ নং ১১৬/৩২৬(পি), ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ৩২৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৫(পি), ৫৪৬(পি), ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫ এবং ৬৪৯(পি) এবং ৬৯২(পি) এলআর দাগ নং ১২৫, ৫৩৯, ৫৫৪, ৫০৯/১৪৩০ বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৭০৪, বর্তমানে সংখ্যায়িত ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজিপাড়া, পো : বারাসত, কলকাতা ৭০০১২৪, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১ (বর্তমান ওয়ার্ড নং ০১) বারাসত পুরসভা অধীন। থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি (জমি প্লট) চৌহদ্দি : উত্তরে : জে বি ডব্লু (ব্রিক ফিল্ড),; পূর্বে : জে বি ডব্লু (ব্রিক ফিল্ড), দক্ষিণে : খোলা জমি (ডিজায়ার গ্রুপ) ; পশ্চিমে : যশোর রোড (পূর্ব) এন এইচ ৩৫।
সম্পত্তি শ্রী সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতি সোমা সারমিনা এর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য ২৩.৩৯ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,৩৩,৯০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৫.০৭.২০২৫ — যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১৬.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় **"পাবলিক অকশন"** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	দখল নেওয়া হয়েছে	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স নিধি মুনিম ইন্ডিয়া (ইহার মালিক নিধি যশ মুনিম'র মাধ্যমে) 2. নিধি যশ মুনিম 3. পরেশ রজনীকান্ত কামপানি	ফ্ল্যাটে 1/3 অবিভক্ত ভাগীদারি সহ একত্রে কম-বেশী 3 কাঠা 1 ছটাক এবং 40 বর্গফুট পরিমাপের জমিতে তা ওপরে নির্মিত থানা - ভবানীপুর, কে এম সি ওয়ার্ড নং 72, কোলকাতা 700020, জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা অধীনে মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 51, পদ্মপুকুর রোডে অবস্থিত সেকেণ্ড ফ্লোরে প্রায় 1527 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট এবং পরিসরের চতুর্সীমা নিম্নরূপ : চতুর্সীমা — পূর্ব: পরিসর নং 50, পদ্মপুকুর রোড। পশ্চিম: পরিসর নং 52এ, পদ্মপুকুর রোড। উত্তর: পদ্মপুকুর রোড। দক্ষিণ: কমন গলি।	H17299090 721031319 / KOLHL200 00100	29শে এপ্রিল 2025	টাঃ 10,20,036/-	20-02-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, 20/02/2024 তারিখের হিসাবে মোট বকেয়া টাঃ 1,26,90,769.06/-	টাঃ 1,02,00,360/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	20.08.2025 বেলা 12টা 30 থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধিনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র 19/08/2025এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা 20/08/2025তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল 21/08/2025 যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ **"নাম - হাসান আব্বাস, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : পিএস সৃজন, টেক পার্ক, 15তল, ব্লক-ডিএন-52, সেক্টর 5, সল্টলেক, কোলকাতা-700091, যোগাযোগের নং 022-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 16.07.2025 — স্বাক্ষরিত
স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত আধিকারিক, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

Bank of Baroda ব্যাংক অফ বরোদা — ঠাকুরপুকুর শাখা
নিমন্ত্রণ ভিলা, ১৪৮/৩, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩
ইমেল আইডি: thakol@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ঠাকুরপুকুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮.১১.২০২৪** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ, ঠিকানা- ৩৫৪এ/১ (মেলিং ৬), ডঃ এ. কে. পাল রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪ এবং শ্রীমতী শুভদ্রা মণ্ডল, স্বত্বাধিকারী- মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ ঠিকানা- ১৮/এ, জয়কৃষ্ণ পাল রোড, পল্লী আসর ক্লাবের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৩৮** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১২,৯৮,৪১২.১৮/- টাকা (বারো লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত বারো টাকা আঠারো পয়সা মাত্র) ২৪.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তি অনুযায়ী আরও সুদ, চার্জ , ব্যয় ইত্যাদি বকেয়া টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল উক্ত এক্ট-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৪ জুলাই, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১২,৯৮,৪১২.১৮/- টাকা (বারো লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত বারো টাকা আঠারো পয়সা মাত্র) ২৪.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি চুক্তি অনুযায়ী আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি বকেয়া টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা - গঙ্গারামপুর, রে সা নং ১৮৯, জে.এল. নং ৫, আর.এস. নং ১৮৯, দাগ নং ৭৭ এবং দাগ নং ৭৭/৩২৫, খতিয়ান নং ২১১-এর অন্তর্গত **৮১ বর্গফুট** পরিমাপের একটি দোকান ঘর যা গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত এবং প্রথম ফ্লোরে আরও **৮১ বর্গফুট** পরিমাপের একটি দোকান ঘর এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। এটি কলকাতা পৌরসংস্থার রেকর্ড অনুযায়ী ৩৫৪এ/১, ড. এ. কে. পাল রোড হিসেবে উল্লিখিত, যার অ্যাসেসি নং ৪১-১৩০-০১-০০২৮-৮ এর ডাক ঠিকানা ৬ নং, ড. এ. কে. পাল রোড, ওয়ার্ড নং ১৩০-এর অধীনে এবং কলকাতা পৌরসংস্থা দক্ষিণ শহরতলি ইউনিট সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস, বেহালা-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। বেহালা থানার অন্তর্গত, কলকাতা ৭০০ ০৩৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই সম্পত্তিটি বুক নং-১, ভলিউম নং ১৬০৭-২০২২, পৃষ্ঠা ৪৮২৮৫৮ থেকে ৪৮২৮৭৯-এ নিবন্ধিত, যার বিয়িং নম্বর ১৬০৭১৬৪৯০, সাল- ২০২২। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী শুভদ্রা মণ্ডলের নামে রয়েছে।**
সম্পত্তিটির চৌহদ্দি:- উত্তরে- ১০' ফুট চওড়া সাধারণ পথ, **দক্ষিণে-** ৪০' ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে-** ৪০' ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে-** হাসেম মোল্লার দোকান ঘর ।

তারিখ: ১৪.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: ঠাকুরপুকুর, কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা -৭০০০০১
দাবি নোটিশ

Ref No: IB/KOLCEN/25-26/1920 তারিখ - ০৩.০৭.২০২৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স মডার্ন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (স্বত্বাধিকারী : ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) -ঋণগ্রহীতা,** ঠিকানা ২২৫ ই, রাসবিহারি অ্যাভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯। **আরও ঠিকানা** - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে. কে. মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পৌরসভার অধীনে, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৬ (৩য় তল), পূরবী হাউজিং, ১৮/১৪, যশোর রোড, পো. এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪।
২. **শ্রী ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বত্বাধিকারী - মেসার্স মডার্ন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল),** ঠিকানা ২২৫ ই, রাসবিহারি অ্যাভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯। **আরও ঠিকানা** - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে. কে. মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পৌরসভার অধীনে, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৬ (৩য় তল), পূরবী হাউজিং, ১৮/১৪, যশোর রোড, পো. এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪।
৩. **শ্রী শান্তিদুলাল ব্যানার্জি,** পিতা অমূল্য চন্দ্র ব্যানার্জি (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), ঠিকানা ২২৫ ই, রাসবিহারি অ্যাভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯। **আরও ঠিকানা** - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে. কে. মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পৌরসভার অধীনে, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৬ (৩য় তল), পূরবী হাউজিং, ১৮/১৪, যশোর রোড, পো. এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪।
৪. **শ্রীমতী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়,** স্বামী শ্রী শান্তিদুলাল ব্যানার্জি (জামিনদাতা), ঠিকানা ২২৫ ই, রাসবিহারি অ্যাভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯। **আরও ঠিকানা** - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে. কে. মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পৌরসভার অধীনে, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৬ (৩য় তল), পূরবী হাউজিং, ১৮/১৪, যশোর রোড, পো. এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪।

মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ৫০২৯৭৩৩২১৬ (ওসিসি) আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক, গোলপার্ক শাখায়।
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন একটি মালিকানা সংস্থা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন ঋণগ্রহীতা/মালিক। আপনাদের মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থজন এখন বা যেকোনো বাস্তব সময়ে জামিনদাতা। আপনাদের মধ্যে তৃতীয়জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি আপনাদের প্রথমজন এবং দ্বিতীয়জনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের জামিন হিসাবে তার সম্পদ বন্ধক রেখেছেন।
আপনাদের প্রথমজন এবং দ্বিতীয়জনের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন। অনুমোদিত এই ধরনের ঋণ সুবিধাগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (টাকা)
OCC-TRADEWELL- MSE-REPO-5029733216	৭৩,০০,০০০.০০ টাকা

আপনাদের মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ব্যক্তি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
OCC-TRADEWELL-MSE-REPO-5029733216	১. ০৭.১০.২০১৫ এবং ২৪.০৫.২০১৬ তারিখের অনুমোদনের স্বীকৃতি। ২. অনুমোদনের স্বীকৃতি ৩. ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতার হলফনামায় ঘোষণা ৪. জামিনের চুক্তি ৫. বন্ধকপত্র ৬. মালিকানা দলিল ইত্যাদি জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্ধকদাতার চিঠি।

উক্ত ঋণের পরিশোধ আপনার তৃতীয় ব্যক্তির সম্পত্তির ন্যায্য জামিন দ্বারা সুরক্ষিত।
আপনাদের বারবার সুদের সাথে অর্থ পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনি এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা সকলেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশিকা/নির্দেশিকা অনুসারে **২৫.১২.২০১৮ সাল থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***০২.০৭.২০২৫ তারিখে আপনাদের দ্বারা প্রদেয় বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ -

অ্যাকাউন্ট	বুক ব্যালান্স (টাকা)	এমওআই (টাকা)	এমএলই/এমওএক্স (টাকা)	বন্ধ ০২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (রাউন্ডেড অফ)
৫০২৯৭৩৩২১৬	৮২,২৫,২৬৭.০০ টাকা	১,৫০,৩১,৫৯৮.০০ টাকা	১৩,৭২৩.৪০ টাকা	২,৩২,৭০,৫৮৮.০০ টাকা

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক রেখেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে **০২.০৭.২০২৫** তারিখে প্রদেয় পরিমাণ **২,৩২,৭০,৫৮৮.০০ টাকা** (দুই কোটি বত্রিশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) সুদের খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে এই তারিখ থেকে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার সাথে আর কোনও যোগাযোগ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এবং আপনি দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা হবে না।
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না করেই আপনাকে জ্ঞাত করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত হওয়ার আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য ব্যাংক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার উদ্ধার অধিকার সম্পর্কিত।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে পূর্বের ইস্যুকৃত সকল দাবি নোটিশ এবং ১৩(৪) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত সকল দখল নোটিশ প্রত্যাহার করা হল।
নির্ধারিত সম্পদের বিস্তারিত যা জামিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নমতে :
দায়বদ্ধতা : প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, অস্থাবর সম্পদ এবং অন্যান্য সকল মজুত/বুক ডেটস/চলতি সম্পদ কোম্পানির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমুদয়।
বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহ :

সম্পত্তির তপশিল
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৬ ছটাক ১৮ বর্গফুট , দাগ নং ৫১৯, এবং ৭ ছটাক ৫ বর্গফুট , দাগ নং ৫১৬ (অর্থাৎ মোট ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৩ বর্গফুট কমবেশি) এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত আর এস খতিয়ান নং ১৬৪, দাগ নং ৫১৬ এবং ৫১৯, মৌজা : বনমালিপুর, জেএল নং ৮০, হোল্ডিং নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, পো : বারাসত, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ২৫, বারাসত পুরসভা অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪, অধিগৃহীত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৪২৭০-১৯৮৯ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সতীনাথ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : নন্দলাল রায় এবং অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : বালেশ্বর সাহনির ভবন।
মালিক : শ্রী শান্তিদুলাল ব্যানার্জি।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

খানাকুলের মাড়োখানা-সহ প্রায় ১০টি গ্রাম জলমগ্ন, ত্রাণের জন্য আকুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: টানা বৃষ্টি আর ডিভিসি'র ছাড়া জলে পরিস্থিতি ক্রমশই জটিলাকার ধারণ করছে। খানাকুলের মাড়োখানা, পানশিউলি, বনহিজলি, হানুয়া, চাঁদপুর, চলভাঙা-সহ একাধিক এলাকা জলমগ্ন। এর পাশাপাশি রূপনারায়ণ নদের জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এর ওপর জোয়ারের জল ঢুকে গোটা এলাকা জলমগ্ন করেছে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতি বা বিধায়কের দেখা নেই বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ফলে কোনও রকম সুযোগ সুবিধা পান নি তাঁরা। এতে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দামোদর,

রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর ও মুণ্ডেশ্বরি নদ-নদী দিয়ে ঘেরা খানাকুল। এই সব নদীগুলির জলস্তর বাড়তে থাকায় প্রশাসন বাড়তি সতর্কতা জারি করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের উগ্রমূর্তি ধারণ করে প্লাবিত করে বিভিন্ন এলাকা। রূপনারায়ণ নদের জল খানাকুলের বন্দর, জেলে পাড়া, মাইতিপাড়া-সহ ধান্যগড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মাড়োখানা এলাকায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বেশ কয়েকদিন টানা বৃষ্টিপাতের জেরে বাঁকুড়া জেলার নদীগুলি জলস্তর বাড়তে শুরু করে। কারণ দুর্গাপুর, মুকুটমণিপুর, কংসাবতী জলাধার থেকে ৫১,৪৯৬ কিউসেক জল ছাড়া হয়। সেই জল গন্ধেশ্বরি, দামোদর, দ্বারকেশ্বর নদী দিয়ে বইতে থাকে। আর সেই জল বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত করে। একতলা বাড়ি থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই জল ঢুকেছে। বন্ধ বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। খেলার মাঠে চলছে নৌকো। গ্রামে জল ঢোকার কারণে জলবন্দি হয়ে পড়েছে একাধিক পরিবার। জলের তলায় চলে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। নদীর জল গ্রামে ঢোকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার মানুষজন। এই বিষয়ে মাড়োখানার বাসিন্দা জাহির মল্লিক বলেন, 'মাড়োখানা-সহ বিস্তৃর্ণ এলাকা জলমগ্ন। খুব সমস্যার মধ্যে মানুষ রয়েছে। প্রত্যেক বছর বন্যা হয়।' অন্যদিকে এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, 'আমরা সাধারণ মানুষকে যতটা সম্ভব পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। সারা রাত জেগে বাঁধ রক্ষা করার চেষ্টা করছি। ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মাড়োখানায়।' সবমিলিয়ে ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে খানাকুলের বিস্তৃণ এলাকার বন্যা পরিস্থিতি।

ভুয়ো সার্টিফিকেট ব্যবহারকারী ডাক্তারি পড়ুয়াকে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে বহিষ্কার

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বেআইনিভাবে ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট বের করাই নয়, সেই সার্টিফিকেট কাজে লাগিয়ে নিট কোয়ালিফাই করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন জুহি কোলে নামে এক পড়ুয়া। সম্প্রতি, তাঁর সার্টিফিকেট জাল প্রমাণিত হয়। কিছুদিন আগে ওই পড়ুয়াকে বহিষ্কার করার দাবি নিয়ে আদিবাসীদের বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে। অবশেষে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া জুহি কোলেকে বহিষ্কার করল বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে খবর, ২০২২ সালে এসটি সংরক্ষিত আসনে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন জুহি কোলে নামের এক ছাত্রী। সম্প্রতি, তাঁর ব্যবহার করা এসটি সার্টিফিকেট ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়। আর এরপরই নড়েচড়ে বসে বাঁকুড়া-সহ জঙ্গলমহলের আদিবাসীরা। অবিলম্বে ওই ছাত্রীকে বহিষ্কার করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামে আদিবাসীরা। এই আন্দোলনের পরেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে অবশেষে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ জুহি কোলেকে বহিষ্কার করে। মঙ্গলবার বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জানান, 'সোমবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশ আসার পরেই জুহি কোলে নামে চতুর্থ বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।' পরবর্তী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে তা স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশকে জানানো হচ্ছে বলে দাবি অধ্যক্ষের।

টানা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মাটির বাড়ির মালিকদের পাশে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে দুর্ভোগে পড়েছেন পূর্ব বর্ধমানের রায়না ১ নম্বর ব্লকের বহু বাসিন্দা। বিভিন্ন গ্রাম মাটির বাড়ির অবস্থা বেহাল। কোথাও চাল ফুটো হয়ে জল পড়ছে, কোথাও আবার বাড়ির দেয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে ব্লক প্রশাসনের তরফে সরেজমিনে তদন্ত। মঙ্গলবার সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিদর্শনে যান রায়না ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত। পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য ও কর্মীদের নিয়ে তিনি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং জরুরি বৈঠক করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আপাতত আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন বিডিও। পাশাপাশি বাড়ি মেরামতির জন্য ত্রিপল দেওয়ার নির্দেশও দেন। বিশেষ করে যেসব বাড়ি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা ভেঙে পড়ার মুখে, সেগুলির একটি আলাদা তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন পঞ্চায়েতকে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যতদিন না আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে, ততদিন মানুষের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিষ্ণুপুর, জলে ডুবেছে রাজ্য সড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের ধানগড়া থেকে জনতা যাওয়ার গ্রামীণ রাস্তার ওপর এক কোমর জল। চরম সমস্যায় এলাকার মানুষজন। একদিকে রয়েছে জনতা লয়ার-সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। অন্যদিকে ধানগোড়া। রীতিমতো জলবন্দী পরিস্থিতি এলাকার মানুষজনের। আবার ধানগোড়া থেকে বাগানেপাড়া যাওয়ার রাস্তা ডুবেছে জলে। পাশাপাশি ধানগোড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের রাজ্য সড়কের ওপর জল উঠে গিয়েছে। এই মোর সংলগ্ন এলাকায় একাধিক

দোকানের ভেতরে হাঁটু জল। গ্রামবাসীদের দাবি, গত কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে এলাকার শাল বাঁধ, মোল বাঁধ-এর জল বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি মাঠের জল এবং জঙ্গলের জল এলাকায় বন্যার আকার ধারণ করেছে। সব মিলিয়ে বিষ্ণুপুর ব্লকের ধানগড়া জনতা-সহ একাধিক এলাকায় জল যন্ত্রণা চরমে।

রাজ্য সড়কের পাশে রাতের অন্ধকারে জমছে আবর্জনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর : বাঁকুড়া জেলার অন্যতম কৃষি প্রধান প্রত্যন্ত এলাকার কোতুলপুর। এই কোতুলপুরর ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে বাঁকুড়া আরামবাগ দু'নম্বর রাজ্য সড়ক। যার নাম অহল্যা বাই রোড। এই রাস্তার ওপর দিয়ে মা সারদা তৎকালীন সময়ে গোরুর গাড়ি করে বিষ্ণুপুর যেতেন ট্রেন ধরার জন্য। কোতুলপুর বাজারের অদূরে সম্প্রতি রাস্তার পাশেই কিছু অসাধু ব্যক্তি কালো প্লাস্টিকে মুড়ে রাতের অন্ধকারে আবর্জনা ফেলে দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কে বা কারা এই আবর্জনা ফেলছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে রাস্তার পাশেই আবর্জনা ফেলায় এলাকায় চরম দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রাস্তা দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে নাক, মুখ ঢেকে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষ। দিনের পর দিন রাতের অন্ধকারে পবিত্র এই জায়গা অপবিত্র করে তুলছে অসাধুরা বলে অভিযোগ। পাশেই কৃষকদের সেচ খাল, এই আবর্জনায় সেই খালও ধীরে ধীরে বন্ধ হতে চলেছে। স্থানীয়দের অনুমান, এই আবর্জনা ফেলছে কোতুলপুরের একাধিক বড় বড় লজ, রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকানের মালিকরা।

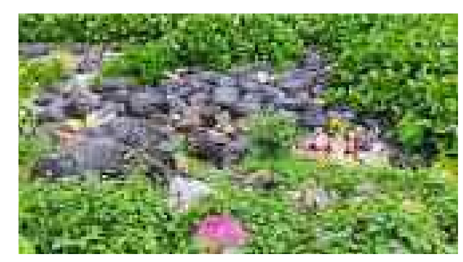

রাতের অন্ধকারে তারা এসে আবর্জনা ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়দের আরও দাবি, বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরহা হয়নি। তবে, স্থানীয় কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমাদের তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। যদি জানা যায় কে বা কারা এই ধরনের কাজ করছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও জানান, 'এর আগেও একাধিকবার ওই এলাকায় পঞ্চায়েত থেকে নোটিশ ঝোলানো হয়েছে, তারপরেও অসাধু ব্যক্তিরা আবর্জনা ফেলে যাচ্ছে।'

ঋণে জর্জরিত, পোষ্য তিন সারমেয়কে মেরে আত্মঘাতী মা, চিকিৎসাধীন ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত রাজডাঙা এলাকায় বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার মৃতদেহ ও সঙ্গে তিনটি পোষ্য কুকুরের দেহ। গুরুতর আহত অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি যুবক। মৃত বৃদ্ধা ছাড়াও তাঁর ছেলের হাতের শিরা কাটা ছিল বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, ঋণগ্রস্ত মা ও ছেলে দু'জনেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কিন্তু তিন পোষ্য সারমেয়দের দেখাশোনা কে করবে সেই দিকে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁদেরকেও মেরে ফেলা হয়। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে আসানসোল দক্ষিণ থানার রাজডাঙা এলাকায়।

যুথিকা দাস (৭৫) নামে ক বিধবা মহিলা এবং তাঁর একমাত্র অবিবাহিত ছেলে অরবিন্দ দাস ওরফে পুষাণ (৪৫) রাজডাঙাতে থাকতেন দীর্ঘদিন ধরে। বাড়িতে ছিল তিনটি পোষ্য কুকুর।

প্রাথমিক ধারণা, ঋণের বোঝা বহন করতে না পেরে মা যুথিকা দাসকে ও পোষ্য কুকুরদের বিষ খাইয়ে নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মঘাতীর চেষ্টা করেছিলেন অরবিন্দ। অরবিন্দ ওরফে পুষাণ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যুথিকা ও পুষাণের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাঁদের ওপর ঋণের বোঝাও ছিল। অরবিন্দের বাবা ও মা শিক্ষক ছিলেন। অরবিন্দ ব্যাঙ্গালোরে এমবি করছিলেন। লকডাউনে ফিরে আসেন তিনি। অরবিন্দের বাবা বাড়ি বন্ধক রেখে বহু টাকা লোন নিয়েছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর লোন শোধ করতে পারছিলেন না মা ও ছেলে। ওই লোন শোধ করার জন্য চড়া হারে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় সুদ নিতে থাকেন। আরও ঋণ বাড়তে থাকে। নিচ তলার ভাড়াটিয়ার কাছেও প্রচুর টাকা ধার নিয়েছিলেন। ভাড়াটিয়া বাড়িটির নিচতলা লিখে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে বলে প্রতিবেশীদের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আত্মহত্যার চেষ্টার আগে পুষাণ তাঁর এক বন্ধুর কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তিনি কী করতে চলেছেন তা জানিয়েছিলেন। এবং সেই চ্যাটে তিনি তিন-চারজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বসিরহাটের সিএমওএইচ দপ্তরে সিবিআই অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার সিএমওএইচ দপ্তরে সিবিআই আধিকারিকরা। সোমবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে করে তারা সিএমওএইচ দপ্তরে আসেন। জানা গিয়েছে-২০১৯ সালের সন্দেশখালির ভাঙিপাড়াতে যে তিনজন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডলের দেহ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু দেবদাস মণ্ডলের দেহ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বেশ কয়েক মাস পরে সন্দেশখালির একটি নদীর ধার থেকে মাটি খুঁড়ে একটি দেহাংশ উদ্ধার করে সিআইডি। সেই দেহাংশ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট পুলিশমর্গে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখানে তাঁর ময়নাতদন্ত হয়। সেই দেহাংশ থেকে ডিএনএ টেস্ট করা হবে বলেও জানা গিয়েছিল। কিন্তু সেই তদন্ত কতদূর এগিয়েছিল তারই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার সিএমওএইচ দপ্তরে যান সিবিআই আধিকারিকরা। বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

টাকি রোডে বাইক ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই জনের। আশঙ্কাজনক আরও এক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার টাকি রোডের নেহালপুর সংলগ্ন এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে হাড়োয়ার তিন যুবক বসিরহাটে এসেছিলেন বাজার করতে। বাড়ি থেকে ফেরার পথে নেহালপুর এলাকায় উল্টো দিক থেকে দশ চাকার ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাইক ও ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যায় দু'জন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে একজনের নাম গগেন্দ্র মণ্ডল (৪০) ও জটাই দাস (৩০)। ঘটনাস্থল থেকে আরও এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ধান্যকুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিন জনের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। গাড়ির গতিবেগ ছিল অত্যন্ত বেশি। যার কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘাতক ট্রাক চালক, খালাসি পলাতক। ইতিমধ্যে তাঁদের খোঁজে মাটিয়া থানার পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুই যুবকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকার এত সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ সচেতনতার বার্তা দিয়ে প্রচার চালানো সত্বেও গাড়ি চালানোয় এত উদাসীনতা কেন? তাহলে কী সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিচ্ছেন না সাধারণ মানুষ?

প্রয়াত বিচারক মহম্মদ নুরুল হোদা মোল্লার স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পদিমপুর গ্রামে প্রয়াত বিচারক মহম্মদ নুরুল হোদা মোল্লার নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্থানীয় মসজিদে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত বিচারক একাধারে যেমন সাংবাদিক, অধ্যাপক ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন কাটিয়েছেন। ঠিক তেমনই অপরদিকে আইনজীবীও ছিলেন। সর্বপরি ত্রিশটা বছর রাজ্যের বিভিন্ন নিম্ন আদালতে বিচারক ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে 'প্রথম ব্যাচে' এমএ ডিগ্রি অর্জনের পর সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক কাগজে সাংবাদিকতা করেন। এরপর কাটোয়ার কাশিরাম দাস ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন। কাটোয়া কলেজে পলিটিকাল সায়েন্সের অতিথি লেকচারার ছিলেন। এরপর কাটোয়া মহকুমা আদালতে প্রখ্যাত আইনজীবী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জুনিয়র' হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন। ১৯৮৩ সালে রাজ্যের জুডিশিয়াল পরীক্ষায় টপারদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ নুরুল হোদা মোল্লা। রাজ্য আইনমহলে তাঁর রায়দান এখনও আলোচিত হয়। ২০১৬ সালে এই দিনে প্রয়াত বিচারক পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পদিমপুরে নিজ বাড়িতে মারা যান। ২০১৭ সাল থেকে মঙ্গলকোটের কোগ্রামে কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটি তাঁর স্মরণে সম্মান প্রদান করে থাকে। যেখানে কলকাতা হাইকোর্টের এজিপি আনসার মণ্ডল, আইনজীবী শীর্ষেন্দু সিংহরায়, মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো ব্যক্তিত্বরা সম্মানিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রয়াত বিচারকের বড় ছেলে মোল্লা জসিমউদ্দিন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হুগলির সিঙ্গুরে বন মহোৎসব-২০২৫ উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, হুগলি জেলা পরিষদ সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, জেলা পরিষদের মেন্টর তথা কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়-সহ অতিথিবৃন্দ। ছবি: বনস্পতি দে

মেয়েকে ধর্ষণে ধৃত বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে নিজের নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। সোমবার রাতের এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে নির্যাতিতা ১৪ বছর বয়সি নাবালিকা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবয়স্ক ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পস্কো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। পাশাপাশি ধৃতকে জেরা করতে গিয়ে তার সাতটি বিয়ের কথা জানতে পেরে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ওই ব্যক্তি জানিয়েছে, সে দিনমজুরি করে। কাজের সুবাদে বিভিন্ন সময় সাতটি বিয়ে করেছে সে। সাত জন স্ত্রীর মধ্যে কোনও একজন স্ত্রী তার দুই বিঘা জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য মেয়েকে দিয়ে এইরকম ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করিয়েছে। এরকম কোনও ঘটনাই সেই ঘটায়নি। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালিকার মেডিক্যাল রিপোর্ট হাতে আসার পরই পরিষ্কারভাবে বিষয়টি বলা যাবে। পুলিশকে অভিযোগে ওই নাবালিকা বলেছে, দীর্ঘদিন ধরেই তারা বাবার সঙ্গে থাকে না। মা ভাইকে নিয়ে তারা আলাদা একটি বাড়িতে থাকে। বেশ কিছুদিন আগে তার বাবা ফাঁকা বাড়ি সুযোগ নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। সেই সময় ওই নাবালিকার চিৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হলে এই অপরাধ করতে পারে নি অভিযুক্ত। এরপর সোমবার রাতে ফাঁকা বাড়ির সুযোগেই তার বাবা তাকে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। রাতে ভয়ে বাড়ির লোকেদের বিষয়টি জানাতে সাহস পাইনি সে। পরে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে মধ্যরাতে ওই নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিষয়টি বাড়ির লোকেদের বললে, পরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, নাবালিকার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ব্যাক বেঞ্চার পদ্ধতি তুলে দিল মালদার এক প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ক্লাস ঘরের পিছনের বেঞ্চে বসা পড়ুয়াদের মানসিক অবস্থা বুঝেই ব্যাক বেঞ্চার পদ্ধতি তুলে দিল ইংরেজবাজার শহরের আক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। তাঁদের বক্তব্য, এর ফলে পড়ুয়াদের মনোবল অনেকটাই চাঙা হবে। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিভিন্ন ক্লাস ঘরে কোথাও চতুর্মুখী আবার কোথাও ত্রিভুজ ও গোলাকার ভাবেই ছাত্রদের বসিয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের মাঝে ডেস্কে শিক্ষকেরা ক্লাস করেন। ব্যাক বেঞ্চার পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে পিছন বেঞ্চে বসার পড়ুয়াদের কোন ব্যবস্থাপনায় থাকবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ । সম্প্রতি রাজ্য সরকারের নির্দেশেই ব্যাক বেঞ্চার ব্যবস্থাপনা তুলে দিতেই উদ্যোগী হয়েছে অক্রুরমনি করোনেশন ইনস্টিটিউশন কর্তৃপক্ষ। এদিন গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে বেড়িয়ে এসে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নতুন ভাবনা অনুযায়ী ছাত্রদের ক্লাস নিলেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকেরা। ক্লাসঘরে বেঞ্চের পর বেঞ্চ সাজিয়ে নয়, ক্লাসঘরে চৌকাকারে আমার কোন ক্লাসরুমে গোলাকারে ডেস্ক সাজিয়ে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের ক্লাস নিলেন স্কুল শিক্ষক। এ প্রসঙ্গে অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অজয় কৃষ্ণ রায় বলেন, ক্লাসঘরে যে সমস্ত ছাত্ররা পেছনের বেঞ্চে বসে , তাঁরা কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগে। তাই সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রদের হীনমন্যতা দূরীকরণে শিক্ষা দপ্তর এই পদ্ধতিতে ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এইভাবে ক্লাস নিলে সমস্ত ছাত্রদের প্রতি সমানভাবে নজর দেওয়া সম্ভবপর। তাই এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে তারা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন।

লটারির নকল টিকিট বিক্রি, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লটারির নকল টিকিট বিক্রির অভিযোগে পাণ্ডুয়া স্টেশন সংলগ্ন টোটো স্ট্যান্ড থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘার গোবরা এলাকার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ মণ্ডল নামে একজনের কাছ থেকে জুলাই মাসের ১২ ও ১৩ তারিখে লটারির টিকিট কেনেন পাণ্ডুয়ার খারাজিপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি অভিযোগ, সেই লটারির কোনও ফলাফল ওয়েবসাইটে খুঁজে পাননি তিনি। নম্বর স্ক্যান করেও লটারির কোনও বৈধ তথ্য পাওয়া যায়নি। এরপরেই সোমবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার ভোরে সিদ্ধার্থকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে লটারি কিনতেন, এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা তদন্ত করছে পুলিশ।

ঝাড়গ্রাম শহরের রাস্তা যেন মরণফাঁদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম শহরের রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন সংস্কার-না হওয়ায় কার্যত যাতায়াতের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্ষা নামতেই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে প্রতিটি রাস্তা। বড় বড় গর্তে ভরা রাস্তায় হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়ক থেকে নতুন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এবং ঝাড়গ্রাম থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার রাস্তা দুটি এখন কার্যত মৃত্যুপুরী। রাস্তা দুটির বেশির ভাগ অংশেই হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়ে। জলমগ্ন রাস্তায় বিপজ্জনক গর্ত। ফলে, প্রতিদিন প্রাণ হাতে করে চলাফেরা করছেন পথচারী, বাইক আরোহী ও বাস-সহ অন্যান্য যানবাহনের যাত্রীরা। এই অবস্থায় হালকা বৃষ্টি হলেই অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠছে। কাদা ভর্তি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ছেন বাইক আরোহীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। শুধু আশ্বাস মিলেছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই অবস্থায় অসুস্থদের সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও এই সব রাস্তা আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। কখন পা পিছলে গর্তে পড়ব তার ঠিক নেই। বারবার জানিয়েও কিছু হয়নি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নিজের বাড়ির মধ্যেই ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মৃত ছাত্রীটির নাম সুনীতা বাউড়ি। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত কাদামাড়রা গ্রামে। সোমবার বিকেলের দিকে পরিবারের আত্মীয়রা তাঁকে বাড়িতে ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। পরিবারের সদস্যরা সুনীতাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কী কারণে মৃত্যু খতিয়ে দেখছে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ।

নির্মল জেলা বাঁকুড়ার গ্রামে ডায়েরিয়ার প্রকোপ, ৭০ শতাংশ বাড়িতেই নেই শৌচালয়, স্বীকার স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের দুর্লভপুর গ্রামের ক্ষেতমজুর পাড়া। মূলত গরিব মানুষের বসবাস। এই গ্রামেই সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে ডায়েরিয়া। আক্রান্ত হন গ্রামের প্রায় ৫০ জন মানুষ। তড়িঘড়ি গ্রামে পাঠানো হয়েছে মেডিক্যাল টিম। গ্রামে ছুটে যান ব্লক প্রশাসন ও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। কিন্তু ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে হতবাক জেলার স্বাস্থ্য কর্তারা। তাঁদের দাবি, ওই গ্রামে ৭০

শতাংশ বাড়িতে নেই শৌচালয়। গ্রামের মানুষ ব্যবহার করেন স্থানীয় একটি পুকুরের জল। যে পুকুরে গিয়ে মিশছে নোংরা আবর্জনাযুক্ত নিকাশি নালার জল। স্বাস্থ্য দপ্তর এই তথ্য প্রকাশ করতেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

বছর কয়েক আগেই বাঁকুড়া জেলাকে নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেজন্য জেলা প্রশাসনের প্রাপ্তির ঝুলিতে জমা হয়েছে পুরস্কারও। তাই জেলার প্রতিটি পরিবারেই শৌচালয় থাকার কথা। কিন্তু, সরকারি সেই তথ্য যে কতটা জল মেশানো দুর্লভপুর গ্রামের ছবি সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে। তবে শুধু শৌচালয়ের ক্ষেত্রেই নয়, কেন্দ্র ও রাজ্যের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বাঁকুড়া জেলায় বহু জল প্রকল্প রূপায়নের পরেও দুর্লভপুর গ্রামের মানুষ কেন পুকুরের নোংরা জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। রাজ্যের শাসক দলও বিরোধীদের অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়েছে। তবে তাঁদের দাবি, গ্রামের গরিব পরিবারগুলিতে যথেষ্ট জায়গা না মেলায় প্রত্যেক পরিবারে শৌচালয় তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে দ্রুত ওই এলাকায় একটি কমিউনিটি শৌচালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তামাকের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ছে শিশুদের ভবিষ্যত

প্রতিদিন ভারতবর্ষে গড়ে প্রায় ৫,৫০০ জন শিশু প্রথমবার তামাক ব্যবহার করছে। এই পরিসংখ্যান আমাদের বলে দিচ্ছে, প্রতিদিন বহু শিশুর ভবিষ্যৎ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তামাকের ধোঁয়ায়। পাশাপাশি আরও একটা পরিসংখ্যান বলছে, ১৩-১৫ বছর বয়সী স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে প্রায় ৮.৫ শতাংশ বর্তমানে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। এই ৮.৫ শতাংশ সংখ্যাটি প্রায় কয়েক লাখের কাছাকাছি হবে ভারতে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। গিয়ে ঠেকেছে।

কোনও একটি ছেলেমেয়ে, যারা বয়সে এখনও কিশোর তারা প্রথম সিগারেট বা বিড়িতে টান মারার সময় ভাবে 'বন্ধুরা সবাই করছে, আমিও একটু দেখি।' কিন্তু তারা এটা জানে না যে, তারা হয়তো এক নেশার দিকে হেঁটে যাচ্ছে, যেটা জীবনের সবচেয়ে অন্ধকারময় যারা হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যই নয়, তামাকের ব্যবহার ভবিষ্যতের কর্মদক্ষতা, সম্পর্ক, পরিবার, এমনকি জীবনের আশাও কেড়ে নিতে পারে। অন্যদিকে তামাকশিল্প সচেতনভাবে শিশু ও কিশোরদের লক্ষ্য করে তাদের পণ্য বিপণন করছে। তামাক কোম্পানিগুলি জানে; যদি তারা কোনও কিশোর-কিশোরীকে ১৮ বা ২১ বছর হওয়ার আগেই তামাকে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে, তাহলে সেই ব্যক্তি বহু বছর ধরে তাদের গ্রাহক হয়ে থাকবে। এজন্যই তাদের লক্ষ্য হল এই কিশোরসমাজ। তাদের জন্য প্যাকেট সাজানো হয় চকচকে রঙের। এটা শুধু শারীরিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক কৌশল, কারণ তামাক কোম্পানিগুলি বোঝে কিশোরেরা কেমন চিন্তা করে, আর সেটাকেই কাজে লাগিয়ে চলে বিপণন।একসময় ভারতের গ্রামীণ সমাজে নারীরা তামাক ব্যবহার করতেন গুটখা বা জর্দা বা দোক্তার মাধ্যমে। কিন্তু আজ তামাক কোম্পানিরা শহরাঞ্চলের তরুণী ও কর্মজীবী নারীদের লক্ষ্য করে তাদের পণ্যের প্রচার চালায় ব্যবসার কারণে জন্য। নারীদের জন্য তামাক কোম্পানিগুলি দীর্ঘদিন ধরেই 'ফেমিনাইন' ব্র্যান্ড তৈরি করছে। ব্র্যান্ড নাম দেওয়া হচ্ছে এমনভাবে, যেন তা কোনও প্রসাধনী দ্রব্য বা স্বাস্থ্যকর পণ্য। এভাবে তামাককে সৌন্দর্য, স্বাধীনতা, এবং বন্ধুত্বের প্রতীক করে তোলা হয়েছে। বিজ্ঞাপনগুলিতে দেখা যায় উজ্জ্বল মুখের তরুণী, বন্ধুদের সঙ্গে হাসছেন, কফিশপে বসে ধূমপান করছেন। যেন 'মুক্তমনা'-র প্রতীক। অথচ এর আড়ালে আছে ক্যানসার, বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের মতো বিপজ্জনক পরিণতি।

কিশোরীদের মধ্যে অনেকেই এও বলেন, এটাতে নাকি মেয়েদের 'কুল' দেখায়। এই শব্দবন্ধে এটাই স্পষ্ট যে, তামাক কোম্পানির এই কৌশল যে কতটা গভীরে আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে মনের অগোচরে।

এদিকে আমাদের সমাজে বহুদিন ধরে তামাককে একটি সামাজিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। খাবারের পরে পান খাওয়া, গুটখা চিবানো, নস্যি নেওয়া বা খৈনি খাওয়া, এমনকি শিশুদের দাঁত মাজার জন্য লাল দন্ত মাজনের ব্যবহার; সবই দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ফলে শিশু-কিশোরেরা বাড়িতে দেখেই এই অভ্যাসকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। বিরাট সংখ্যক মানুষ এখনও জানেন না, খৈনি কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে। মুখের ক্যানসার ভারতের নারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ক্যানসার এবং এর পেছনে এই সমস্ত তামাক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, নারীদের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও তামাকবিরোধী সচেতনতায় এখনও অনেক ঘাটতি আছে। মেয়েরা হয়তো জানেই না গর্ভাবস্থায় তামাক ব্যবহার কতটা ক্ষতিকর, বা কীভাবে এটা তাদের প্রজননস্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি তামাক কেনার ন্যূনতম বয়স ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২১ করা যায়, তাহলে অনেক কিশোর তামাকের নাগালেই পৌঁছতে পারবে না। কারণ, তখন তারা সহজে তাদের সিনিয়র বা বন্ধুদের মাধ্যমে এসব কিনতে পারবে না। গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ ধূমপায়ী ২১ বছরের আগে তামাকে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যদি কেউ ২১ বছর পর্যন্ত তামাক থেকে দূরে থাকে, তাহলে তার অভ্যস্ত হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। শুধু সরকারের আইন করলেই হবে না। পরিবারে, পাড়ায়, বিদ্যালয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বাবা-মা যেন নিজেদের অভ্যাসে পরিবর্তন আনেন, যাতে সন্তানদের সামনে তারা রোলমডেল হয়ে উঠতে পারেন। 'তুমি কোরো না' বলার আগে নিজে না করলে সেই কথার ওজন থাকে বহু গুণ বেশি। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা তামাক-বিরোধী সপ্তাহ পালন করতে পারেন, ছাত্রদের দিয়ে দেওয়াল পত্রিকা বানানো, নাটক আয়োজন করা, বা তামাক দূরীকরণ ক্লাবও গঠন করা যেতে পারে। শিক্ষামূলক সেশন করালে ছাত্রছাত্রীদের মনে প্রভাব পড়ে।

E-TENDER NOTICE

e-tender is hereby invited by undersigned 90/KHARI/15thFC UNTIED(2024-25)/OFFICE BUILDING/2025-26,
Dated: 15/07/2025 to End Date-22/07/2025
Date of opening : 24/07/2025
For more details visit the said website wbtenders.gov.in
Prodhan
Khari Gram Panchayat, Mathurapur-II Block

LOST AND FOUND

This is to notify the general public that the following original registered Deeds have been lost:
Deed No.00581 of 2012
Deed No.00531 of 2012
Deed No.05533 of 2012
Deed No.05534 of 2012
All the above-mentioned Deeds were registered at the office of the A.D.S.R., Baruipur, District: South 24 Parganas in the year 2012, and pertain to the property situated at Mouza - Uttarbanga, P.S. - Baruipur, District - South 24 Parganas, Kolkata - 700144.
A complaint regarding the loss of these documents has been lodged with LakeTown Police Station vide G.D.E./Case No.176 dated 03.07.2025.
Any person having any claim, objection, or interest in respect of the above-mentioned Deeds is hereby requested to submit the same in writing to the undersigned within15(fifteen) days from the date of publication of this notice. If no objection is received within the stipulated time, it shall be presumed that there is no claim or objection, and appropriate steps shall be taken in accordance with law.
Dated:16-07-2025
Sd/-
Shree Niwas Singhee
P-102, Kalindi Housing Estate, P.S. Lake town Kalindi Housing Estate, North 24 PGS, West Bengal - 700055

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIQ-022e(2nd Call)/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_878408_1.Type of Work:-** Supplying Physical Tower Web Server. Bid Submition End Date:-**30-07-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**02-08-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D
Chairman,
Nabadwip Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 28/PW/Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 30/PW/Eng/25 Dt. 10-06-25
Bid Submission period: 24.07.25 instead of 14.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Kalikapur-II Gram Panchayat

Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 432/KP-II/E-TENDER/15th FC/2025, Date : 15.07.2025.** Date of Publish of Tender: **15.07.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **23.07.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **28.07.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

MAKARD AHA-II GRAM P ANCHA YAT

JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) WB/DOMJUR/MAK-II/NIT/7/2025-26, dated : 15.07.2025, Fund: OWN.** Bid submission start date: **15.07.2025 at 02.00 PM.** Last date of Bid submission: **22.07.2025 up to 02.00 PM.** Date of opening: **24.07.2025 at 03.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

NIT No. 03-TN/EE/B-V/25-26 **তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫**

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধীন বিভিন্ন সড়ক/লেন এর সিমেন্ট কংক্রিট কাজ দ্বারা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় বরো-৬ এর অফিস ওয়েবসাইট https://wbtenders.gov.in থেকে। **টেন্ডার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ২৬.০৭.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি : 2025_MAD_877978।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

৮২(২)/২৫-২৬
১৫.০৭.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/196/25-26 Dated 14.07.2025	Construction of Concrete Road from Krishna Mondal House to Jugal Halder House and Surendra Show House to Sailen Bag House at Natunpally in Ward No.-15 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 3,48,475.00
WBMAD/ULB/RSM/197/25-26 Dated 14.07.2025	Construction of Cross - Drain Near Cross - Drain Near Lokenath Builders at R.G.Pally in Ward No.-12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,98,485.00
WBMAD/ULB/RSM/198/ 25-26 Dated 14.07.2025	Construction of Concrete Road and Drain from H/O Somnath Majumder to H/O Partha Debnath at Nathpara Talbagan in Ward No. - 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 1,82,767.00
WBMAD/ULB/RSM/199/25-26 Dated 14.07.2025	Construction of Surface Drain and Culvert At Uttam Gas to H/O Ratan Lal Dey Udyan Pally In Ward No-32 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 3,13,621.00
WBMAD/ULB/RSM/200/ 25-26 Dated 14.07.2025	Construction of Concrete road at i)H/O Chintu to H/O Haridas,ii)H/O Sukumar Biswas to H/O Bimal Shil,iii) H/O Swapan Das to H/O Hari Mondal, Ward No-32,Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 3,95,697.00

Bid Submission end date: **24.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 62/PW/Eng/25 Dt. 14-07-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

LOST AND FOUND

This is to notify the general public that the following original registered Deeds have been lost:
Deed No.00910 of 2012
All the above-mentioned Deeds wereregistered at the office of the A.D.S.R., Baruipur, District: South 24Parganas in the year 2012, and pertain to the property situated at Mouza - Uttarbanga, P.S. - Baruipur, District - South 24 Parganas, Kolkata - 700144.
A complaint regarding the loss of these documents has been lodged with Hare Street Kolkata Police Station vide G.D.E./Case No.226 dated 03.07.2025.
Any person having any claim, objection, or interest in respect of the above-mentioned Deeds is hereby requested to submit the same in writing to the undersigned within15 (fifteen) days from the date of publication of this notice. If no objection is received within the stipulated time, it shall be presumed that there is no claim or objection, and appropriate steps shall be taken in accordance with law.
Dated: 16-07-2025
Sd/-
Enviroflo Beverage & Food Pvt. Ltd.
8, Ganesh Chandra Avenue, Saha Court, Kolkata - 700013

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/রিপেয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) ''অবাধ'' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন :
টেন্ডার নং : EL-MWS-GKP-2025-26-08, কাজের বিবরণ : মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে পিওএইচ সময়ে প্রাপ্ত এসি কোচের ক্ষতিগ্রস্ত/অকেজো ক্ষতিগ্রস্ত পাওয়ার প্যানেল, ইনভার্টার প্যানেল এর রিওয়্যারিং। আনুমানিক মূল্য : ২৫,৯৮,৮৯৩.৫৩ টাকা, ইএমডি : ৫২,০০০ টাকা, টেন্ডার নথি মূল্য : নেই। সম্পাদনের সময়/মেয়াদ গৃহীত পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে : ১২ মাস।
- অনলাইনে ই-টেন্ডার ০৫.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১ টা পর্যন্ত দাখিল করা যাবে।
- সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং টেন্ডার দাখিলের জন্য দেখুন ভারতীয় রেলওয়ে আইআরইপিএস এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**।

ডে. চিফ মেকা. ইঞ্জি./ রিপেয়ার (ডব্লুএস)
CPRO/Vidyut-89 গোরক্ষপুর

কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস ''বিড়লা বিল্ডিং'', ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
CIN- L34103WB1942PLC018967
ফোন +৯১ ৩৩ ২২৪২০৯৩২
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com, **ওয়েবসাইট:** www.hindmotor.com

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তাদের ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের উল্লেখ্য সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 (''সার্কুলার'') এর মাধ্যমে 'সমুদয় ভৌত শেয়ারের হস্তান্তর দলিল নথিভুক্তি-কোম্পানির হস্তান্তর সহ বা তার রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ)-এর নিকট ভৌত আকারে শেয়ারগুলি হস্তান্তর ব্যবস্থা সমাপ্ত করার পূর্বে অর্থাৎ ১ এপ্রিল ২০১৯ এবং বাতিল/ফেরৎ কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক পর্যাপ্ত নথির অভাবে এবং সংশ্লিষ্ট আবশ্যক নথি সহ পুনরায় নথিভুক্ত করার আবশ্যকতায় বা নির্ধারিত কাট অফ ডেট এর পূর্বে পুনরায় নথিভুক্ত সংশ্লিষ্ট স্থানান্তরিত দলিলের অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখ কোম্পানি/আরটিএ-এর নিকট পুনরায় নথিভুক্তির জন্য সুযোগ ব্যবস্থা করা হয়েছে ৬ মাসের জন্য ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে, স্থানান্তরের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া সিকিউরিটিজগুলি (তারিখ অনুসারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি/আরটিএ-তে বিচারাধীন অনুরোধগুলি সহ) শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে জারি করা হবে। তবে, এই ধরনের স্থানান্তর-সহ-ডিম্যাট অনুরোধের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।
আরও তথ্যের জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সচিব অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ, কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ০৪০ ৭৯৬১৫৫৬৫/ই-মেইল einward.ris@kfintech.com/ওয়েবসাইট www.kfintech.com
সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com-এও পাওয়া যাবে।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
বিশাখা গুপ্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
M.No. A54948

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫.০৭.২০২৫

মানাকসিয়া লিমিটেড

রেজি অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং,
৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫, ফ্যাক্স নং : +৯১-৩৩-২২৩০ ০৩৩৬
ইমেল : investor.relations@manaksia.com ওয়েবসাইট : www.manaksia.com
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L74950WB1984PLC038336

নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহের হস্তান্তর আবশ্যকতার পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন বাস্তব শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় চালু করার জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ সুবিধা ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য চালু থাকবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, সমস্ত পুনরায় চালু করা সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে জারি করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের ট্রান্সফার অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন। পুনরায় চালু করার জন্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

কোম্পানি	আরটিএ
শ্রী দেবদীপ চৌধুরী কোম্পানি সেক্রেটারি মানকসিয়া লিঃ টার্নার মরিশন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য়তল, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫ ইমেল : investor.relations@manaksia.com	মাহেশ্বরী ডেটোমেটিকস প্রা লি (ইউনিট- মানকসিয়া লিঃ) ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন : ০৩৩-২২৪৩-৫০২৯ ইমেল : mdpldc@yahoo.com

মানকসিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
দেবদীপ চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান - কলকাতা
তারিখ- ১৫.০৭.২০২৫

MANAKSIA STEELS LIMITED

AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

রেজি অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল,
কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন নং : ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬
ইমেল : info.steels@manaksiasteels.com; ওয়েবসাইট : www.manaksiasteels.com
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L27101WB2001PLC138341

নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহের হস্তান্তর আবশ্যকতার পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন বাস্তব শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় চালু করার জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ সুবিধা ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য চালু থাকবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, সমস্ত পুনরায় চালু করা সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে জারি করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের ট্রান্সফার অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন। পুনরায় চালু করার জন্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

কোম্পানি	আরটিএ
শ্রী অজয় শর্মা কোম্পানি সেক্রেটারি মানকসিয়া স্টিলস লিঃ টার্নার মরিশন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫/৫৬ ইমেল : info.steels@manaksiasteels.com	মাহেশ্বরী ডেটোমেটিকস প্রা লি (ইউনিট- মানকসিয়া স্টিলস লিঃ) ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ ফোন : ০৩৩-২২৪৩-৫০২৯ ইমেল : mdpldc@yahoo.com

মানকসিয়া স্টিলস লি. এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান - কলকাতা
তারিখ- ১৫.০৭.২০২৫

জায়ের সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড

mail : jayerskus61hg@gmail.com Mobile : 7797744213
Regd. No. - 61 H.G. :: Date: 16/06/1967
গ্রাম+পোস্ট- জায়ের; থানা- পান্ডুয়া; ব্লক- পান্ডুয়া; জেলা- হুগলী; পিন -৭১২১৫২ (পঃবঃ)

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জায়ের সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড -এর সকল সদস্যবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, রাজ্য সরকার-এর সমবায় দপ্তরের হুগলী রেঞ্জ কর্তৃক 02/06/2025 তারিখের ......670........আদেশনামা বলে আগামী ইং-17/08/2025 তারিখে (বাং- ৩১- শে শ্রাবণ) রবিবার জায়ের উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সভায় **পরিচালক মণ্ডলীর ৯ (জন) সদস্য নির্বাচন করা হইবে । এর মধ্যে ২ জন মহিলা ও ১ জন তপঃজাতি/ উপজাতি নির্বাচিত করা হইবে।** বেলা ১২ টা হইতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। উক্ত সভায় যথা সময়ে যোগদানের জন্য সকল সদস্যবৃন্দকে আহ্বান জানানো যাইতেছে।

জায়ের সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- SANDIP NIOGI (S.O.)
SPECIAL OFFICER

স্থানঃ- জায়ের,
তারিখঃ- ১৬/০৭/২০২৫

নির্বাচন নির্ঘণ্ট (২য় পর্ব)

নং	বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১	নমিনেশন বিলি ও পেশ	২৮-২৯ জুলাই, ২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
২	নমিনেশন গ্রহণের শেষ তারিখ	২৯ জুলাই, ২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৩	নমিনেশন পরীক্ষা	৩১ জুলাই, ২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৪	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	৩১ জুলাই ২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৫	নমিনেশন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	১ লা আগস্ট, ২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৬	চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের তালিকা প্রকাশ	১ লা আগস্ট,২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ	১৭ আগস্ট, ২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	জায়ের উচ্চ বিদ্যালয়
৮	ভোটের ফলাফল প্রকাশ	১৭ আগস্ট, ২০২৫	ভোট গণনা শেষ হইবার পর	জায়ের উচ্চ বিদ্যালয়

ক) বোর্ড সদস্য হবার যোগ্যতা সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ অনুসারে নির্ধারিত হবে।
খ) মনোনয়ন পরীক্ষার সময় প্রার্থী প্রস্তাবক ও সমর্থক উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।
গ) ভোটদানের সময় সদস্যকে ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বীকৃত যে কোনো একটি সচিত্র পরিচয়পত্র যেমন ভোটের কার্ড(EPIC), প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইত্যাদি আনিতে হইবে ।
ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ সমিতির নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হইবে ।

স্বাক্ষর- PRABIR PANDEY
সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সমবায় পরিদর্শক
জায়ের সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৫/৪৪, তারিখঃ ১৪.০৭.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[ক] ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১৬২৫১১৩৯;** ট্রান্সভার্স বন্ড তৎসহ ৪০x৬ মিমি এমএস ফ্ল্যাট (৪ মিটার লম্বা); ১১৩৩৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ০৬২৫১৬৫৩এ;** কিউআর কোড থার্মাল পেপার টিকিট রোল ইত্যাদি সহ এটিভিএম-এর প্রাপ্যতা; ৪৩০৯৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ০৫২৫১১৭৬;** আইএসঃ ৩০৮/২০২৪, চতুর্থ রিভিসন অনুযায়ী গ্যাস অ্যাসিটিলিন ডিজলভড্-এর প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪); ২১২৫১৫২২;** বিওএক্সএন এইচএল/বিসিএনএইচএল-এর জন্য ড্রাফট্ গিয়ার ইত্যাদি; ১১৮০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫); ১৫২৪৫০২৮ডি;** রোটারি স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রাইভেন এয়ার-কম্প্রেসর, ক্যাপাসিটি-৩০০ সিএফএম সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ১২৬০২০ টাকা। **(৬); ২১২৫১১২২;** বোলস্টার স্প্রিং ইনার ইত্যাদি; ১২৪৬৬০ টাকা। **(৭); ২১২৫১৫৯৭;** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য আনকাপলিং গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য কাপলার রডের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১০৮৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৫, ৬ এবং ৭-এর জন্য)। **(৮); ২১২৫১২৫১;** বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য টপ সাইড বিয়ারার লাইনার ইত্যাদি; ৪১৬৬৯০ টাকা। **(৯); ২১২৫১৩৯৩;** নন-অ্যাসবেসটস এল টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লকের প্রাপ্যতা; ৯৮১৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৮ এবং ৯-এর জন্য)। **(১০); ০৬২৫১৬৫২এ;** ইউটিএস থার্মাল পেপার টিকিট রোলের প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **(১১); ১৫২৩৫০৫৬ই;** কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং এবং লোড ডিফ্লেকশনের প্রাপ্যতা ; ২৩১৫২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১০ এবং ১১-এর জন্য)। **(১২); ১৪২৫৫১৩৮;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ ভার.৩ ইত্যাদি অনুযায়ী ড্যুয়াল সেন্সর সিস্টেম সহ হাই অ্যাভেলেবিলিটি সিংগল সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সল কাউন্টার (এইচএএসএসডিএসি) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ২৭৬২৪০ টাকা। **(১৩); ২১২৫১০২৯;** হাউজিং ব্যতীত এনএলবি বোগীর জন্য কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিইউরেথেন সাইড বিয়ারার প্যাড ''ডিজাইন-বি'' ইত্যাদি; ১৬৩৫৭০০ টাকা। **(১৪); ২১২৫১৩৭০;** ক্যাসনাব ২২ এইচএস বোগীর জন্য কাস্ট স্টিল বোলস্টার ইত্যাদি; ১৫৫৬৫৩০ টাকা। **(১৫); ২১২৫১৩৭৮এ;** আরডিএসও ড্রইং নং. এসকে-৬২৭২৪ অনুযায়ী ইয়োক ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫-এর জন্য)। **(১৬); ১৪২৫১০৩১;** আইআরএসঃ এস-৮৮-২০০৪ (সাম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ, যদি থাকে) অনুযায়ী ট্রান্সপারেন্ট (পলিপ্রপিলিন)/হার্ড রাবার কন্টেনারে লেড অ্যাসিড সেল, লো মেন্টেন্যান্স, ২ ভোল্ট-এর প্রাপ্যতা। সেলটি রাবার বক্সেস (অথবা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী), টিউবিউলার পজিটিভ প্লেট, পেস্টেড নেগেটিভ প্লেট, অ্যাসিড লেভেল ইন্ডিকেটিং ফ্লোটস্ ইন্টার-সেল কানেক্টর উইদ বোল্টস্ অ্যান্ড নাটস্ সহ সম্পূর্ণ হতে হবে। সেলটি শুষ্ক এবং আনচার্জড্ হতে হবে। প্রতিটি সেলের ক্যাপাসিটি টুল কিট ব্যতীত ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ১.৮৫ভি প্রতি সেল ডিসচার্জ করতে ১০ ঘন্টা রেটে ২০০/এএইচ হতে হবে; ৩৮৫০৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ২০২৫১০৬৩;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য সেমি-পার্মানেন্ট কাপলার এন্ড-''বি''-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২৩০২৯০ টাকা। **(১৮); ২১২৫১০২৭;** ক্যাসনাব ২২ এইচএস বোগী ডিজাইন 'এ'-র জন্য কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিইউরেথেন [পিইউ] সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১২৪১১০০ টাকা। **(১৯); ২১২৫১১৪৬;** ক্যাসনাব বোগীর জন্য স্প্রিং প্ল্যাংক ইত্যাদি; ২৩৮৭৭০ টাকা। **(২০); ২১২৫১৩৯০;** ইয়োক পিন সাপোর্ট ইত্যাদি; ৫১৬৪৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০-এর জন্য)। **(২১); ০৫২৫১০৯৯;** জার্নাল বিয়ারিং অ্যাসেম্বলীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১১৬৫৩৯০ টাকা। **(২২); ১১২৫১১২৪;** ফিয়াট বোগীর বোগী বোলস্টারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৪২৯৮৫০ টাকা। **(২৩); ১১২৫১৩৮৫;** সেন্টারিং ডিস্ক টু ফিয়াট সিগ শিএনএনফাআরজিউজ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৩৪১৭৩০ টাকা। **(২৪); ১২২৫১০০১;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৪৯৬৭ অনুযায়ী বিজি ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫-এর জন্য সিএমএস ক্রসিং; ১৬৩৯০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪-এর জন্য)। **(২৫); ১০২৫২৪২৭;** রোলার বিয়ারিং ব্যতীত কমপ্লিট অ্যাক্সল বক্সের সেট; ১৪৪৮১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ১১২৫১১৩০;** ফ্রেশ ওয়াটার ট্যাঙ্ক ৪৫০ লিটার-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২৩৫৯৮০ টাকা। **(২৭); ১১২৫২৬৩৩;** টপ ফ্ল্যাঞ্জ; ৩৫৬০৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২৬ এবং ২৭-এর জন্য)। **(২৮); ০৮২৫১৬১৫;** ৬ভি, ১২০ এএইচ ক্যাপাসিটি ভিআরএলএ ব্যাটারি, সেটে; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৯); ২১২৫১৩৮১এ;** কাপলার বডি এবং শাংক ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩০); ০৮২৫১৬৮৭;** ১১০০ এএইচ ক্যাপাসিটি ভিআরএলএ সেল, সেটে; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩০-এর জন্য)।
[খ] ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ (১); ১২২৫৪০০৫; আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৬৯০২ অনুযায়ী ইমপ্রুভড্ স্যুইচ এক্সপানশন জয়েন্টের জন্য আরজিসি; ১০৫৭০৬৫২৪ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ১১.০৮.২০২৫।
[গ] সংশোধনীঃ ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ (১); ১২২৫৪০০৪; আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৮৭৪৬ অনুযায়ী আরজিসি ওয়াইডার পিএসসি স্লিপার; ১৭৫৪১১৭২৩৭.৩০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ০৯.০৭.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ২১.০৭.২০২৫।
[ঘ] ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ (১); ৫২২৫৬২৩৭; ২৫ কেভিএ থ্রি ফেজ ন্যাচারাল কুলড্ আন্ডারস্লাং ইনভার্টার; ১৫৬২০২৫০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৫। **(২); ৫২২৫৫৫৪৯এ;** এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলীর এক কোচ সেট (০৪টি সমন্বিত); ৫৬৪০৪০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৫।
[ঙ] সংশোধনীঃ ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্যঃ (১); ৫২২৫৫৯৪০; এলএফপি (লিথিয়াম আয়রণ ফসফেট) ব্যাটারি সেট সরবরাহ, ১২৫ এএইচ, ১১২ ভি; ১৪৩০৩৯৬০ টাকা। **সংশোধিত টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২১.০৭.২০২৫।
দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-21/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
অমিত রঞ্জন মুখার্জি, আন্দামান সি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	**অমিত রঞ্জন মুখার্জি**
২.	আবেদন অনুমোদনের নির্দেশের বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ, এর উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৬.১২.২০২৪, আইএ(আইবিসি) ১০৬৩/কেবি/২০২৪ সিপি (আইবি) নং ৩৩১/কেবি/২০২০ অনুযায়ী ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া অনুমোদন দিয়েছেন। যাহোক, আরপি কর্তৃক উক্ত নির্দেশ রেজিস্ট্রি বা আবেদনকারীর আইনজীবী কারও কাছ থেকেই পাননি। ১০.০৭.২০২৫ নাগাদ আরপি অন্যান্য উৎস মারফত উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং মহামান্য এনসিএলটির শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেন।
৩.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	১০.০৭.২০২৫ সংশোধিত ১৬.১২.২০২৪ থেকে
৪.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৫.০১.২০২৬ সংশোধিত ১৪.০৬.২০২৫ থেকে
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	মহেশ চাঁদ গুপ্তা রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304 এএফএ নং AA1/12304/02/311225/107665 বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	রেজি. ঠিকানা - এফই ২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর ৩ ২য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৬ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - ১১ এবং ১১/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল, স্যুট নং ১, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	০৬.০৮.২০২৫ সংশোধিত
৯.	সংশ্লিষ্ট ফর্ম	**ওয়েবলিঙ্ক : https://www.ibbi.gov.in/downloadforms** **mcgupta90@gmail.com** এ ইমেল পাঠিয়েও পাওয়া যাবে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ অমিত রঞ্জন মুখার্জি, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-আন্দামান সি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড -সিডি ধারা ১০০ অধীনে নির্দেশ তারিখ ১৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেন। যাহোক, আরপি কর্তৃক উক্ত নির্দেশ রেজিস্ট্রি বা আবেদনকারীর আইনজীবী কারও কাছ থেকেই পাননি। ১০.০৭.২০২৫ নাগাদ আরপি অন্যান্য উৎস মারফত উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং মহামান্য এনসিএলটির শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেন।
অমিত রঞ্জন মুখার্জি -এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৪.০৮.২০২৫ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট -এতাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-এর পক্ষে
মহেশ চাঁদ গুপ্তা, প্রস্তাব পেশাদার
শ্রী অমিত রঞ্জন মুখার্জি, ব্যক্তিগত জামিনদাতা-আন্দামান সি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি-র দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া বিষয় সম্পর্কিত

তারিখ : ১৬.০৭.২০২৫ রেজি নং **IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
স্থান : কলকাতা এএফএ নং **AA1/12304/02/311225/107665** বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজিস্ট্রেশন নম্বর-18 (এইচ-জি), তারিখ- 20/ 12/ 1957
গ্রাম- রাজহাট, পোস্ট অফিস- রাজহাট, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক নং-08/ARO/RAJHATULSPCACS/2025 তারিখ - 16.07.2025

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরেজি 10.08.2025 তারিখ, সকাল 11.00 টায় রাজহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রাজহাট উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী এই সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচন সংঘটিত হবে। উক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন 2006, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী 2011 ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেশন 2012 অনুসরণ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক প্রতিনিধি আসন সংখ্যা, নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হলো।

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ-

1. নির্বাচন ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি ও উপবিধিতে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য/ সদস্যার যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির প্রতিনিধি পদের জন্য তারা প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন গ্রাম / মৌজা	ভোটার সংখ্যা	প্রতিনিধি সংখ্যা (এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হবেন)
1	রাজহাট-VI	রাজহাট উত্তর	85	3 (তিন) জন, তন্মধ্যে 1(এক) জন মহিলা (সংরক্ষিত)
2	রাজহাট-VII	রাজহাট দক্ষিণ,নন্দীপুর	132	5 (পাঁচ) জন, তন্মধ্যে 1(এক) জন মহিলা (সংরক্ষিত)
3	রাজহাট-VIII	কোড়লা, নপাড়া	99	4 (চার) জন
4	রাজহাট-IX	বারেকপুর, তারাবিহারী, বাড়োল	97	4 (চার) জন, তন্মধ্যে 1(এক) জন মহিলা (সংরক্ষিত)
5	রাজহাট-X	ঝাঁপা, ধুলিয়ারা, বাহিরনগর, ছাতিমতলা, মালিমপুর	125	5 (পাঁচ) জন, তন্মধ্যে 1(এক) জন মহিলা (সংরক্ষিত) এবং 1 (এক)জন তপশিলি জাতি / উপজাতি সংরক্ষিত
6	রাজহাট-XI	হোসেনবাদ, মিলচিতা, হালদারপাড়া, আয়মা-সাগরণপাড়া	88	4 (চার) জন
7	রাজহাট-I	আটপুকুর, ভোয়াগাছি	116	5 (পাঁচ) জন
8	রাজহাট-II	ভাতুড়িয়া, চৌতারা	106	4 (চার) জন
9	রাজহাট-III	আমপালা, চকগোটু, গান্ধীগ্রাম	115	5 (পাঁচ) জন, তন্মধ্যে 1 (এক) জন তপশিলি জাতি / উপজাতি অন্তর্গত (সংরক্ষিত)
10	রাজহাট-IV	ভাঁটুয়া উত্তর (নলবোনা)	104	4 (চার) জন
11	রাজহাট-V	ভাঁটুয়া দক্ষিণ	96	4 (চার) জন

সর্বমোট নির্বাচন ক্ষেত্রের সংখ্যা **11 (এগারো)টি,** মোট ভোটার সংখ্যা **1163 জন** এবং সর্বমোট প্রতিনিধি পদের সংখ্যা **47 (সাতচল্লিশ)** জন।
2. নির্বাচন ক্ষেত্রে যতজন অনুমোদিত পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন, ভোট-পত্রে(ব্যালট পেপারে) অনধিক ততগুলি ভোট দিতে হবে।
3. নির্বাচন-সূচী

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
1	মনোনয়নপত্র বিতরণ	25.07.2025 এবং 26.07.2025	সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
2	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	25.07.2025 এবং 26.07.2025	সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
3	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	28.07.2025	দুপুর 12টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
4	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	28.07.2025	মনোনয়ন পরীক্ষার অব্যবহিত পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
5	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	29.07.2025	দুপুর 3টা পর্যন্ত	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক অথবা তার দ্বারা দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
6	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	29.07.2025	দুপুর 3টার পর	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
7	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	10.08.2025	সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত	রাজহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
8	ভোট গণনা	10.08.2025	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর	রাজহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ
9	ভোটের ফল প্রকাশ	10.08.2025	ভোট গণনার অব্যবহিত পর	রাজহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়	সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক ও তার নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিকগণ

4. সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সর্বনিম্ন 19 বছর হতে হবে এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরুর দিনে সমিতিতে সেই ব্যক্তির সদস্যপদের বয়স সর্বনিম্ন এক বছর হতে হবে। সমিতির কোনো ঋণ-খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন 2006 এর 32(7) এবং 138 সি (10) ও সমবায় নিয়মাবলী 2011 এর নিয়ম 42(সংশোধনী সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচনী আয়োগ এর রেগুলেশন 2012 এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
5. মনোনয়নপত্র গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
6. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমান হিসাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
7. কোনো কারণে কোনো সদস্য/ সদস্যা এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভোট-দান করতে পারবেন।
8. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক-কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক/ সমর্থক হতে পারবেন না।
9. প্রার্থী মনোনয়নপত্রে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
10. সংরক্ষিত তপশিলি জাতি/ উপজাতি আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার তপশিলি জাতি/ উপজাতি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের কপি প্রদান করতে হবে।
11. সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে উক্ত সভায় কোভিড-19 সংক্রান্ত সরকারি বিধি মেনে চলার অনুরোধ করা হচ্ছে।
12. কোনো সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোনা বিষয়ে অবগত হতে চাইলে তাকে সমিতিরি কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

স্বা /- অভিজিৎ কর্মকার
সহকারী রিটার্নিং আধিকারিক
রাজহাট ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 3(1) AND 4 READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3), AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS (*AS DEFINED BELOW*) OF

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Registered Office at: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700001, West Bengal, India; **Tel:** +91-33-22487406/07
E-mail ID: investors@somatextiles.com and cs@somatextiles.com; **Website:** https://www.somatextiles.com/
Corporate Identification Number (CIN): L51909WB1940PLC010070

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 82,64,942 (EIGHTY TWO LAKHS SIXTY FOUR THOUSAND NINE HUNDRED AND FORTY TWO) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10/- (INDIAN RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 25.02% (TWENTY FIVE POINT ZERO TWO PER CENT) OF THE VOTING SHARE CAPITAL (*AS DEFINED BELOW*) OF SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (*AS DEFINED BELOW*) OF THE TARGET COMPANY ("OPEN OFFER" OR "OFFER") BY ROADWAY SOLUTIONS INDIA INFRA LIMITED ("ACQUIRER") ALONG WITH AMEET HARJINDER GADHOKE ("PAC 1") AND TEJA RANADE GADHOKE ("PAC 2") (COLLECTIVELY PAC 1 AND PAC 2 ARE REFERRED TO AS THE "PACS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED.

This detailed public statement ("**DPS**") is being issued by Mefcom Capital Markets Limited, the manager to the Open Offer (the "**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs to the Public Shareholders (*as defined below*) of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4), 14(3), and 15(2) and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "**SEBI (SAST) Regulations**" and any reference to a particular "**Regulation**" in this DPS shall mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations).

This DPS is being issued pursuant to the public announcement made on July 09, 2025 ("**Public Announcement**" or "**PA**") filed with BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with BSE, the "**Stock Exchanges**") on July 09, 2025 in terms of Regulation 14(1) of the SEBI (SAST) Regulations. The PA was also filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and sent to the Target Company on July 09, 2025 in terms of Regulations 14(2) of SEBI (SAST) Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms would have the meaning assigned to them herein below:

(a) "**Equity Shares**" or "**Shares**" means the fully paid-up equity shares of the Target Company having face value of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) each;

(b) "**Offer Period**" has the meaning as ascribed to it in the SEBI (SAST) Regulations;

(c) "**Public Shareholders**" means all the equity shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Offer, and for the avoidance of doubt, excluding (i) the Acquirer and the PACs; (ii) the Sellers; (iii) parties to the SPA (*as defined below*); and (iv) the persons deemed to be acting in concert with the persons set out in (i), and (iii) as defined in the SEBI (SAST) Regulations;

(d) "**Sale Shares**" means 2,47,68,058 (Two Crores Forty Seven Lakhs Sixty Eight Thousand and Fifty Eight) Equity Shares of the Target Company constituting 74.98% (Seventy Four point Ninety Eight percent) of the Voting Share Capital;

(e) "**SEBI**" means the Securities and Exchange Board of India;

(f) "**Sellers**" collectively means Surendra Kumar Somany, Surendra Kumar Somany HUF, Arvind Kumar Somany, Arvind Kumar Somany HUF, Prasann Arvind Kumar Somany, and Sarvopari Investments Private Limited;

(g) "**Share Purchase Agreement**" or "**SPA**" means the share purchase agreement dated July 09, 2025 executed amongst the Acquirer, PACs, and the Sellers for sale of the Sale Shares to the Acquirer and the PACs;

(h) "**Tendering Period**" has the meaning ascribed to it under the SEBI (SAST) Regulations;

(i) "**Transaction**" means collectively the Underlying Transaction (as described in Part II (*Background to the Open Offer*) of this DPS) and the Open Offer;

(j) "**Voting Share Capital**" means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (tenth) working day from the closure of the tendering period of the Open Offer (which may change on account of any future corporate actions); and

(k) "**Working Day**" means any working day of SEBI.

I. ACQUIRER, PACs, SELLERS, TARGET COMPANY AND OPEN OFFER

(A) Details of Roadway Solutions India Infra Limited ("Acquirer") and PACs

1. Acquirer:

(i) The Acquirer is a public unlisted company, incorporated under the laws of Companies Act, 2013, on March 23, 2017, with registration number U45201PN2017PLC169565. There has been no change in the name of the Acquirer since its incorporation. The contact details of the Acquirer are as follows: telephone number: +912029704521.

(ii) The Acquirer has its registered office at Sn-29 Hn-20 Kondhwa Kd. Nr. Kubex Soc. Nr. Shera School, Pune - 411048.

(iii) The Acquirer belongs to the Roadway group of companies.

(iv) The Acquirer is engaged in the business of construction and other allied activities of national highway roads for use by general public.

(v) The shares of the Acquirer are not listed on any stock exchange in India or abroad.

(vi) Save and except for the PACs no other person is acting in concert with the Acquirer for the purpose of this Open Offer.

(vii) As on the date of this DPS, the capital structure of the Acquirer is as follows:

Particulars	Number of Equity Shares	Amount (INR)
Authorized Capital	106,00,00,000 Equity Shares of face value of INR 5/- each	530,00,00,000.00
Issued, subscribed & fully paid-up share capital	105,84,20,000 Equity Shares of face value of INR 5/- each	529,21,00,000.00

(viii) The shareholding of the Acquirer with name of key shareholders with clear identification of persons in control/ promoters as on the date of this DPS is as follows:

Name of Shareholder	Number Shares	% Shareholding
Key Shareholders/ Promoters:		
Ameet Harjinder Gadhoke	86,79,04,400	82.00%
Navjeet Singh Gadhoke	12,75,58,964	12.05%
Teja Ranade Gadhoke	4,76,28,900	4.50%
Other Shareholders:		
Ranjeet Harjinder Gadhoke	2,000	Negligible
Dolly Harjinder Gadhoke	2,000	Negligible
Harjinder Singh Gadhoke	2,000	Negligible
Shalaka Vaidya Gadhoke	200	Negligible
Ameet Gadhoke J/W Teja Ranade Gadhoke	38,30,384	0.36%
Ameet Gadhoke J/W Ariana Gadhoke	38,30,384	0.36%
Ameet Gadhoke J/W Tanaya Gadhoke	38,30,384	0.36%
Ameet Gadhoke J/W Navjeet Singh Gadhoke	38,30,384	0.36%
Total	**1,05,84,20,000**	**100.00%**

(ix) The ultimate beneficial ownership of the Acquirer is held by Mr. Ameet Harjinder Gadhoke.

(x) The key financial information of the Acquirer, audited by M/s Khanvalkar Karwe and Associates, based on its standalone audited financial statements as at and for the 12 (twelve) month periods ended March 31, 2024, March 31, 2023 and March 31, 2022, and on its standalone limited review financial statements as at and for the 11 (eleven) month period ended February 28, 2025 are as follows:

In INR crore, except per share data

Particulars	11 (eleven) month period ended February 28, 2025 (limited review standalone)	Year Ended 31st March 2024 (audited standalone)	Year Ended 31st March 2023 (audited standalone)	Year Ended 31st March 2022 (audited standalone)
Income From Operations	876.56	1,200.54	1,522.74	1,382.27
Total Income(1)	911.16	1,233.29	1,550.70	1,429.45
Profit/ (Loss) After Tax	63.29	47.85	8.05	122.63
Earnings Per Share (INR)	0.60(2)	0.45	0.08	1.16
Total Equity/ Net-worth	1370.62	910.33	861.43	852.24

Notes:

1. Total income consists of revenue from operations and other income.

2. On unannualized basis.

(xi) The key financial information of the Acquirer, audited by M/s Khanvalkar Karwe and Associates, based on its consolidated audited financial statements as at and for the 12 (twelve) month periods ended March 31, 2024, March 31, 2023 and March 31, 2022 are as follows:

In INR crore, except per share data

Particulars	Year Ended 31st March 2024 (audited consolidated)	Year Ended 31st March 2023 (audited consolidated)	Year Ended 31st March 2022 (audited consolidated)
Income From Operations	1,339.00	1,792.83	1,383.83
Total Income(1)	1,372.38	1,825.89	1,412.46
Profit/ (Loss) After Tax	57.77	36.69	89.08
Earnings Per Share (INR)	0.55	0.35	0.84
Total Equity/ Net-worth	870.80	876.02	744.50

Notes:

1. Total income consists of revenue from operations and other income.

2. Details of PACs

(i) PACs are shareholders and directors of the Acquirer. PAC 1 is the managing director of the Acquirer and PAC 2 is a director of the Acquirer. Both the PACs form part of the promoter group of the Acquirer.

(ii) Details of PACs:

Details	PAC 1	PAC 2
Name	Ameet Harjinder Gadhoke	Teja Ranade Gadhoke
Address	HN 2, 3, 4, 7, Clover Hills, Undri Roads, Kondhwa Khurd, Pune - 411048	HN 2, 3, 4, 7, Clover Hills, Undri Roads, Kondhwa Khurd, Pune - 411048
PAN	AGUPG4729Q	AGBPR2203B
DIN	01730158	00028218
Educational Qualifications/ Experience	B.E. Civil engineer and Masters in Decorative Concrete	Fellow of the society of actuaries (SOA. BS. Mathematics degree from the University of Texas, Austin and M.A. Statistics from Columbia University, New York)
Net-worth (as on February 28, 2025)	INR 1,162.40 Crores as certified by Nikita Khiyani, Chartered Accountant (Membership No. 197393), (UDIN: 25197393BMOOHJ1281) vide certificate dated July 14, 2025, having office at Sindhi Camp Kachhi Kholi, Akola – 444001, India, Contact No.: +91 9049722838, Email id: nikita.khiyani@outlook.com	INR 68.56 Crores as certified by Nikita Khiyani, Chartered Accountant, (Membership No. 197393), (UDIN: 25197393BMOOHI3272) vide certificate dated July 14, 2025, having office at Sindhi Camp Kachhi Kholi, Akola – 444001, India Contact No.: +91 9049722838, Email id: nikita.khiyani@outlook.com

3. Undertaking:

(i) Except for the transactions contemplated by the Acquirer and PACs under the SPA, as on the date of this DPS, neither the Acquirer, nor its directors or key employees, or PACs, have any relationship with or interest in the Target Company. Furthermore, no directors representing the Acquirer or the PACs are on the board of directors of the Target Company.

(ii) As of the date of this DPS, the Acquirer and PACs do not hold any Equity Shares or voting rights in the Target Company. Furthermore, the Acquirer and PACs have not acquired any Equity Shares of the Target Company between the date of the PA i.e. July 09, 2025 and the date of this DPS.

(iii) The Acquirer and PACs have not been prohibited by SEBI from dealing in securities pursuant to the terms of any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulations made under the SEBI Act.

(iv) Neither the Acquirer nor its directors, or key managerial employees (if any) or PACs are categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India ("**RBI**"), in terms of Regulation 2(1)(ze) of the SEBI (SAST) Regulations.

(v) Neither the Acquirer nor its directors, key managerial employees (if any) or PACs are categorized/declared as a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018, in terms of Regulation 2(1)(ja) of the SEBI (SAST) Regulations.

(B) Details of the Sellers

1. The details of Sellers have been set out hereunder:

Nature of the Entity/ Individual	Name of Entity/ Individual	Details of change in name in the past (if applicable)	Residential / Registered Office Address	Part of the Promoter Group of the Target Company (Yes/No) (1)	Name of the Group	Name of the Stock Exchange in India or Abroad, where listed (if applicable)	Equity Shares or voting rights held in the Target Company before entering into an agreement with the Acquirer and PACs	Percentage held of Voting Share Capital in the Target Company (2)
Private Limited Company	Sarvopari Investments Private Limited	No change	14, 2nd floor, Plot no. 120, Vaswani Mansions, Dinshaw Vaccha Road, Backbay Reclamation, Mumbai, Maharashtra - 400020, India	Yes	NA	NA	1,65,12,996	49.99%
Individual	Surendra Kumar Somany	NA	Flat No.81, Las Palmas Apartment, Little Gibbs Road, Near Atomic Energy Zerlina, Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra – 400006	Yes	NA	NA	36,65,735	11.10%
Individual	Arvind Kumar Somany	NA	Somany House, Survey No. 36, Near Koba Circle, Post Office Kasturba Vidyalay, Koba, Gandhinagar, Gujarat - 382007	Yes	NA	NA	23,28,217	7.05%
Hindu Undivided Family	Surendra Kumar Somany HUF	NA	Flat No.81, Las Palmas Apartment, Little Gibbs Road, Near Atomic Energy Zerlina, Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra – 400006	Yes	NA	NA	14,02,579	4.25%
Individual	Prasann Somany	NA	Somany House, Survey No. 36, Near Koba Circle, Post Office Kasturba Vidyalay, Koba, Gandhinagar, Gujarat - 382007	Yes	NA	NA	7,31,900	2.22%
Hindu Undivided Family	Arvind Kumar Somany HUF	NA	Somany House, Survey No. 36, Near Koba Circle, Post Office Kasturba Vidyalay, Koba, Gandhinagar, Gujarat - 382007	Yes	NA	NA	1,26,631	0.38%

Notes:

*(1) Pursuant to the consummation of the Underlying Transaction, the Acquirer along with the PACs will acquire control over the Target Company and the Acquirer along with the PACs shall become and be classified as 'promoters' of the Target Company in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI (LODR) Regulations**"). The Sellers shall cease to be in control of the Target Company and will cease to hold any shares or voting rights in the Target Company.*

(2) Calculated as a percentage of the total issued and paid up equity share capital of the Target Company as at the date of the DPS.

2. The Sellers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities or accessing capital markets pursuant to any directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulations made under the SEBI Act.

3. Upon completion of the transactions contemplated in the SPA (*as defined below*), the Sellers will not hold any Equity Shares or other interest in the Target Company. Further, the Sellers shall cease to be in control of the Target Company and cease to be the promoters of the Target Company.

(C) Details of Soma Textiles & Industries Limited ("Target Company")

1. The Target Company is a public limited company bearing corporate identification number L51909WB1940PLC010070. The Target Company was incorporated on March 29, 1940 as a company limited by shares. It changed its name from R.B. Rodda & Co., Ltd to Soma Textiles & Industries Limited pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies at West Bengal on January 21, 1992.

2. The registered office of the Target Company is at 2, Red Cross Place, Kolkata – 700 001, West Bengal, India. The contact details of the Target Company are as follows: telephone number: +91-33-22487406/07; and e-mail id: investors@somatextiles.co and cs@somatextiles.com.

3. The Target Company is engaged in the business of trading in cotton.

4. The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE (Scrip Code: 521034) and NSE (Symbol: SOMATEX). The ISIN of the Equity Shares of the Target Company is INE 314C01013.

5. As on the date of this DPS, the authorized capital of the Target Company is INR 50,00,00,000/- (Indian Rupees Fifty Crores only) comprising of 4,00,00,00 (Four Crores) Equity Shares of face value of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) and 10,00,000 (Ten Lakhs) cumulative redeemable non-convertible preference shares of INR 100/- (Indian Rupees One Hundred only) each. As on the date of this DPS, the issued share capital of the Target Company is INR 33,03,30,000/- (Indian Rupees Indian Rupees Thirty Three Crores Three Lakhs and Thirty Thousand only) comprising of 3,30,33,000 (Three Crores Thirty Lakhs and Thirty Three Thousand) Equity Shares of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) each and the subscribed and fully paid-up fully diluted equity share capital of the Target Company is INR 33,03,30,000/- (Indian Rupees Thirty Three Crores Three Lakhs and Thirty Thousand only) comprising of 3,30,33,000 (Three Crores Thirty Lakhs and Thirty Three Thousand) Equity Shares of INR 10/- (Indian Rupees Ten only) each.

6. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on the Stock Exchanges in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

7. As per the shareholding pattern filed by the Target Company with the Stock Exchanges for the quarter ended June 30, 2025, the Target Company has disclosed that: (i) there are no partly paid up Equity Shares; (ii) it has not issued any convertible securities; (iii) it has not issued any warrants; (iv) there are no locked in Equity Shares of the Target Company; and (v) there are no shares against which depository receipts are issued.

8. The key financial information of the Target Company based on its audited consolidated financial statements which have been audited by the Target Company's statutory auditors, Pipara & Co., LLP (Firm's Registration No.: 107929W), as at and for the 12 (Twelve) month period ended March 31, 2025 March 31, 2024 and March 31, 2023, are as follows:

In INR crore, except per share data

Particulars	Financial year ended March 31, 2025 (Consolidated) (Audited)	Financial year ended March 31, 2024 (Consolidated) (Audited)	Financial year ended March 31, 2023 (Consolidated) (Audited)
Total Revenue	9.49	5.73	5.20
Net Income	69.31	21.13	165.47
Earnings Per Share (basic and diluted) (in INR)	20.98	6.40	50.09
Networth / Shareholder Funds	157.84	88.53	75.14

Source: www.bseindia.com

(D) DETAILS OF THE OFFER:

1. This Open Offer is a mandatory open offer made in compliance with Regulations 3(1) and 4 and other applicable regulations of SEBI (SAST) Regulations pursuant to the execution of the SPA in relation to the Underlying Transaction.

2. The Open Offer has been triggered pursuant to the execution of the SPA for the purchase of the Sale Shares representing 74.98% (Seventy Four Point Ninety Eight percent) of the Voting Share Capital of the Target Company by the Acquirer and PACs from the Sellers for an aggregate consideration of INR 87,67,42,526/- (Indian Rupees Eighty Seven Crores Sixty Seven Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Twenty Six only). The completion of the Underlying Transaction under the SPA is subject to satisfaction or waiver of certain conditions precedent contained in the SPA.

3. The Public Announcement was made on July 09, 2025.

4. This Open Offer is being made by the Acquirer to the Public Shareholders to acquire up to 82,64,942 (Eighty Two Lakhs Sixty Four Thousand Nine Hundred and Forty Two) Equity Shares ("**Offer Shares**") representing 25.02% (Twenty Five Point Zero Two per cent) of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of INR 47.14/- (Indian Rupees Forty Seven and Fourteen paise only) per Offer Share aggregating to a total consideration of up to INR 38,96,09,365.88/- (Indian Rupees Thirty Eight Crores Ninety Six Lakhs

Nine Thousand Three Hundred and Sixty Five and Eighty Eight paise only) (assuming full acceptance) ("**Offer Size**"), subject to the terms and conditions mentioned in the Public Announcement, this Detailed Public Statement, and to be set out in the letter of offer ("**Letter of Offer**") that is proposed to be issued in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, after incorporating the comments of SEBI, if any, on the draft Letter of Offer.

5. The Offer Price has been arrived in accordance with Regulations 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Assuming full acceptance of the Open Offer, the total consideration payable by the Acquirer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations will be up to INR 38,96,09,365.88/- (Indian Rupees Thirty Eight Crores Ninety Six Lakhs Nine Thousand Three Hundred and Sixty Five and Eighty Eight paise only) (the "**Maximum Consideration**").
6. The Offer Price shall be payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement, this Detailed Public Statement and the Letter of Offer that will be dispatched to the Public Shareholders in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
7. The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Open Offer shall ensure that the Equity Shares are clear from all liens, charges and encumbrances. The Offer Shares will be acquired, subject to such Offer Shares being validly tendered during the Offer Period, in this Open Offer, together with all the rights attached thereto, including all the rights to dividends, bonuses and right offers declared thereof and in accordance with the terms and conditions set forth in the Public Announcement, this Detailed Public Statement and as will be set out in the Letter of Offer, and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents required by them to tender the Offer Shares.
8. All Public Shareholders (including resident or non-resident shareholders) must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India) held by them, in the Offer and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the Reserve Bank of India, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares held by them, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Offer Shares.
9. Paragraph 1(iii) of Part II (*Background to the Open Offer*) of this Detailed Public Statement sets out the details of the conditions stipulated in the SPA which, if not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer and PACs, may lead to the Transaction being withdrawn in accordance with Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of the SPA being terminated and a withdrawal of the Open Offer, a public announcement will be made within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to the Stock Exchanges, SEBI and the Target Company at its registered office.
10. This Open Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations.
11. This Open Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations.
12. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.
13. Currently, the Acquirer and PACs do not have any intention to dispose off or alienate (whether by way of sale or lease) or otherwise encumber any material assets of the Target Company or of any of its subsidiaries in the 2 (Two) years from completion of the Open Offer, except: (i) in the ordinary course of business (including for the disposal of assets and creation of encumbrances in accordance with business requirements); or (ii) with the prior approval of the shareholders as required under applicable law, including in accordance with the proviso to Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations; or (iii) in accordance with the prior decision of the board of directors of the Target Company; or (iv) on account of regulatory approvals or conditions or compliance with any law that is binding on or applicable to the operations of the Target Company or its subsidiaries.
14. As per Regulation 38 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the SEBI (LODR) Regulations read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "**SCRR**"), the Target Company is required to maintain minimum public shareholding, as determined in accordance with the SCRR, on a continuous basis for listing. Upon completion of the Transaction, public shareholding of the Target Company will not fall below the minimum level of public shareholding as required to be maintained by the Target Company as per the SCRR and the SEBI (LODR) Regulations. The Acquirer does not intend to delist the Target Company. In the event the shareholding of the Acquirer together with the PACs in Target Company, after the completion of the Open Offer and acquisition of the Sale Shares, exceeds the maximum permissible non-public shareholding, the Acquirer shall be required to bring down the non-public shareholding and ensure compliance with the minimum public shareholding requirements in such manner and timelines prescribed under applicable law.
15. The Manager to the Offer do not hold any Equity Shares of the Target Company as on the date of this DPS. The Manager to the Offer shall not deal, on their own account, in the Equity Shares of the Target Company during the Offer Period as defined in the SEBI (SAST) Regulations.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

The Acquirer and the PACs have entered into the SPA to implement the Underlying Transaction**,** pursuant to which the Offer is being made by the Acquirer and the PACs under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to all the Public Shareholders of the Target Company. This Offer is a mandatory open offer.

1. Summary of the SPA

(i) The SPA has been entered into between the Acquirer, PACs and the Sellers on July 09, 2025 ("**Execution Date**") for the purchase of the Sale Shares, subject to, and in accordance with, the terms of the SPA.

(ii) Under the SPA, the Acquirer and PACs have agreed to acquire the Sale Shares i.e. 2,47,68,058 (Two Crores Forty Seven Lakhs Sixty Eight Thousand and Fifty Eight) Equity Shares of the Target Company constituting 74.98% (Seventy Four point Ninety Eight percent) of the issued and paid up share capital of Target Company from the Sellers at the price of INR 35.40 (Indian Rupees Thirty Five point Forty paisa only) per Equity Share and for an aggregate consideration of INR 87,67,42,526/- (Indian Rupees Eighty Seven Crores Sixty Seven Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred and Twenty Six only), subject to terms and conditions set out in the SPA.

(iii) The salient features of the SPA are set out below:

a. The SPA sets forth the terms and conditions agreed between the Sellers, the Acquirer and PACs and their respective rights and obligations with respect to the Underlying Transaction. The consideration for the purchase of the Sale Shares by the Acquirer and PACs from the Sellers will be paid in accordance with the terms of the SPA.

b. The consummation of the Underlying Transaction is subject to satisfaction, or waiver of conditions precedent as specified under the SPA, including the following key conditions precedent:

- Sellers having obtained necessary corporate and third party approvals (if any) for the consummation of the transaction under the SPA;
- There being no material adverse effect (defined in the SPA) on the Target Company;
- Sellers having provided to the Acquirer and PACs, drafts of certificates from chartered accountants in respect of any pending or outstanding tax demands; and
- Absence of any proceedings or orders pending or threatened against the Sellers and/ or the Target Company, which interferes with the consummation of transaction under the SPA.

Capitalised terms used above shall have the meaning ascribed to them in the SPA.

c. Upon satisfaction or waiver of the conditions under the SPA, the consummation of the Underlying Transaction shall take place prior to the Long Stop Date (*as defined in the SPA*), or any extended period, in accordance with the terms of the SPA.

d. Subject to the fulfilment of the conditions under the SPA and in accordance with Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) Regulations, the Sellers, the Acquirer and the PACs intend to consummate the Underlying Transaction as per the terms of the SPA, after 21 Working Days from the date of this DPS, subject to the fulfilment of all requirements under Regulation 22(2) and other applicable Regulations under the SEBI (SAST) Regulations.

e. Upon consummation of the Underlying Transaction, each of the parties to the SPA shall undertake actions as set out in the SPA including for the re-constitution of the board of directors the Target Company, approving appointment of nominee directors of the Acquirer and PACs and taking on record the resignation of the directors nominated by the Sellers (*as defined in the SPA*).

f. The parties to the SPA have made certain representations and warranties under the SPA. The Sellers have agreed to indemnify the Acquirer and PACs for certain matters and on such terms as set out in the SPA.

g. The SPA can be terminated (i) by the Acquirer and PACs, at their sole and absolute discretion by giving to the Sellers a 7 (seven) days' prior written notice, if the Sellers' Conditions Precedent (as defined in the SPA) have not been satisfied (unless waived by the Acquirer in writing) on or prior to the Long Stop Date (as defined under the SPA); (ii) by the Sellers, at their sole and absolute discretion by giving to the Acquirer and PACs a 7 (seven) days' prior written notice, if the Acquirer's and PACs' Conditions Precedent have not been satisfied (unless waived by the Sellers in writing) on or prior to the Long Stop Date; or (iii) in the event the Completion (as defined in the SPA) does not occur by the Long Stop Date, the non-defaulting Party shall be entitled to terminate the SPA in accordance with the terms of the SP.

Pursuant to the Open Offer and upon the consummation of the Underlying Transaction, the Acquirer and PACs will acquire control over the Target Company and the Acquirer and PACs will be classified as 'promoters' of the Target Company in terms of the SEBI (LODR) Regulations and the SEBI (SAST) Regulations. Further, upon completion of the Underlying Transaction, the Sellers will cease to be in control of the Target Company and will cease to hold any shares or voting rights in the Target Company.

(iv) Details of the Underlying Transaction is set out below:

Details of Underlying Transaction						
Type of transaction (direct/ indirect)	Mode of transaction (agreement/ allotment/ market purchase)	Shares/voting rights acquired/ proposed to be acquired: Number	Shares/voting rights acquired/ proposed to be acquired: % vis-à-vis total equity/ Voting Share Capital	Total consideration for shares/ voting rights acquired (INR)	Mode of payment	Regulation which has triggered
Direct	Agreement – The Acquirer and the PACs have entered into the SPA pursuant to which the Acquirer and PACs have agreed to acquire the Sale Shares from the Sellers subject to, and in accordance with, the terms of the SPA.	2,47,68,058 Equity Shares of the Target Company	74.98%	INR 87,67,42,526/-	Cash	Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

2. The Offer Price shall be payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, and subject to the terms and conditions set out in the Pubic Announcement, this DPS and the Letter of Offer that will be dispatched to the Public Shareholders in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
3. <u>Object of the Offer:</u> The Open Offer is being made as a result of the proposed acquisition of more than 25% (Twenty Five percent) of shares, voting rights and control of the Target Company by the Acquirer and PACs resulting in a change of control of the Target Company in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations. The prime object of this Offer is to acquire substantial Equity Shares and Voting Share Capital accompanied by control over the Target Company. The Acquirer intends to harness the potential of the Target Company to expand and consolidate into new commercial lines of business, thus encompassing diversification and operational efficiency. The Acquirer reserves the right to modify the present structure of the business in a manner which is useful to the larger interest of the shareholders. Any change in the structure that may be carried out, will be in accordance with applicable laws. Following the completion of the Underlying Transaction, the Acquirer intends to support the management of the Target Company in their efforts towards the sustained growth of the Target Company. Further, the Acquirer will strive to utilize combined resources of the Acquirer and Target Company in an effective manner.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1. The current and proposed (post-Offer) shareholding of the Acquirer and PACs in the Target Company and the details of acquisition are as follows:

<table>
<tr><th rowspan="2">Details</th><th colspan="5">Acquirer and PACs</th></tr>
<tr><th colspan="3">No. of Equity Shares</th><th colspan="2">Percentage Shareholder (%)</th></tr>
<tr><td>Shareholding as on the Public Announcement date</td><td colspan="3">NIL</td><td colspan="2">NIL</td></tr>
<tr><td>Shares acquired between the Public Announcement date and the DPS date</td><td colspan="3">NIL</td><td colspan="2">NIL</td></tr>
<tr><td>Shareholding as on the DPS date</td><td colspan="3">NIL</td><td colspan="2">NIL</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Post Offer shareholding calculated on the Voting Share Capital (assuming no Equity Shares tendered in the Offer and acquisition of Sale Shares has been completed pursuant to the Underlying Transaction) (on diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering period)</td><td colspan="3">2,47,68,058</td><td colspan="2">74.98% of the Voting Share Capital</td></tr>
<tr><td colspan="5">Details of shareholding between Acquirer and PACs:</td></tr>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Acquirer/ PACs</th><th>Name</th><th>Number of Shares</th><th>% of shareholding in the Target Company</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Acquirer</td><td>Roadway Solutions India Infra Limited</td><td>1,68,46,830</td><td>51.00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PAC 1</td><td>Ameet Harjinder Gadhoke</td><td>59,45,940</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PAC 2</td><td>Teja Ranade Gadhoke</td><td>19,75,288</td><td>5.98</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Total</td><td>2,47,68,058</td><td>74.98</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Post Offer shareholding calculated on the Voting Share Capital (assuming full acceptance in the Open Offer and acquisition of Sale Shares has been completed pursuant to the Underlying Transaction) (On Diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering period)</td><td colspan="3">3,30,33,000</td><td colspan="2">100.00% of the Voting Share Capital</td></tr>
<tr><td colspan="5">Details of shareholding between Acquirer and PACs:</td></tr>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Acquirer/ PACs</th><th>Name</th><th>Number of Shares</th><th>% of shareholding in the Target Company</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Acquirer</td><td>Roadway Solutions India Infra Limited</td><td>2,51,11,772</td><td>76.02</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PAC 1</td><td>Ameet Harjinder Gadhoke</td><td>59,45,940</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PAC 2</td><td>Teja Ranade Gadhoke</td><td>19,75,288</td><td>5.98</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Total</td><td>3,30,33,000</td><td>100.00</td></tr>
</table>

2. The Acquirer and the members of its board of directors and the PACs do not have any shareholding in the Target Company as on the date of this DPS.

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares are listed on the Stock Exchanges.
2. The traded turnover of the Equity Shares on the Stock Exchanges during the period July 01, 2024 to June 30, 2025 ("**Twelve Month Period**")**,** viz. 12 **(**twelve) calendar months preceding the calendar month in which the PA has been made is set out below:

Stock Exchange	Traded turnover of equity shares of the Target Company during the Twelve Month Period ("A") (No. of equity shares)	Total number of listed Equity Shares of the Target Company during the Twelve Month Period ("B")	Traded Turnover % (A/B)
BSE	40,20,761	3,30,33,000	12.18%
NSE	2,86,22,148	3,30,33,000	86.65%

Source: *BSE and NSE website and as certified pursuant to certificate dated July 09, 2025 issued by Bansi S. Mehta & Co., Chartered Accountants.*

Based on the above information, in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, the Equity Shares are frequently traded.

4. The Offer Price of INR 47.14/- (Indian Rupees Forty Seven and Fourteen paise only) per Offer Share is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations on the basis of the following, being the highest of:

S. No.	Particulars	Price (INR per Offer Share)
1.	The highest negotiated price per share of the Target Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make the Public Announcement of the Offer i.e. the price per Equity Share under the SPA	INR 35.40/-
2.	The volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, by the Acquirer or any person acting in concert with the Acquirer, during the fifty two weeks immediately preceding the date of the Public Announcement.	Not Applicable
3.	The highest price paid or payable for any acquisition, by the Acquirer or any person acting in concert with the Acquirer, during the twenty six weeks immediately preceding the date of the Public Announcement.	Not Applicable
4.	The volume-weighted average market price per Equity Share for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the Public Announcement as traded on NSE, being the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period of sixty trading days immediately preceding the date of the Public Announcement	INR 47.14/-
5.	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies; and	Not Applicable as the shares of the Target Company are frequently traded
6.	The per equity share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations, if applicable	Not Applicable as it is a direct acquisition

Source: *Based on the certificate dated July 09, 2025 issued by Bansi S. Mehta & Co., Chartered Accountants.*

6. In view of the parameters considered and presented in the table above, the Offer Price, under Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, is the highest of above parameters, i.e., INR 47.14/- (Indian Rupees Forty Seven and Fourteen paise only) per Equity Share. Accordingly, the Offer Price is justified in terms of the SEBI (SAST) Regulations.
7. Pursuant to regulation 8(17) of the SEBI (SAST) Regulations, there has been no confirmation for any reported event or information provided by the Target Company due to any material price movement as per the framework specified under sub-regulation (11) of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations and thus no exclusion or adjustment has been made for determination of offer price under the SEBI (SAST) Regulations.
8. Since the date of the Public Announcement and as on the date of this DPS, based on the confirmation provided by the Target Company, there have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price may be adjusted by the Acquirer, in consultation with the Manager, in the event of any corporate actions like bonus issue, rights stock consolidations, stock splits, payment of dividend, de-mergers, reduction of capital, stock splits, etc. where the record date for effecting such corporate actions falls prior to the third Working Days prior to the commencement of Tendering Period, in accordance with Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.
9. An upward revision to the Offer Price or to the Offer Size, if any, on account of competing offers or otherwise, may be undertaken by the Acquirer at any time prior to the commencement of 1 (one) Working Day before the commencement of the Tendering Period of this Offer, in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations.
10. As on the date of this DPS, there is no revision in Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirer and PACs shall comply with Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price and/or Offer Size is subject to upward revision, if any, pursuant to the SEBI (SAST) Regulations or at the discretion of the Acquirer at any time prior to the commencement of the last 1 (One) Working Day before the commencement of the Tendering Period in accordance with Regulation 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall make corresponding increases to the Escrow Amount (*as defined below*) shall: (i) make a public announcement in the same newspapers in which the DPS is published; and (ii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, the Stock Exchanges and the Target Company at its registered office, of such revision.
11. In the event of acquisition of the Equity Shares by the Acquirer and/or the PACs, during the Offer Period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price per Equity Share, the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer and the PACs shall:(a) make corresponding increase to the Escrow Amount (as defined below); (b) make a public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (c) simultaneously with the issue of such public announcement, inform SEBI, the Stock Exchanges, and the Target Company at its registered office of such revision. However, the Acquirer and/or the PACs shall not acquire any Equity Shares after the 3rd Working Day prior to the commencement of the Tendering Period of this Open Offer and until the expiry of the Tendering Period of this Open Offer.
12. If the Acquirer and PACs acquire Equity Shares of the Target Company during the period of twenty six weeks after the closure of the Tendering Period at a price higher than the Offer Price per Equity Share, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price to all the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being a negotiated acquisition of shares of the Target Company in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The total consideration for this Open Offer is up to INR 38,96,09,365.88/- (Indian Rupees Thirty Eight Crores Ninety Six Lakhs Nine Thousand Three Hundred and Sixty Five and Eighty Eight paise only), assuming full acceptance of this Offer (i.e. the Maximum Offer Consideration).
2. The Acquirer has opened an escrow account under the name and title of "ROADWAY SOLUTIONS INDIA INFRA LIMITED – OPEN OFFER ESCROW A/C" ("**Escrow Account**") with HDFC Bank Limited ("**Escrow Agent**") pursuant to an escrow agreement dated July 09, 2025 between the Manager to the Offer, the Escrow Agent and the Acquirer ("**Escrow Agreement**") and has made a

জাল নথি দিয়ে ‘সমব্যথী’র টাকা লোপাট, সাসপেন্ড ঝাড়গ্রাম পুরসভার গ্রুপ ডি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মৃতদের শেষ কৃত্য সম্পন্ন-সহ আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য রাজ্য সরকার দরিদ্র মানুষের জন্য চালু করেছে সমব্যথী প্রকল্প। আর সেই প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে পুরসভারই এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ ওঠার পরই বিভাগীয় তদন্ত শুরু হওয়ার পাশাপাশি ওই কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রামকৃষ্ণ করের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট আসার পরেই আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওই কর্মীর বিরুদ্ধে এক লক্ষের বেশি টাকা,আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। ঝাড়গ্রাম পুরসভার নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, ‘সমব্যথী প্রকল্পের টাকায় বেনিয়মের অভিযোগে রামকৃষ্ণ কর নামে একজন পুরসভার গ্রুপ ডি কর্মী সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ্রুপ ডি কর্মী রামকৃষ্ণ কর দোকান, সাইকেল স্ট্যান্ড, বাথরুম-সহ পুরসভার সম্পত্তিগুলির লিজ এবং পেনশন দপ্তর সামলাতেন। এই দুটি দপ্তর থেকে সরিয়ে তাঁকে সমব্যথী প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কয়েক মাস ধরে চেয়ারম্যানের কাছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের ফোন আসা শুরু হয়। তাঁদের এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের মানুষজনের মৃত্যু হলে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না। সমব্যথী প্রকল্পের বহু আবেদনকারী চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি অভিযোগও করেন। সমব্যথী প্রকল্পের তহবিলে টাকা থাকা সত্ত্বেও উপভোক্তারা কেন টাকা পাচ্ছেন না, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেন পুরসভার চেয়ারম্যান। তারপরেই সামনে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।’ অভিযোগ, জাল স্বাক্ষর, ভুয়ো নথি দিয়ে সমব্যথী প্রকল্পের ২০০০ টাকা মাথাপিছু তুলে নেওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। এখনও পর্যন্ত একাধিক খাতা খতিয়ে দেখে প্রায় লক্ষাধিক টাকার গরমিল সামনে এসেছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। রামকৃষ্ণকে টাকার গরমিলের বিষয়ে শোকজ করা হলেও সদুত্তর দিতে পারেননি। আরও জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৪ জুলাই সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। সমব্যথীর পাশাপাশি বছর খানেক আগে রামকৃষ্ণের দায়িত্বে থাকা পুরসভার সম্পত্তির লিজ এবং পেনশন দপ্তরেরও তদন্ত শুরু হয়েছে। সমব্যথী প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের পরিবারে কারও মৃত্যু হলে শেষকৃত্যের জন্য নগদ ২০০০ টাকা সাহায্য করা হয়। ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ বলেন, ‘সাধারণ মানুষের প্রাপ্য টাকা যারা আত্মসাৎ করার ভাবনা চিন্তা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সমব্যথীর প্রকল্পের টাকা বেনিয়মের অভিযোগে একজন গ্রুপ ডি কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দুর্নীতি রুখতে আগামী দিনে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে।’ এই বিষয়টি জানতে রামকৃষ্ণ করকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, ‘পুরসভার এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে দুর্নীতির অভিযোগকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।’

আইআইটি মাদ্রাজের উদ্যোগে বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আইআইটি মাদ্রাজের উদ্যোগে বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডা. সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি মাদ্রাজের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ডা. শিবাসুব্রমনিয়ম, ডা. নাগরাজন, ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম দ-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনের। জানা গিয়েছে, কেন্দ্র সরকারের বিদ্যাশক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম দফায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় চারটি বিদ্যালয়ে এই অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে। এই চারটি বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি সরকারি ও একটি বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল মাধ্যমে অর্থাৎ ভার্চুয়ালি এবং শিক্ষক রেখে প্রত্যক্ষভাবে শেখানো হবে। আগামী দিনে জেলার আরও বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করা হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, দেশে যে কয়েকটি আইআইটি রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি মাদ্রাজ। এটি হল ভারতের প্রিমিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যা সারা বিশ্ব জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সবচেয়ে স্বীকৃত হিসাবে বিবেচিত হয়। সেই আইআইটি মাদ্রাজের উদ্যোগে বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় এদিন। এর জন্য মোট তিনটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী এখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডা. সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, শিক্ষার আলোই সমাজের প্রকৃত চালিকাশক্তি। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আগামী দিনে জেলার ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।’

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় চাঁদের হাট বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সর্বভারতীয় তৃণমূল শিক্ষা সেলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগ বারাসাত রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। ডিপিসসি’র চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকারের উদ্যোগে মঙ্গলবারের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র, রফিকুর রহমান, বীনা মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ এটিম আবদুল্লা, মফিদুল হক শাহাজী, বিশ্বজিৎ দাস, তাপস দাসগুপ্ত, সুনীল মুখোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, ডাঃ সুমিত কুমার সাহা, ডাঃ বিবর্তন সাহা, দেবব্রত সরকার সহ অন্যান্যরা।

‘মানুষের স্বচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য আন্দোলন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা আজ সারাদেশে নজির গড়েছে। সেদিনের সেই আন্দোলনকে ভয় পেয়েছিলেন তৎকালীন বাম সরকার ও আধিকারিকেরা। সেদিন পুলিশের গুলিতে ১৩জন কর্মী প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই শহিদদের সম্মান জানাতে ২১ জুলাই ধর্মতলায় আমাদের সামিল হতে হবে’ বলে দাবি করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। শোভনদের চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘২১ জুলাই আমাদের কাছে দুঃখ, বেদনা, আবেগের দিন। এটা কোনও হিংসাত্মক আন্দোলন ছিল না। আন্দোলন ছিল নো আইডেন্টিটি, নো ভোট। সেই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল।’ এদিনের সভায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, পার্শ্বশিক্ষক সমিতি ও ওয়েবকুপার শিক্ষক শিক্ষিকা ব্যাপক পরিমানে উপস্থিত ছিলেন।

cash deposit in such Escrow Account of INR 10,00,00,000/- (Indian Rupees Ten Crores only) (“**Escrow Amount**”). The amount deposited in the Escrow Account in cash is more than 25% of the total consideration, which has been confirmed *vide* a confirmation letter dated July 15, 2025 issued by the Escrow Agent.

3. The Manager to the Offer has been solely authorised and empowered by the Acquirer to operate and realise the Escrow Amount lying to the credit of the Escrow Account in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.
4. The Acquirer and PACs have adequate financial resources to meet its obligations under the SEBI (SAST) Regulations for the purposes of the Open Offer.
5. K.J. Sheth & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration Number: 0118598W) and membership number: 037824 having their office at 507, Fifth Floor, Atlantic Commercial Tower, RB Mehta Marg, Ghatkopar (East), Mumbai – 400077, has vide certificate dated July 09, 2025, certified that the Acquirer and the PACs has firm financial arrangements through verifiable means to meet their payment obligations under this Open Offer. Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfil its obligations in relation to this Offer through verifiable means in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.
6. In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, corresponding increase to the Escrow Amount as mentioned above in this Part shall be made by the Acquirer and PACs in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS REQUIRED FOR THE OFFER

1. As on the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer and PACs, there are no statutory approval(s) required by the Acquirer and PACs to complete the transactions contemplated under the SPA and this Open Offer. However, in case of any statutory approval(s) being required by the Acquirer and PACs at a later date prior to closure of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such other statutory or governmental approvals and the Acquirer and PACs shall make the necessary applications for such approvals.
2. In case of delay in receipt of any statutory approval(s) that may be required by the Acquirer and PACs for the Open Offer, SEBI may, if satisfied that such delay in receipt of the statutory approval(s) was not attributable to any wilful default, failure or neglect on the part of the Acquirer and PACs to diligently pursue such approval(s), and subject to such terms and conditions as specified by SEBI, including payment of interest in accordance with Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, grant an extension of time to the Acquirer for making the payment of the consideration to the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer. Provided that where the statutory approval(s) extend to some but not all Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory approval(s) are required in order to complete this Offer.
3. All Public Shareholders (including resident or non-resident shareholders) must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares held by them, in the Offer (including without limitation, the approval from Reserve Bank of India (“**RBI**”) or any other regulatory body) and to submit such approvals along with the other documents required to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Offer Shares.
4. Subject to the receipt of the statutory and other approvals, if any, the Acquirer and PACs shall complete all procedures relating to the Open Offer, including payment of consideration within 10 (Ten) Working Days from the closure of the Tendering Period to those Public Shareholders who have tendered their shares in the Offer Period and whose Equity Shares are approved for acquisition by the Acquirer and PACs.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Sr. No.	Activities	Day and Dates #
1	Issue of PA	Wednesday, July 09, 2025
2	Publication of this DPS in newspapers	Wednesday, July 16, 2025
3	Last date of filing of the draft letter of offer with SEBI	Wednesday, July 23, 2025
4	Last date for public announcement for competing offer(s)	Wednesday, August 06, 2025
5	Last date for receipt of SEBI observations on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Wednesday, August 13, 2025
6	Identified Date* for determining shareholders to whom LOF shall be sent	Wednesday, August 13, 2025
7	Last date by which the LOF is to be dispatched to the Public Shareholders whose names appear on the register of members on the Identified Date, and to Stock Exchanges and Target Company and Registrar to issue a dispatch completion certificate	Friday, August 22, 2025
8	Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation to the Public Shareholders for this Open Offer	Wednesday, August 27, 2025
9	Last date for upward revision of the Offer Price / the size of the Open Offer	Thursday, August 28, 2025
10	Date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Thursday, August 28, 2025
11	Date of commencement of the Tendering Period	Friday, August 29, 2025
12	Date of closure of the Tendering Period (“**Offer Closing Date**”)	Friday, September 12, 2025
13	Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Public Shareholders	Friday, September 26, 2025
14	Last date for publication of post Open Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Friday, October 03, 2025
15	Last date for publication of post-Open Offer public announcement in the newspapers in which this DPS was published	Friday, October 03, 2025

* The Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. It is clarified that all Public Shareholders (i.e. holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, PACs the Sellers, parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.

#The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various statutory/regulatory authorities and may have to be revised accordingly.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. The Open Offer will be implemented by the Acquirer through a stock exchange mechanism made available by stock exchanges in the form of a separate window (“**Acquisition Window**”), as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI's Master Circular SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/ CIR/2023/31 dated February 16, 2023 (“**Master Circular**”). BSE shall be the designated stock exchange (“Designated Stock Exchange) for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer.
2. All the Public Shareholders, holding Equity Shares whether in dematerialized form or physical form, registered or unregistered, are eligible to participate in this Open Offer at any time during the Tendering Period for this Open Offer. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations as amended and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/144 dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
3. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e., the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer (subject to Part VI (Statutory and Other Approvals required for the Offer) above). In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer by providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company.
4. The Acquirer will appoint a registered broker as a buying broker (“**Buying Broker**”) through whom the purchases and settlements on account of the Offer Shares tendered under the Open Offer shall be made.
5. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock brokers (“**Selling Broker**”) within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.
6. A separate Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized Equity Shares only. The cumulative quantity of Equity Shares tendered shall be displayed on the Stock Exchange website throughout the trading session at specific intervals by the Stock Exchange during the Tendering Period.
7. The Selling Broker would be required to place an order/bid on behalf of the Public Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Open Offer using the Acquisition Window. Before placing the order / bid, the Selling Broker will be required to mark lien on the tendered Equity Shares. Details of such Equity Shares marked as lien in the demat account of the Public Shareholders shall be provided by the depository to the BSE Clearing Limited.
8. Accidental omission to dispatch the Letter of Offer to any person to whom the Open Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Open Offer in any way.
9. In terms of the Master Circular, a lien shall be marked against the Equity Shares tendered in the Offer. Upon finalization of the entitlement, only the accepted quantity of Equity Shares will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder.
10. In the event the Selling Broker of a Public Shareholder is not registered with the BSE, then the Public Shareholders can approach any BSE registered stock broker and can register themselves by using quick unique client code (“**UCC**”) facility through BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Public Shareholders are unable to register using UCC facility through any other BSE registered broker, Public Shareholders may approach Buying Broker for guidance to place their Bids. The requirement of documents and procedures may vary from broker to broker.
11. The cumulative quantity tendered shall be displayed on Designated Stock Exchange's website: https://www.bseindia.com throughout the trading session at specific intervals by Designated Stock Exchange during the Tendering Period. Upon finalization of the entitlement, only accepted quantity of Equity Shares will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder.
12. No indemnity is needed from unregistered Public Shareholders.
13. The Public Shareholders who tender their Equity Shares in the Open Offer shall ensure that the Equity Shares are fully paid-up and are free from all liens, charges and encumbrances. The Acquirer shall acquire the Offer Shares that are validly tendered and accepted in the Open Offer, together with all rights attached thereto, including the right to dividends, bonuses and rights offers declared thereof in accordance with the applicable law and the terms set out in the Public Announcement, this Detailed Public Statement and the Letter of Offer.
14. The detailed procedure for tendering the shares in the Offer will be available in the Letter of Offer along with the form of acceptance-cum-acknowledgement, which shall be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) and Public Shareholders can also apply by downloading such form from the said website.
15. Equity Shares should not be submitted/ tendered to the Manager to the Offer, the Acquirer, or the Target Company.

IX. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer and its directors in their capacity as the directors, and PACs accept full responsibility for the information contained in the PA, and this DPS (other than such information regarding the Target Company and the Sellers which has been obtained from public sources or provided or relating to and confirmed by the Target Company and/or the Sellers, which has not been independently verified by the Acquirer, PACs and the Manager to the Offer) and shall be responsible for the fulfilment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer. The information pertaining to the Target Company and the Sellers contained in the PA or DPS or Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company and / or the Sellers. The Acquirer and PACs have not independently verified such information and do not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS or the Letter of Offer pertaining to the Target Company and the Sellers.
2. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has appointed Mefcom Capital Markets Limited as the Manager to the Offer.
3. MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) has been appointed as the Registrar to the Offer.
4. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.
5. In this DPS, all references to “**Rs.**” or “**INR**” are references to the Indian Rupee(s).
6. The Public Announcement and this DPS would also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
7. Unless otherwise stated, the information set out in this Detailed Public Statement reflects the position as of the date hereof.

Issued by the Manager to the Offer:

MEFCOM

Mefcom Capital Markets Limited
Address: G-III, Ground Floor, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021
Contact Person: Sameer Purohit/ Akhil Mohod
Tel: +91 (022) 35227026
E-mail: stil.openoffer@mefcomcap.in
Website: www.mefcomcap.in
SEBI Registration Number: INM000000016
Validity Period: Permanent Registration

MUFG

Registrar to the Offer:
MUFG Intime India Private Limited
(Formerly Link Intime India Private Limited)
Address: C-101, 1st Floor, 247 ParkL.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083, Maharashtra, India
Tel: +91 91 810 811 4949
E-mail: somatextiles.offer@in.mpms.mufg.com
Website: www.in.mpms.mufg.com
Investor Grievance E-mail: somatextiles.offer@in.mpms.mufg.com
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No: INR000004058

Roadway Solutions India Infra Limited (the Acquirer)	Ameet Harjinder Gadhoke (PAC 1)	Teja Ranade Gadhoke (PAC 2)
Sd/-	Sd/	Sd/-

Place : Mumbai
Date : July 15, 2025

3

বিহারে ৩৫ লক্ষ নাম ছাঁটাইয়ের পথে কমিশন

পাটনা, ১৫ জুলাই: ভোটার তালিকা সংশোধনে বিহারে বাদ পড়তে পারে অন্তত ৩৫ লক্ষ নাম। এই তথ্য সামনে আসতেই কমিশনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে বিরোধী শিবির। গত বছরও যারা ভোট দিয়েছিলেন, এবার ভোটার তালিকা সংশোধনে নাম কাটা গিয়েছে তাদের।ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এমন অজস্র নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটদানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। কমিশনের দাবি, এখনও অবধি প্রায় ৮০ শতাংশ নাম গণনা সম্পূর্ণ হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে। এর মধ্যে ১২.৫ লক্ষ ভোটার মৃত, কিছু ভোটার অনেক আগে বিহার ছেড়েছেন অথচ নাম রয়ে গিয়েছে তালিকায়। কমিশন সূত্রের জানা গিয়েছে, এই ভুয়ো ভোটার বাছতে গিয়েই ভূরি ভূরি বিদেশি ভোটারের হদিশ মিলছে। এদের অধিকাংশই বাংলাদেশ বা নেপালের বাসিন্দা। কেউ কেউ রয়েছেন মায়ানমারের।

সুদানে বিদ্রোহী বাহিনীর হামলায় মৃত ৩০০-র বেশি

খারতুম, ১৫ জুলাই: গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সুদানে বিদ্রোহী আধাসেনার নির্বিচারে হামলায় প্রাণ হারিয়েছে ৩০০-র বেশি নাগরিক। রাজধানী খারতুম হাতছাড়া হয়েছে কয়েক মাস আগেই। সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই পরিস্থিতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে মরিয়া প্রত্যাঘাতের পথ নিল সুদানের আধাসামরিক বাহিনী 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স' (আরএসএফ)। উত্তর করদোফান প্রদেশে হামলা চালিয়ে নির্বিচারে নারী, শিশু-সহ ৩০০-র বেশি অসামরিক নাগরিককে খুন করল তারা। আরএসএফের হাত থেকে রাজধানী খারতুন দখলের পরে গত মে মাসের গোড়ায় জেনারেল বুরহান সুদানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিক আল-তায়েব ইদ্রিস আবদেল হাফিজের নাম ঘোষণা করেন।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজস্থান, নদীতে প্লাবন, মৃত ১২

জয়পুর, ১৫ জুলাই: গত কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজস্থান। বেশ কয়েকটি জেলা জলমগ্ন। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কোটা, জালোর, পালী, ধোলপুরে। বৃষ্টির জন্য দুর্ঘটনায় গোটা রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন। মৌসম ভবন বলছে, এখনই রাজ্যে বৃষ্টি থামবে না। মঙ্গলবার সেখানে স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছিল।

ভারী বৃষ্টির কারণে পালী জেলায় খরস্রোতা নদীগুলিতে জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। পালী শহরের বেশ কিছু জায়গায় জল জমে রয়েছে। জেলাশাসক এলএন মন্ত্রী এবং পুলিশ সুপার চুনারাম জাট ট্রাক্টরে চেপে জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যান। চম্বল নদীর উপরে কোটা বাঁধের একাংশ খুলে দু'লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে কোটার বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। ১০ হাজার মানুষ ঘরবন্দি। নদীতে মাছ ধরতে নেমে ভেসে গিয়েছেন সাত জন। পরে এক জনকে উদ্ধার করা গেলেও বাকিদের খোঁজ মেলেনি। শহরের বেশ কিছু অংশে উদ্ধারের কাজে নেমেছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। যোধপুরে খেতে কাজ করার সময় এক কৃষক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। এক বিদ্যুৎকর্মীরও মৃত্যু হয়েছে ওই জেলায়।

জালোর এবং জোধপুরে রেললাইনের উপরে জল দাঁড়িয়েছে। মারওয়াড় জংশন থেকে লুনির মধ্যে বেশি কিছু অংশে ট্রেন চলাচল বন্ধ। পালী এবং মারওয়াড় জংশনের মধ্যে চলাচল করে যে সব ট্রেন, সেগুলিরও সময় পরিবর্তিত হয়েছে। যোধপুর এবং আমদাবাদের মধ্যে চলাচলকারী সবরমতী এক্সপ্রেসও বাতিল করা হয়েছে। বেশ কিছু ট্রেন চলছে ঘুরপথে। বন্যাবিধ্বস্ত জেলাগুলির পরিবর্তে সমদড়ী-ভীলড়ী রুটে চলছে।

ধোলপুরে প্লাবিত হয়েছে পার্বতী নদী। অন্তত ১২টি গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তিন জন স্রোতে ভেসে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা জেলাশাসকদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। কিছু জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভীলওয়াড়া, সিরোহী, বারান, টোঙ্কে আগামী ৪৮ ঘণ্টা বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

নোটস দেবেন বলে ছাত্রীকে ডেকে ধর্ষণ

ভুবনেশ্বর, ১৫ জুলাই: ওড়িশার ঘটনায় যখন উত্তাল গোটা দেশ, তার মধ্যেই আবার কলেজের দুই শিক্ষক-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। এ বার ঘটনাস্থল কর্নাটকের বেঙ্গালুরু। অভিযুক্তদের ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জন বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি কলেজের পদার্থবিদ্যা এবং জীববিদ্যার লেকচারার। আর তৃতীয় জন হলেন তাঁদেরই এক বন্ধু।

পুলিশ জানিয়েছে, ফিজিক্সের ওই লেকচারার নোট দেওয়ার নামে ছাত্রীর সঙ্গে প্রথমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান। ছাত্রীকে প্রতিনিয়ত মেসেজ করতেন। এরপর তৃতীয় অভিযুক্তের ফ্ল্যাটে ছাত্রীকে ডাকেন ফিজিক্সের ওই লেকচারার। অভিযোগ, সেখানে ছাত্রীকে তিনি ধর্ষণ করেন। ঘটনার কথা কাউকে বললে ফল ভাল হবে না বলে নির্যাতিতাকে হুমকি দেন ফিজিক্সের ওই লেকচারার। নির্যাতিতার অভিযোগ, এই ঘটনাটি তাঁরা ক্যামেরাবন্দি করেন। তার পর সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করেন। তার পর জীববিদ্যার শিক্ষকও তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ।

গ্রেপ্তার কলেজের দুই শিক্ষক-সহ তিন

নির্যাতিতার আরও অভিযোগ, শিক্ষকদের বন্ধুও ব্ল্যাকমেল করা শুরু করেন। ছাত্রীটিকে হুমকি দেওয়া হয়, সিসিটিভি ফুটেজ বাইরে ছেড়ে দেওয়া হবে যদি তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত না হন। তার পর তিনিও ধর্ষণ করেন। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে তিন জন মিলে নানা ভাবে ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণ করেন। বিষয়টি সম্প্রতি বাড়িতে জানিয়েছিলেন ছাত্রী। তার পরই পুলিশ এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দুই শিক্ষক এবং তাঁদের এক বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ময়দান

নাটকীয় পরিণতি লর্ডসে, তবুও 'হোম অফ ক্রিকেটে' জিতল ক্রিকেটীয় স্পিরিট!

লর্ডস, ১৫ জুলাই: লর্ডস টেস্টের শেষ দিনে নাটকের যেন শেষ ছিল না। ১৯৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত হেরে বসল মাত্র ২২ রানে। অথচ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই জারি রেখেছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সিরাজ ও জশপ্রীত বুমরাহ। জাদেজার ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস এবং শেষ উইকেটে সিরাজের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন জুটি ভারতকে একসময় জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, সোয়েব বশিরের বলে ডিফেন্স করতে গিয়েও বল ঘুরে গিয়ে বেল ভেঙে দিল সিরাজের। হতবাক, ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন তিনি।

অন্যদিকে, জাদেজার চোখেমুখে শুধুই অবিশ্বাস। ইংল্যান্ড শিবিরে তখন আনন্দের জোয়ার। কিন্তু ঠিক তখনই সামনে এল ক্রিকেটের আসল সৌন্দর্য, স্পোর্টসম্যানশিপ। মাঠ ছেড়ে জয় উদ্‌যাপন না-করে জো রুট, হ্যারি ব্রুকরা এগিয়ে এলেন সিরাজদের দিকে। সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দিলেন। হ্যারি ব্রুক টেনে তুললেন মাটিতে বসে পড়া সিরাজকে, আর বেন স্টোকস জড়িয়ে ধরলেন জাদেজাকে। এই পাঁচদিনের ম্যাচে আবেগের ঢেউ উঠেছে নানা দিকে। সিরাজ তেড়ে গিয়েছেন ডাকেটের দিকে, লংরুমে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে, পন্থকে আউট করে কটাক্ষ করেছেন আর্চার। আবার ম্যাচের শেষদিনে দেখা গেল একে অপরকে জড়িয়ে ধরার মানবিক দৃশ্য।

এত কিছু পেরিয়ে শেষদিনে লর্ডস যেন সত্যিই ক্রিকেটের 'হোম অফ স্পিরিট' হয়ে উঠল। ভারতের এই হার আফসোসের। জিতলে ছবিটা উলটো হতে পারত, সিরাজ-জাদেজারা হয়তো সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দিতেন রুটদের দিকে। সিরাজ-বুমরাহ শেষ উইকেটে না-লড়লে জয়ের এত কাছে পৌঁছনোই হত না। আর এক অদ্ভুত বিষয়, যে ডিউক বল নিয়ে এত বিতর্ক, সেটাই শেষমেশ ঘুরে গিয়ে ভেঙে দিল সিরাজের স্টাম্প। সে কি নিছক কাকতালীয়, না নিয়তির ইঙ্গিত? এই ম্যাচে জয়-পরাজয় থাকলেও, হারেনি ক্রিকেট। মাঠে উত্তাপের মধ্যেও শেষ দৃশ্যটা যেন মনে করিয়ে দিল, কেন একে 'জেন্টলম্যানস গেম' বলা হয়।

কল্যাণীতে ডার্বি, যুবভারতী কেন নয়, অসন্তুষ্ট মোহনবাগান

ঋতিকা চক্রবর্তী

১৯ জুলাই কলকাতা লিগের ডার্বি, মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। কল্যাণী স্টেডিয়ামে হবে কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ, জানিয়ে দিয়েছে আইএফএ। কল্যাণী স্টেডিয়ামে নৈশালোকে আয়োজিত হবে ম্যাচ, সম্ভবত বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে হবে ম্যাচ। কল্যাণীতে ডার্বির আয়োজন এই প্রথম। আইএফএ সূত্রে খবর, ডার্বির টিকিট বণ্টন করা হবে অনলাইনে। টিকিট পার্টনারের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছে আইএফএ।

প্রথমে বারাসত স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিল আইএফএ। তবে এখনও পর্যন্ত বারাসত স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শেষ হয়নি। সম্প্রতি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বারাসাত স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ফলে কল্যাণী স্টেডিয়ামেই আয়োজিত হচ্ছে ডার্বি। ইতিমধ্যে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত কল্যাণী স্টেডিয়ামে পরিদর্শন করেছেন। সমস্ত আয়োজন যাতে সঠিক ভাবে হয়, খতিয়ে দেখে এসেছেন তিনি।

কল্যাণী স্টেডিয়ামে বড় ম্যাচ আয়োজন নিয়েও বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ কেন আয়োজন করা হল না যুবভারতী স্টেডিয়ামে। ডার্বির মতো ম্যাচ ঘিরে সমর্থকদের আবেগ থাকে চরমে। সেই ভিড়, উত্তেজনা সামলে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব ছিল একমাত্র যুবভারতী স্টেডিয়ামেই। কলকাতা লিগের ম্যাচ জেলার স্টেডিয়ামে আয়োজন হওয়ায় এমনিই সমর্থক তথা ফুটবলপ্রেমীরা অসন্তুষ্ট। সেক্ষেত্রে এই মরশুমে ডার্বি আয়োজনের জন্য নৈহাটি স্টেডিয়ামও ভালো বিকল্প হতে পারত। তবে নিরাপত্তাজনিত বিষয় খতিয়ে দেখে কল্যাণীতেই ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত আইএফএর।

গত মরশুমে লিগের ডার্বি আয়োজিত হয়েছিল নৈহাটি স্টেডিয়ামে। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল মোহনবাগান, খেলতে রাজি ছিল না। ম্যাচের দিন ইস্টবেঙ্গল দল মাঠে পৌঁছলেও আসেনি মোহনবাগান দল। এবারও অসন্তুষ্ট মোহনবাগান শিবির। ডার্বি নিয়ে বাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস বললেন, 'ডার্বির টিকিট বণ্টন নিয়ে সদস্য-সমর্থকরা চিন্তিত। কী ভাবে টিকিট পাবে, কল্যাণী স্টেডিয়ামে কত সংখ্যকই বা দর্শক হবে।' ডার্বি ম্যাচ যুবভারতীতে না-হয়েও কল্যাণীতে কেন, সেই নিয়েও অসন্তুষ্ট মোহনবাগান।

অদম্য ইচ্ছা, সাহসের আলোয় জ্বলে ওঠা এক ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমি যখন ব্যাট হাতে নিই, তখন আর মনে থাকে না আমি কিছু দেখতে পাই না। তখন শুধু বলের শব্দ শুনি, আর ভেতর থেকে একটাই আওয়াজ আসে, মার!' বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার অরিন্দম দাস, যিনি সম্প্রতি ভারতের ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন।

অন্ধদের ক্রিকেট বা ব্লাইন্ড ক্রিকেট অনেকের কাছেই এক বিস্ময়। চোখে না-দেখতে পাওয়া মানুষ কী ভাবে বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং করেন? কী ভাবে রান নেন? অথচ বাস্তব চিত্রটা অনেক বেশি শক্তিশালী ও আবেগপ্রবণ। সাউন্ড বল, ট্যাপ সিগন্যাল আর অদম্য মানসিক শক্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই খেলা, যা শুধু খেলা নয়, এক জীবনের সংগ্রাম। ব্লাইন্ড ক্রিকেটে ব্যবহার হয় বিশেষ বল, যার মধ্যে ছোটো ছোট বিয়ারিং থাকে, যাতে বলটি গড়ালে ঝনঝন শব্দ হয়। খেলোয়াড়রা শ্রবণশক্তি দিয়ে অনুমান করেন বলের গতি ও দিক। ব্যাটিংয়ের সময় বোলার প্লে বলে বল ছাড়েন, যাতে ব্যাটসম্যান প্রস্তুত থাকতে পারেন। পুরো খেলার নিয়ম কিছুটা আলাদা হলেও স্পৃহা, আগ্রহ আর টেনশন, সবই একই।

অরিন্দম জানান, 'প্রতিদিন সকালে মাঠে এসে শুধু শ্রবণশক্তি শানানো হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল শব্দ শুনে রিফ্লেক্স তৈরি করতে হয়। চোখে দেখতে না-পাওয়া মানে খেলার জগৎ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া নয়, বরং অন্য এক উপায়ে নিজের জায়গা তৈরি করা।' ভারত ব্লাইন্ড ক্রিকেটে অন্যতম সেরা দল। ২০১২ ও ২০১৭ সালে তারা ব্লাইন্ড ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সব দেশই অংশ নেয় এই টুর্নামেন্টে। ২০১৭ সালের ফাইনালে ভারত পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে, যার অংশ ছিলেন বাংলারই আর এক খেলোয়াড় সুব্রত পাল। এই খেলাগুলো টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার না হলেও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এখন অনেকেই খোঁজ রাখেন।

বহু মানুষ বলেন, এটি দেখলে বোঝা যায় খেলোয়াড় মানেই শুধু ফিট বডি নয়, সাহস, নিষ্ঠা ও মানসিক জোরই আসল।

ক্রিকেটের নন্দনকাননের আসল কারিগরদের চেনেন ক'জন?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটবিশ্বে ইডেন গার্ডেনস মানেই গৌরব, ইতিহাস আর আবেগে মোড়া এক স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু এই ঐতিহাসিক মাঠের পেছনে যাঁদের নীরব অবদান, তাঁরা প্রায় অদৃশ্য, ইডেন গার্ডেনসের গ্রাউন্ডস ম্যানেরা। দিনরাত পরিশ্রমে মাঠটিকে খেলার উপযোগী করে তোলেন যাঁরা, তাঁদের কথা খুব কমই উঠে আসে আলোচনায়। ১৪ জনের একটি নিবেদিতপ্রাণ দল ইডেনের মাঠ রক্ষা করেন ঝড়বৃষ্টি, রোদ ও ধুলোবালির সঙ্গে লড়াই করে। কেউ ৩০ বছর ধরে কাজ করছেন, কেউ সদ্য যোগ দিয়েছেন, কিন্তু সবার একটাই পরিচয়, ইডেনের 'পিচ কিপার'।

গ্রাউন্ডস ইনচার্জ মোহন দে বললেন, 'খেলোয়াড়রা একদিনের জন্য আসে, আমাদের জীবন কাটে এই মাঠে। সকালে মাঠ দেখে ঘাসের উচ্চতা পরিমাপ করি, দুপুরে পিচে রোলার চালাই, রাতে জলের পাইপে সেচ দিই। বৃষ্টি হলে স্লিপ কাভার টেনে এনে পুরো মাঠ ঢেকে ফেলি। এই তো আমাদের রুটিন।' বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময় তাঁদের দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ। পিচ তৈরির জন্য সপ্তাহ ধরে চলে ঘাস কাটা, জল দেওয়া ও রোলিংয়ের নির্দিষ্ট চক্র। প্রতিটি স্তর যেন বিজ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিশেল।

তবে এই কঠিন পরিশ্রমের পরও তাঁদের জীবনে নেই বেশি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। অধিকাংশই চুক্তিভিত্তিক কর্মী। উৎসবের সময় বাড়তি টাকা পাওয়া গেলেও, মাসিক আয় সীমিত। সুদীপ ঘোষ, যিনি ২২ বছর ধরে এই কাজ করছেন, বললেন, 'ইডেন মানে আমার দ্বিতীয় বাড়ি। খেলোয়াড়দের ছায়ায় কাজ করেও আমি গর্বিত।' তাঁদের প্রাথমিক সরঞ্জাম রোলার, কাটার, কাভার, পাইপ সদাই প্রস্তুত থাকে। এ ছাড়া প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু অভ্যাস আছে কেউ মাঠে পা দেওয়ার আগে প্রণাম করেন, কেউ আবার পিচে জল দেওয়ার সময় মন্ত্র পড়েন মনেই। ইডেন যেন তাঁদের কাছে শুধু মাঠ নয়, এক জীবন্ত উপাসনালয়। তাঁদের এই নিষ্ঠার ফলেই আজও ইডেন গার্ডেনস বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসেবে স্বীকৃত। অথচ ম্যাচ শেষে যখন আলো নিভে যায়, গ্যালারি ফাঁকা হয়, তখনও কিছু মানুষ থেকে যান মাঠে, হাতে ঝাঁটা, কাঁধে পাইপ। ওঁরাই ইডেনের নীরব সৈনিক, যাঁদের ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না একটি সফল ম্যাচের মঞ্চ। খেলার জয়-পরাজয়ের বাইরেও ইডেন গার্ডেনসের আসল গল্প লেখা থাকে এই মানুষগুলোর হাতে। তাঁদের পরিশ্রমই ক্রিকেটকে করে তোলে জীবন্ত-প্রাণবন্ত।

অর্ণবের লড়াইয়ের কাছে হার মানল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা দুই ম্যাচে ড্র করে বারাকপুরে মামনি পাঠচক্রের বিরুদ্ধে জয়ের সন্ধানে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। ডেভিড মোৎলার গোলে ১-০ ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গলকে হারাল পাঠচক্র। লাল-হলুদের জয় আটকে গেল পাঠচক্রের রক্ষণ ভাগের শেষ প্রহরী অর্ণব দাসের গ্লাভসে। রবিবার মাকে হারিয়েছেন অর্ণব। সোমবার পাঠচক্র দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। মঙ্গলবার খেলতে নেমে প্রায় পাঁচ-ছয়টা গোলমুখী শট বাঁচালেন। জীবনের কঠিনতম দিনে ম্যাচ খেলতে নেমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। ম্যাচ শেষে ধরাকাছা পরে বাড়ি ফিরলেন।

গোটা ম্যাচ জুড়ে অসংখ্য সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। তার খেসারতও দিতে হল ম্যাচে। ৮৮ মিনিটে ডেভিড মোৎলা গোল করে জিতিয়ে দিলেন পাঠচক্রকে। চার ম্যাচে চারটি গোল করেছেন ডেভিড। প্রথম একাদশে ইস্টবেঙ্গলের দুটি পরিবর্তন। সঞ্জীব ঘোষের জায়গায় মহম্মদ রোশাল এবং আমন সিকে -এর জায়গায় সুমন দে -কে খেলান কোচ বিনো জর্জ। চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরলেন সুমন। ম্যাচের শুরুতে ৬ মিনিটে তন্ময়ের শট পাঠচক্রের গোলকিপার অর্ণব বাঁচিয়ে দেন। ২৩ মিনিটে

প্রভাত লাকরার শট অর্ণবের হাত ছুঁয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়েও আমন সিকে -এর নিশ্চিত গোলমুখী শট দুর্ধর্ষ ভাবে বাঁচিয়ে দেন অর্ণব। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। দলের সতীর্থরা এসে সান্তনা দেন অর্ণবকে। বাবা-মা হারা অর্ণব বাড়িতে একাই রয়েছেন। চার ম্যাচে চারটি ক্লিনশিট পাঠচক্র দলের। ম্যাচ শেষে অর্ণব বলেন, ক্ষ্মএটা আমার একার কৃতিত্ব নয়, গোটা দলের ভালো খেলার ফল। সত্যি বলতে ম্যাচ নিয়ে ভাবিনি বেশি, বাড়িতে যখন যাই একেবারে একা। বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে খুব। মাঠে যখন যাই স্যারেরা সঙ্গে থাকেন, পাঠচক্রও আমার কাছে পরিবার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১৬ জুলাই ২০২৫ • পেজ ১২

ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ঋদ্ধ মালদা জেলার গৌড়

মালদহ, কথ্য ভাষায় মালদা বর্তমানে অনেকটাই জনপ্রিয়। এই জেলার নাম উল্লেখ করলেই, চলে আসে গৌড়ের কথা। গৌড় নাম কীভাবে এসেছে, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। কেউ বলেন, একটা সময় এখানে এখানে গুড় উৎপাদন হত বলেই গৌড় নামটি এসেছে। পাশেই রয়েছে পাণ্ডুয়া, এই নামটি এসেছে নাকি পৌন্ড্রবর্ধন থেকে। পুঁড় মানে আখ, সেই থেকে পেঁড়ো, যার আসল সুসভ্য নাম পৌন্ড্র। অনেকে আবার ধারণা করেছে এই অঞ্চলে অনেক আখের চাষ হত, সেই থেকে পুন্ড্রবর্ধন নামটি এসেছে।

জৈন গ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্র থেকে জানা যায়, গৌড় দেশ রেশম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ির স্বর্ণের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ গৌড় নগর যে প্রাচীন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পৌরাণিক কাহিনীর সূত্র ধরলে, পদ্মপুরাণে গৌড়দেশের রাজা ছিলেন নরসিংহ। আবার স্কন্দপুরাণে. সরস্বতী তীরবর্তী এলাকা এবং কনৌজ, উৎকল, মিথিলা, গৌড়কে পঞ্চ গৌড় বলা হয়েছে। অর্থাৎ গৌড় শুধু একটি নয়, পাঁচটি। কলহনের রাজতরঙ্গিনী এবং হিউ এন সাংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে যে সূত্র মেলে, তার থেকে গবেষকরা অনুমান করেছেন, সেই সময় গৌড় রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত ছিল। কাশ্মীরি সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে গৌড়ীয় সেনার সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণদান এবং সমৃদ্ধ রাজ্যের কথা বলা হয়েছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় গৌড় অঞ্চল পৌন্ড্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ, তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলা এবং সমতট অর্থআৎ দক্ষিণপূর্ব বঙ্গ পৃথক ভাবে চিহ্নিত ছিল।

যদিও অভিলেখের সূত্র থেকে জানা যায়, ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দের হরারা শিলালিপিতে মৌখরী বংশের ঈশান বর্মনের গৌড়দেশ বিজয়ের কথায় প্রথম এ নামের প্রমাণ মেলে। আনুমানিক সময়কাল ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ অফসদ শিলালিপিতে সুক্ষ্মশিব নামক লিপি খোদাইকরের পরিচয়ে তাঁকে গৌড়দেশের অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাদল স্তম্ভলিপিতে দেবপালকে গৌড়েশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ গৌড়বাসীদের নম্রতা শিক্ষাদানের গৌরবের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। গৌড়দেশে একটা সময় পাল বংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন, তার প্রভাব কতটা বিস্তৃত ছিল, তার নজির মেলে ইতিহাসে। প্রায় তিনশো বছর পাল রাজাদের শাসনকাল ছিল বাংলায়। ইতিহাস বলছে,

গোপালদেব ছিলেন পালবংশের প্রথম রাজা। এই বংশের প্রত্যেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। গোপালের পুত্র ধর্মতলা সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করে সার্বভৌম্য সম্রাটের পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর পুত্র একসময় মগধ জয় করেছিলেন। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়, পাল রাজাদের আমলে বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতিসাধন হয়েছিল।

দেবপালের পর শূরপাল প্রথম এবং মহেন্দ্রপাল কিছু সময়ের জন্য রাজত্ব করেন। এরপর উল্লেখযোগ্য রাজা বলছে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল আনুমানিক ৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। মহীপালের খ্যাতি শুধুমাত্র লিপি বা গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন লোকগাথার মধ্যেও। মহীপালের পুত্র নয়পালের সময় অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমশীলা বিহারের প্রথম অধ্যপক হয়েছিলেন।

মালদা জেলায় পাল রাজাদের তিনটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে।

১) ধর্মপালের খালিমপুরের তাম্রশাসন

২) গোপালদেবের জাজিলপাড়া তাম্রশাসন

৩। মহেন্দ্রপালের জগজীবনপুর তাম্রশাসন।

পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও, ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা কম ছিল না। তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় বাংলা তথা গৌড়ভূমিতে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন মিলেছে।

পাল বংশের পর বাংলায় সেন রাজবংশের সূত্রপাত। সেন রাজারা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের অধিবাসী ছিলেন। সামন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, আনুমানিক ১০৯৭-১১৬০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়রাজ মদনপালকে পরাজিত করে শক্তিশালী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র বল্লাল সেনকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলে মনে করেছেন ইতিহাসবিদেরা। তাঁর লেখা বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হল দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর। কৌলিন্যপ্রথার সঙ্গে তাঁর নামটি বিশেষভাবে জড়িত।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষন সেনের রাজত্বকালে

উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বহু গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত হলায়ুধ লক্ষনসেনের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। লক্ষ্মন সেনের নাম অনুসারে রাজধানী লক্ষ্মনাবতী নামকরণ করা হয়।

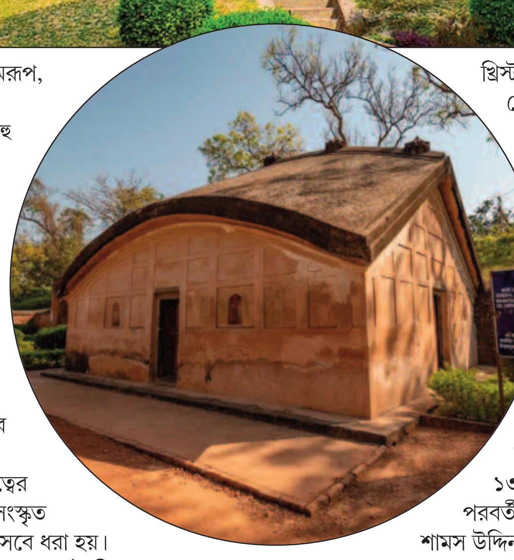

সেন রাজত্বকালে হিন্দু ব্রহ্মণ্যধর্ম কঠোর শৃঙ্খলা ও রক্ষণশীলতার বর্মে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা হয়। সেন রাজত্বের শেষ দিক বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠযুগ হিসেবে ধরা হয়। লক্ষ্মন সেনের পরবর্তী সময়ে তাঁর তিন পুত্র মাধব সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন ক্রমান্বয়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। গৌড়ের ইতিহাস প্রাচীন শিলালিপি, বা পর্যটকদের বই থেকে মিললেও স্থাপত্যের নিদর্শন এখন আর তেমন কিছু নেই। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা সবটাই মুসলিম যুগের। মহম্মদ ঘোরি যখন দিল্লি অধিকার করে কুতুবুদ্দিনকে প্রতিনিধি করে গজনীতে ফিরে যান। তার কিছু পরেই, সময়টা আনুমানিক ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন।

গিয়াসুদ্দিন ইউজের পর গৌড় পুরোপুরি দিল্লির সুলতানি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও তখন থেকেই টালমাটাল ছিল এখানকার শাসন ব্যবস্থা। নানা শাসকের উত্থান পতনের পর, বলবনী বংশের শাসন চলে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

পরবর্তী সময়ে তুঘলক বংশের শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহ গৌড়ের সুলতান হন। তারপর থেকে বহু সুলতানি শাসক এসেছে, গিয়েছে। মাঝে, কিছু সময় প্রভুত্ব করেছেন হিন্দু রাজারা।

মালদহের গৌড়ের যে স্থাপত্যগুলি রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম আদিনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার, বড় সোনা মসজিদ, চিকা মসজিদ, লুকোচুরি দরওয়াজা, মাতা জহুরা মন্দির ইত্যাদি। তবে এখানে একটি প্রাচীন দিঘি রয়েছে, নাম পিয়াসবাড়ি দিঘি। আর এই জলাশয়কে নিয়ে নানা কিংবদন্তী রয়েছে। আইন-ই আকবরীতেও এই দিঘির উল্লেখ রয়েছে। কিংবদন্তী রয়েছে, এই দিঘির জল আগে লবনাক্ত ছিল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের এর পাশে বন্দি করে রাখা হত, এবং এই দিঘির জল পান করিয়ে হত্যা করা হত। আকবরের নির্দেশে এইরকম হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হয়। যদিও এই দিঘির জল লবনাক্ত ছিল, বা আকবরের নির্দেশিকা এর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলেনি।

গৌড় রামকেলী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য বারোদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে এটি সুলতান হুসেন শাহর পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহ তৈরি করান। মসজিদের ভিতর তিনটি লম্বা আইল দিয়ে পৃথক পরিসর এবং সম্মুখে এগারোটি খিলান দ্বারা উন্মুক্ত পথ।

এখানে একটি প্রার্থনাকক্ষ, সম্মুক্ষে বারান্দা ও কোনগুলিতে অষ্টভূজ বুরুজ বর্তমান। সম্মুখভাগ সমান। ছাদ ও দেওয়ালের সঙ্গমস্থলে কারুকাজ ও বক্রাকৃতি কার্নিস। উপরে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। নামাজের কক্ষ প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত। এটি তিনটি লম্বা আইল এবং উত্তরে তিনটি বে দ্বারা নির্মিত। ডানদিকে যে মহিলাদের বসার স্থান ছিল তা বোঝা যায়। বেশ কয়েক দশক আগেই মূল কক্ষের ৩৩টি গম্বুজই ভেঙে গিয়েছে। ইমামের বেদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্যানিংহামের বক্তব্য থেকে জানা যায়,

বিপুল অর্থ ব্যয় করে এই মসজিদ নির্মান করা হয়েছিল, তাই এর নাম সোনা মসজিদ রাখা হয়। আবিদ আলিও এই যুক্তিতে সমর্থন করেছেন। যদিও কিংবদন্তী রয়েছে, এই মসজিদে সোনার পাত লাগানো ছিল একসময়, সেই থেকেই এই নামকরণ। গৌড়ে স্থাপত্যগুলির মধ্যে আরও একটি বিশেষ নিদর্শন দাখিল দরওয়াজা। বারদুয়ারি থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে এটি গৌড়ের সিংহদুয়ার বা মূল দরওয়াজা বলা হত। কিংবদন্তী রয়েছে, এই ফটকের পার্শ্ববর্তী গড় থেকে সুলতানকে বন্দুক দেগে সম্মান জানানো হত বলে এটি সালামী দরওয়াজা নামেও পরিচিত ছিল। এটি বাংলা রীতিতে নির্মিত প্রথম সিংহদুয়ার। দাখিল দরওয়াজার সঠিক নির্মাণকাল জানা যায়নি। ক্রিটন এক শিলালিপি পাঠের সুলতান বারবর শাহের রাজত্বকালে এটি নির্মিত বলে মনে করেছেন, রেভেন্স, বার্গেস, ফার্গুসন এবং পার্সি ব্রাউন। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এটির নির্মাণকার্য হয় বলে ধারণা করা হয়। দাখিল দরওয়াজা দেখলে বোঝা যায় সম্পূর্ণ প্রবেশপথ তিনটি খিলানের দ্বারা একটি ভল্ট তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য সেই ভল্ট কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতীতে এই ফটকের চারপাশে দ্বাদশকোনী বুরুজ ছিল। বর্তমানে দুটি রয়ে গিয়েছে।

দাখিল দরওয়াজা থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে ফিরোজ মিনার। স্থানীয়রা অনেকেই এই মিনারকে পীরআশা মন্দির এবং চেরাগদানি বলে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন এটি ওয়াচটাওয়ার হিসেবে ব্যবহার হত। কেউবা এটিতে অবসের্ভেটরি বলে মনে করেছেন।

আপাত দৃষ্টিতে মিনারটির গঠন দিল্লির কুতুবমিনারের বঙ্গীয় সংস্করণ। যদিও স্থাপত্যের নিরিখে বিচার করলে, নন্দনতত্ত্বের খামতি রয়েছে। ফিরোজ মিনারের পিছন দিকে উত্তরপশ্চিম কোনে একটি খাজাঞ্চিখানা বা ট্যাঁকশাল ছিল। কেউ কেউ দাবি করেন এই ট্যাঁকশালের নাম ফিরোজাবাদ। ভবনের পাশেই ছিল হারেম বা মহাল সরাই। মালদা জেলাসহ আশে পাশের অঞ্চলে একটা সময় কতটা প্রতিপত্তিশালী ছিল, তা বর্তনামে সেভাবে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কারণ বহু স্থাপত্য হারিয়ে গিয়েছে। বহু স্থাপনা অস্তাচলের পথে। যদিও ইতিহাস শুধু ধরা আছে, কালো হরফে।

চকদীঘির রাজবাড়ী ও তার নিজস্ব ঐতিহ্য

ডাঃ শামসুল হক

বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার চকদীঘির অতি প্রসিদ্ধ রাজবাড়ী এখনও পর্যন্ত তার পুরাতন ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র তার নিজস্বতারই গুণে। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনারই সাক্ষী হয়ে আছে সেই সেই বাড়ী। তাই বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষজ নদের ভীড় ও লেগে থাকে সেখানে। তখন ভীষণ জমজমাট ও হয়ে ওঠে সেই অঞ্চল।

এই বাড়ীর অন্যতম একটা উৎসবের নাম দুর্গাপুজো। প্রতিবছর বেশ ধূমধাম সহকারেই পালিত হয় সেই বাৎসরিক উৎসব। বলা যেতে পারে, সেটা সেই বাড়ীর মেয়েদের নিজস্ব পুজোও। কারণ পুজোর যাবতীয় কাজ সারেন তাঁরাই। তবে বাজারঘাট বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহে পুরুষদের সহায়তা থাকলেও পুজো যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় মেয়েদের দ্বারাই । পুজোর অন্যতম আকর্ষণ অষ্টমীর দিনে তাঁদের সিঁদুর পুজো। আর সেটা হলো সেই বাড়ীর মেয়েদের অত্যন্ত সাধের একটা দিন এবং অতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পর্বও।

রাজবাড়ীর ভিতরে আছে বড় একটা পুকুর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই স্থানই হয়ে ওঠে তাঁদের পবিত্র তীর্থভূমিও। আবাহন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সেখানেই চলে তাঁদের অবাধ বিচরণ ও। আর সেইভাবেই তাঁরা সকলে মিলে ধরে রেখেছেন সাড়ে তিনশত বছরের পুরাতন ঐতিহ্যকেও।

বলাই বাহুল্য, সেই সূত্র ধরেই বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েও আছে সেই বাড়ীটা এবং মেয়েদের পুজোও।

আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছর আগে এখানে উঠে আসেন উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত রায় সিংহ পরিবারের লোকজন। তাঁদের আদিপুরুষ ছিলেন তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ। একশত বিঘা জমির উপর নির্মিত হয়েছিল সেই বাড়ী। খনন করা হয়েছিল বিশাল একটা পুকুরও। সেখান চাষ করা হত হরেক রকমের মাছও ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদধূলিতে একসময় ধন্য হয়েছিল সেই রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণও বিধবা বিবাহ নিয়ে যখন তোলপাড় হয়ে উঠেছিল সর্বত্র তখন নানান স্থান ভ্রমণ করতে করতে তিনি হাজির হয়েছিলেন চকদীঘির রাজবাড়ীতেও। সেখানে বসে তিনি নিয়েছিলেন সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মতামতও। তখন পরিবারের তরফ থেকে সেই কাজে খরচের জন্যই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল নগদ বেশ কিছু অর্থও। সেদিন রাজবাড়ীর লোকজনদের সেই মহানুভবতায় ভীষণভাবে মুগ্ধ ও হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

চকদীঘির রাজবাড়ীতে নিয়মিতভাবে আসা যাওয়া ছিল লর্ড কার্জন সাহেবও। দোতলায় তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল বিশেষ একটা ঘরেরও। সেখানে নিজের মতো করে থাকতেন তিনি। যত্রতত্র ঘুরেও বেড়াতেন। তারপর একসময় আবার ফিরেও যেতেন নিজের কর্মস্থলে।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও পা রেখেছিলেন চকদীঘির মাটিতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরে উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে তিনি হাজির হয়েছিলেন সেখানে এবং পছন্দ করেছিলেন সেই রাজবাড়ীকেই । ১৯৮৪ সালে মুক্তি পাওয়া সেই সিনেমার মূল বিষয়বস্তু ছিল নারীমুক্তির সূচনা, সাফল্য সহ শিক্ষণীয় আর ও অনেক কিছুই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভিক্টর ব্যানার্জি, মনোজ মিত্র, স্বাতী লেখা সেনগুপ্তর সুঅভিনয়ের গুণে ভীষণ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সেই কাহিনী চিত্র। আর তার সূত্র ধরেই এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে চকদীঘির এই রাজবাড়ীও।